প্রকাশক - শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১ নং গরাণহাটা - ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রিন্টার - কে. সি. ধর

চরিত্র

পুরুষ

রাজা সীতারাম রায়	...	...	ভূষণার জমিদার (পরে রাজা)
গঙ্গারাম	...	...	ঐ সম্বন্ধী ও নগররক্ষক
চন্দ্রচূড়	...	...	ঐ গুরু ও মন্ত্রী
মেনাহাতি	...	...	ঐ সেনাপতি
মৃন্ময়	...	..	ঐ সেনাপতি
গবর	...	...	ঐ সহকারী সেনাপতি
শাহসাহেব	...	...	ফকির
কাজি	...	...	বিচারক (ভূষণার)
চাঁদশা	...	...	ফকির
তোরাব খাঁ	...	...	ফৌজদার
দয়ারাম	...	...	নাটোর রাজের দেওয়ান
মুর্শিদকুলি খাঁ	...	...	বাংলার নবাব
রামচাঁদ } শ্যামচাঁদ }	...	...	গৃহস্থ

সৈন্যগণ, প্রজাগণ ইত্যাদি

স্ত্রী

শ্রী	...	...	সীতারামের প্রথমা স্ত্রী
রমা	...	...	সীতারামের তৃতীয়া স্ত্রী
আন্নাকালী	...	...	রামচাঁদের স্ত্রী
জয়ন্তী	...	...	সন্ন্যাসিনী

নর্ত্তকীগণ, সহচরীগণ ইত্যাদি

আমাদের প্রকাশিত অভিনীত নাটকাবলী

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ—কবি কালিদাস ২৲, কর্ণ (তর্পণ) ২৲, চন্দ্রহাস ২৲, দেবচক্র ২৲, সাধু তুকারাম ২৲, বাংলায় বাণিজ্য ২৲, পূর্ণিমা-মিলন ২৲, হরিশ্চন্দ্র ২৲, একলব্য ২৲, ক্ষত্রিয় গৌরব ২৲, চণ্ডীদাস ২৲।

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—রাজা সীতারাম ২৲, মহারাজ নন্দ-কুমার ২৲, রক্ত-কমল ২৲, কাল-যবন ২৲, নারী-রাক্ষসী ২৲, চাঁদের-কলঙ্ক ২৲

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ—ময়ূরধ্বজের হরিসাধনা ১৷৷৹, অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ ১৷৷৹, জয়দেব ১৷৷৹, নিমাই সন্ন্যাস ১৷৷৹, নিমাই কীর্ত্তন পদাবলী (কৃষ্ণযাত্রা) ১৷৷৹, তারকাসুর বধ ২৲, নর্ম্মদা ২৲, প্রতিজ্ঞা পালন ২৲, কুরু-পরিণাম ২৲, প্রহ্লাদ ১৷৷৹, বেহুলা-লখিন্দর ৸৹, শ্রীমন্ত ১৷৷৹, শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ ১৸৹, তর্পণ বা কর্ণবধ ১৷৷৹, সুবল-মিলন ১৷৷৹, কংসবধ ১৷৷৹।

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—সরমা বা রাবণ বধ ১৷৷৹।

পাঁচকড়ি দে—সঙ্গের সাধনা ২৲।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়—সতী (দক্ষযজ্ঞ) ১৷৷৹, ধ্রুব বা শৈশব আরাধনা ১৷৷৹, বিজয় বসন্ত (সৎমা) ১৷৷৹, অকালবোধন ২৲, পঞ্চবটী ২৲, (কৃষ্ণযাত্রা) মান ।৶৹, মাথুর ।৶৹, কলঙ্ক-ভঞ্জন ।৶৹, নদের নিমাই ।৶৹, নিমাই সন্ন্যাস ।৶৹, নৌকা বিলাস ।৶৹, ননী চুরি ।৶৹, কৃষ্ণকালী ।৶৹, কালিয় দমন ।৶৹, প্রভাস মিলন ।৶৹, চাঁদ ধরা ।৶৹, সুবল মিলন ।৶৹।

মতিলাল ঘোষ—পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ২৲।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—রুক্মাঙ্গদের হরিবাসর ১৷৷৹।

থিয়েটারের নাটক

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—মণীশের বৌ ১৷৷৹।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অ্যালেকজ্যাণ্ডার ১।৹।

মনোমোহন রায়—মালবের রাণী ১।৹।

বরদাপ্রসাদ দাসগুপ্ত—দেবযানী ১।৹।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, ১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

রাজা সীতারাম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

বালকগণ গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল

গীত

বাংলার ছেলে বাঙ্গালী আমরা
নাহি ভয় মোদের নাহি ভয়।
এই বাংলার ছেলে বিজয় সিংহ
ক'রেছিল ভাই লঙ্কা জয়॥
আমাদের এই নব অভিযানে,
যেন জাতীর জীবনে জাগরণ আনে,
আকাশ ভুবন ভরা জয় গানে মুক্তির হাওয়া বয়॥
সূর্য্যের মত উঠিব জ্বলিয়া,
জড়তা বাঁধনে ছিন্ন করিয়া,
বক্ষে জাগাবো নব নব আশা
ওই যে অদূরে সূর্য্যোদয়॥

[প্রস্থান।

মৃন্ময় প্রবেশ করিল

মৃন্ময়। ওরে সব তরুণের দল! ওরে সব বাংলার আশা-ভরসার ফুটন্ত প্রসূন! তোদের এই জাগরণের উদ্দীপনায় অলস-নিদ্রিত বাঙ্গালীর প্রাণে নব-উৎসাহ জেগে উঠুক। শস্য-সম্পদভরা বাংলার নাম স্মরণ ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে ছুটে চল্।

চন্দ্রচূড় প্রবেশ করিল

চন্দ্রচূড়। আবার বলো মৃন্ময়—আবার বলো। বাংলার নাম স্মরণ ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে ছুটে চল। ওই চেয়ে দেখ মৃন্ময়, সারা বাংলার বুকে কি মর্ম্মন্তুদ ছবি ফুটে উঠ্ছে—ওই শোন তার কান্নার রোল। বাংলার দুঃখ মোচন ক'রতে হবে মৃন্ময়!

সীতারাম রায়ের প্রবেশ

সীতারাম। সত্য বলেছ গুরু! বাংলার দুঃখ মোচন ক'রতে হবে। ঘুমন্ত বাংলার বুকে জাগরণের সাড়া তুলে দিতে হবে। সকলকে জাগিয়ে দিতে হবে। যারা জেগেও চুপ ক'রে বসে আছে তাদেরও দাঁড় করাতে হবে। নতুবা বাঙ্গালীর সুখ-শান্তি কোথায়?

চন্দ্রচূড়। সীতারাম! পারবে জাগাতে ঘুমন্ত বাংলাকে—ঘুমন্ত বাঙ্গালীকে?

সীতারাম। পারবো—পারবো গুরু! ক্ষুদ্র এক ভূইয়া রাজা আমি, এ রাজা হওয়ায় আমার কোন সুখ নেই। সারা বাংলা আজ নির্য্যাতীত—নিপীড়িত। তার দরবিগলিত অশ্রুধারায় ধরণী যে সিক্ত হ'য়ে উঠ্ছে, আর আমি ক্ষুদ্র এক গ্রামের রাজা সেজে রাজার সম্মান লাভ ক'রছি। না গুরু, সে রাজা নামে আমার প্রয়োজন নেই। আমি জাগিয়ে তুলে আমার দেশবাসীদের, ছুটবো বাংলার দুর্দ্দশা মোচনে—ক'রবো বাংলার বুকে বাঙ্গালীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আমি রাজা নই গুরু—আমি ক্ষুদ্র—আমি নগণ্য। আমি কিছুই চাইনা—চাই শুধু আমার বাংলাকে ভালবাসতে।

চন্দ্রচূড়। কিন্তু যে ভালবাসার পথে বহু বাধা - বহু নির্য্যাতন—তাও কি ভেবেছ সীতারাম ?

সীতারাম। তা জানি—তবু বাধা, বিঘ্ন দলিত ক'রে ছুটবো—নির্য্যাতন সাদরে বরণ ক'রে নেবো—শুধু চাই আমার বাংলাকে ভালবাসতে। আমি যে বাংলাকে বড় ভালবাসি গুরু! তার নদীর কলতান—পাখীর আকুল গান—প্রাণস্পর্শী মেদুর বাতাস আমি বড় ভালবাসি গুরু। মনে হয় আমি যেন যুগ-যুগান্তকাল বাংলার মাটীতে শুয়ে স্বর্গের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ি। মৃন্ময়! তোমরাও আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হও।

মৃন্ময়। আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত রায়জী!

সীতারাম। আমি তোমাদের কয়েকজনকে চাই না মৃন্ময়, চাই হাজার হাজার কর্ম্মী। কর্ম্মে, সাহসে, বীর্য্যে যারা অদ্বিতীয়—ভয়কে যারা ভয় করে না-- মরণকে যারা সাদরে বুকে টেনে নেয়, সেই রকম হাজার হাজার কর্ম্মী চাই মৃন্ময়!

মেনাহাতীর প্রবেশ

মেনাহাতী। হাজার হাজার কর্ম্মী তোমার সহায় হবে মহারাজ!

সীতারাম। সত্য কথা বন্ধু?

মেনাহাতী। সত্য কথা ভাই! ক্ষুদ্র এই ভূষণা গ্রাম হ'তে ছড়িয়ে প'ড়বে সারা বাংলার বুকে বাঙ্গালীর জাগরণের মন্ত্রগীতি। ছন্দে ছন্দে নেচে উঠ্‌বে বাংলার নিদ্রিত সন্তানেরা—মাতৃপূজার বোধন বসাবে তারা তাদের ঘরে ঘরে।

চন্দ্রচূড়। তবে জেনে রেখো শিষ্যগণ, তোমাদের এ জাগরণের অন্তরালে নির্য্যাতন—নিপীড়ন—ভাগ্যবিপর্য্যয় বিকট ব্যাদানে চেয়ে আছে। সে সব অম্লান বদনে সহ্য ক'রে পারো যদি দাঁড়াতে, তবেই সার্থক হবে তোমাদের মাতৃ-পূজা—তোমাদের জাগরণ—তোমাদের দেশাত্মবোধ।

সীতারাম। বাংলার দরবিগলিত অশ্রুধারা মুছিয়ে দিতে, বাংলার সম্মান বাঙ্গালীর অটুট রাখতে, আমরা সাদরে তুলে নেবো নির্য্যাতন—নিপীড়ন—ভাগ্য-

বিপর্যয়ে। আমি দেখতে পাচ্ছি দূর-ভবিষ্যতের বুকে বাঙ্গালীর শত গৌরব-মণ্ডিত জাতীয় পতাকা। আশীর্ব্বাদ কর গুরু! আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী পারি যেন বাংলার সমস্ত বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে জাগিয়ে দিতে সেই পুণ্যবাণী "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী"।

সকলে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী। জয় বাঙ্গালীর জয়—জয় বাংলার জয়—জয় সীতারাম রায়ের জয়।

গীতকণ্ঠে ভৈরব প্রবেশ করিল

গীত

বল্‌নারে ভাই আবার তোরা
জয় বাংলা তোমার জয়।
ক'রবো মোরা তোমার পূজা
জাগিয়ে সাহস সরিয়ে ভয়॥
তোমার মাটীর কোমল বুকে
প'ড়বো মোরা স্বর্গ সুখে,
তবু দেবো নাকো পরকে তুলে
তোমার মাটী মধুময়॥

[প্রস্থান।

সকলে। জয় বাংলার জয়! জয় বাংলার জয়!

উন্মাদিনীভাবে শ্রীর প্রবেশ

শ্রী। দিও না—দিও না—বাংলার জয় দিও না তোমরা বাঙ্গালী! বাংলার আর সেদিন নেই—সেই অতীত যুগের শৌর্য্য বীর্য্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নেই। বাংলার মাটীতে আর বীরের জন্ম হয় না—বাংলার বুক থেকে আর কালাগ্নি ছড়িয়ে পড়ে না—বাংলার নিঃশ্বাসে আর গরল উদ্গিরণ হয় না। বাংলার মাটী এখন জড়—নিপ্রাণ—অন্ধ। আর যারা বাংলার ছেলে, তারাও চেতনহারা—কর্ত্তব্য-হারা—নির্বিষ ভুজঙ্গ। শত্রুর পদদলনে তারা অবিরত দলিত হ'চ্ছে—শত্রুর

কশাঘাতে তাদের পিঠের চামড়া উঠে যাচ্ছে—শত্রুর পদাঘাতে তাদের ব্যথার অশ্রু ঝ'রে প'ড়ছে, তবু তাদের জাগরণ নাই—কণ্ঠে ভৈরবগীতি নাই—রক্তে বৈদ্যুতিক প্রবাহ নাই। মরেছে—সব মরেছে, বাংলা মরেছে—বাঙ্গালীও মরেছে।

চন্দ্রচূড়। বাংলা মরেনি—বাঙ্গালীও মরেনি। আবার তারা বেঁচে উঠ্‌বে—আবার তাদের নূতন জীবন হবে—আবার তাদের ঘুমন্ত তরবারি সগর্জ্জনে গর্জ্জে উঠ্‌বে। বলো—কে তুমি মা?

শ্রী। আমি একজন বাংলার নারী। আজ বাঙ্গালীর করুণার দ্বারে এসে উপস্থিত হ'য়েছি, কিন্তু জানিনা বাঙ্গালী তাদের নারীকে সে অনুগ্রহ ক'রতে পারবে কিনা?

সীতারাম। বলো বলো তুমি কে? তোমায় যেন কোন্ রঞ্জিত নিশায় দেখেছি!

শ্রী। আমি? আমি? আমি যে তোমার জীবন-সঙ্গিনী শ্রী।

সীতারাম। শ্রী! বলো আজ তোমার এ বেশ কেন? [চন্দ্রচূড়, মেনাহাতী ও মৃন্ময়ের প্রস্থান] শ্রী! শ্রী! তোমার এত রূপ! এত সুন্দরী তুমি, কই আমি তো তা এতদিন দেখিনি! সত্যই কি তুমি সেই উপেক্ষিতা—পদদলিতা আমার শ্রী? আমার সেই শ্রী কি এখনো বেঁচে আছে? যেদিন সে কাঁদতে কাঁদতে আমার মুখপানে চেয়ে একটু নিঃশ্বাস ফেলে চ'লে গেল, আজও আমার কর্ম্মজীবনের মাঝখানে মাঝে মাঝে তার সেই বিদায়ের জল-ভরা চাহনি—ব্যথা-জড়িত মুখখানি মনে পড়ে, আবার ভুলে যাই। তুমি কি আমার সেই শ্রী?

শ্রী। ওগো বিশ্বাস কর আমি তোমার সেই শ্রী। ভূষণার রাজা তুমি, তোমার সঙ্গে ছলনা করবার জন্য কোন পুরনারী দুঃসাহস নিয়ে তোমার কাছে আসেনি। বেশ ভাল ক'রে আমার দিকে চেয়ে দেখ, হয়তো তোমার মনে প'ড়তে পারে আমিই তোমার সেই অভাগিনী শ্রী—চরণসেবিকা দাসী।

সীতারাম। (বিস্ময়ে কিছুক্ষণ শ্রীর মুখপানে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) হ্যাঁ—সত্যই তুমি শ্রী। বল কি চাও? আজ তোমার বুকভরা এত ব্যথা কেন—চোখভরা এত জল কেন? যদি এসেছ দলিতা, তবে আমার কাছে এস—

শ্রী। ওগো মা আমার স্বর্গলাভ ক'রেছেন, আমার অশৌচ—আমায় স্পর্শ ক'রো না।

সীতারাম। তুমি কি চাও?

শ্রী। তোমার সাহায্য? আজ আমাদের বড় বিপদ—কাজী সাহেব দাদাকে আমার জীয়ন্তে কবর দেবে বলে ধ'রে নিয়ে গেছেন। ওগো আজ যে আমি দাদাকে হারাতে ব'সেছি, আমার দাদাকে তুমি বাঁচাও।

সীতারাম। তোমার দাদার অপরাধ?

শ্রী। যেদিন মা মারা গেলেন সেই দিন দাদা আমার কবিরাজকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, পথে এক ফকির শুয়েছিল—দাদার অনেক অনুরোধেও সে পথ হতে সরেনি, তাই দাদা তাকে ডিঙ্গিয়ে চ'লে যান। ফকির গিয়ে কাজীর কাছে অভিযোগ ক'রেছে যে দাদা আমার তার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তাকে লাথী মেরে চলে গেছেন। ফকিরের কথাই কাজী সাহেব বিশ্বাস ক'রেছেন।

সীতারাম। তা'হ'লে উপায় শ্রী?

শ্রী। উপায় তুমি? সেই জন্যই তো ব'লছি বাংলার আর সেদিন নেই—বাঙ্গালীও আর সে বাঙ্গালী নেই। সেদিন যখন অন্যায়ভাবে কাজীর পাইকেরা এসে আমার দাদাকে ধ'রে নিয়ে গেল, তখন কত চীৎকার ক'রে ডাকলাম, আমার ডাকে কেউ এলো না—একটী কথা পর্য্যন্ত কইলে না—তাই শেষ আশা তুমি, তোমার কাছে ছুটে এলাম—দেখি তুমিও কি কর!

সীতারাম। সত্য ব'লেছ শ্রী, আমাদের আর সে সাহস বীর্য্য নেই। আমরা আর শত্রুর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারিনে। তোমাদের অর্ঘ্যডালা নিয়ে শত্রুর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি, বেইমানির অভিনয় ক'রে নিজেরাই আজ

নিজেদের সর্ব্বনাশ ক'রছি। জয়চাঁদের স্বার্থপরতার জন্যই আজ আর্য্য-সেবিত ভারতের বুকে মুসলিম শক্তির আধিপত্য বিস্তার। শ্রী! শ্রী! আমি কি তোমার দাদাকে বাঁচাতে পারবো?

শ্রী। কেন পারবে না? পারবে ব'লেই তো তোমার কাছে লাজ লজ্জা সমস্ত বিসর্জ্জন দিযে ছুটে এসেছি। ভূষণার রাজা তুমি—শুনলাম তুমিই গ'ড়ে তুলছো আবার এই বাংলার মাটীতে বাঙ্গালীর নতুন জীবন। দেশের নেতা, তুমি যদি না চাও তোমার নির্য্যাতীত দেশবাসীর পানে, তাহ'লে আর কে চাইবে?

সীতারাম। সত্য ব'লেছ শ্রী আমি দেশের নেতা—আমি দেশের নেতা। আমার দায়িত্ব অনেক—আমার কর্ত্তব্য অনেক—আমার কর্ম্মও অনেক। মাত্র এই ক্ষুদ্র ভূষণার নেতা হবার আমার সাধ নেই শ্রী, আমি চাই সারা বাংলার নেতা হ'য়ে বাঙ্গালীকে রক্ষা ক'রতে। আজ আমার মুখপানে চেয়ে আছে ভূষণার অধিবাসীগণ—কাল আমার মুখ পানে চাইবে বাংলার সাত কোটী বাঙ্গালী। তাই হবে শ্রী তাই হবে, তোমার দাদাকে রক্ষা করবার জন্য সীতারাম তার জীবন উৎসর্গ করবে।

শ্রী। তাহ'লে আমি এখন যাই।

সীতারাম। তুমি যাবে শ্রী?

শ্রী। আমার যে থাক্‌বার অধিকার নেই।

[প্রস্থান।

সীতারাম। সত্য কথা, যার থাক্‌বার অধিকার নেই সে থাকবে কেন? যাক্ যাক্ চ'লে যাক্—মুছে যাক্ তার চিন্তা! গঙ্গারামকে বাঁচাতে হবে কিন্তু পারবো কিনা তা বল্‌তে পারি না; পারবো—পারবো।

চন্দ্রচূড়, মৃন্ময় ও মেনাহাতীর প্রবেশ

চন্দ্রচূড়। সে বড় কঠিন কাজ সীতারাম! আমি সব শুনেছি বৎস, কি গঙ্গারামের জন্য বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারবে?

সীতারাম। যেমন ক'রেই হোক্ গঙ্গারামকে বাঁচাতেই হবে গুরুদেব। তার এই গুরুদণ্ড রহিত ক'রতেই হবে। আমি যে শ্রীকে কথা দিয়েছি, তা ছাড়া এ ভূষণা যে আমার। আমার মুখ পানে চেয়ে আছে এখানকার লোকেরা, এও তো আমার কর্ত্তব্য গুরু?

চন্দ্রচূড়। কর্ত্তব্য বটে কিন্তু আবেদন নিবেদনে কোন ফল হবে না।

সীতারাম। কাজী সাহেবের পায়ে ধ'রে গঙ্গারামের প্রাণ-ভিক্ষা চেয়ে, নেবো।

চন্দ্রচূড়। ভিক্ষা যদি না দেয়?

সীতারাম। সেকি? ভিক্ষা দেবে না? ভূষণার সীতারাম তার পায়ে ধ'রে ভিক্ষা চাইলেও ভিক্ষা দেবে না?

চন্দ্রচূড়। যদি না দেয়?

সীতারাম। যদি না দেয়—

চন্দ্রচূড়। তার প্রতিবিধান ক'রতে পারবে?

সীতারাম। পারবো—পারবো গুরুদেব—আমি পারবো। অসি হাতে, দাবী জানাবো, তাতেও যদি সে দাবী প্রত্যাখ্যাত হয় তাহ'লে কাজীর কবল হ'তে গঙ্গারামকে আমি ছিনিয়ে আনবো গুরুদেব!

চন্দ্রচূড়। কিন্তু জেনে রেখো সীতারাম তুমি শুধু কাজীর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছো না, দাঁড়াচ্ছো সেই বাদশাহের বিরুদ্ধে। অপরিমেয় অর্থবল যার—অগণিত সৈন্যবল যার—তারি বিরুদ্ধে। বাংলার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তুমি কি পারবে সীতারাম তার বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রতে, যার কাবুল থেকে বাংলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য?

সীতারাম। পারবো গুরুদেব! আছে সীতারামের বুকের সাহস, অসির রক্ত-তৃষ্ণা, আর তোমার আশীর্ব্বাদ। আর আছে এরা—যারা আমার বাহুবল —বান্ধব—সহযাত্রী। মৃন্ময়! মেনাহাতী! চল ভাই সব! দুর্ব্বৃত্ত কাজীর কবল হ'তে উদ্ধার ক'রে আনিগে চল আমাদের বিপন্ন ভাইকে।

মৃন্ময় ও মেনাহাতী। জয় সীতারাম রায়ের জয়!

চন্দ্রচূড়। শোন সীতারাম! সত্যই যদি বিরোধ ক'রতে চাও, সম্পূর্ণ যোগ্যতা নিয়ে দাঁড়াও। আরও মনে রেখো সীতারাম, এ তোমার স্ত্রীর অনুরোধ নয়—গঙ্গারামের জীবন ভিক্ষাও নয়—সর্ব্বহারা জন্মভূমির অন্যায়ের কবল হ'তে ফিরিয়ে আনার আকুল আহ্বান, গঙ্গারাম উপলক্ষ মাত্র।

সীতারাম। এই তোমার চরণ স্পর্শ ক'রে আর এই বাংলার পুণ্য মাটী স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রছি গুরু, অন্যায়ের প্রতিরোধ ক'রতে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রবে এই বাংলার ছেলে বাঙ্গালী সীতারাম। (নতজানু)

মেনাহাতী। আমাদেরও প্রতিজ্ঞা তাই। (মৃন্ময় ও মেনাহাতী নতজানু হইল) আমরাও বাংলার ছেলে আমাদের এই ন্যায়ের অভিযানে বাংলার হৃতশ্রী বুকে ফুলে উঠুক অমরাবতীর সৌন্দর্য্য গরিমা।

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ

পূর্ব্ব গীতাংশ

আমরা বাংলার তরুণের দল,
মুছাবো বাংলার অশ্রুজল,
বাঙ্গালীর কীর্ত্তি উঠিবে ফুটিয়া
সারাটী জগৎময়॥

সীতারাম। চল্ চল্ তবে ছুটে চল্ ওরে তরুণের দল! বল্—জয় বাংলার জয়—জয় বাঙ্গালীর জয়!

[সকলে উহা আবৃত্তি করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামচাঁদের বাটী

তামাক টানিতে টানিতে রামচাঁদ ও তৎপশ্চাৎ শ্যামচাঁদের প্রবেশ

রাম। বলি শুনেছ ভায়া ?

শ্যাম। কি দাদা ?

রাম। আর দেশে বাস করা চল্‌বে না। বলি—বাপ্ পিতামহের ভিটে ফেলে যাই কোথায় বলতো ? মগের মুল্লুক হ'লো ভায়া মগের মুল্লুক হ'লো।

শ্যাম। বলি ব্যাপারখানাই কি খুলে বলোনা ছাই।

রাম। আগা গোড়া না বল্‌লে তুমি বুঝবে কি বলতো ? বলি-হ'লো কি ? এইবার ফকির টকির না হ'লে দেশে বাস করা চলবে না। অর্থাৎ মিদ্রু মিঞা হ'তে হবে।

শ্যাম। সে আবার কি দাদা ? মিদ্রু মিঞা হতে হবে কি ?

রাম। হুঁ হুঁ ! ওই তো বল্‌লাম, আগাগোড়া না বল্‌লে তুমি বুঝবে কি ক'রে ?

শ্যাম। হুঁকোটা দাও !

রাম। ধর। (হুঁকা দিল)।

শ্যাম। (টানিয়া) এঃ ! একবারে ঠিক্‌রে সার ক'রেছ, কিছুই রাখোনি। যাক্, এখন ব্যাপারখানা কি বলতো দাদা !

রাম। অর্থাৎ বুঝ্‌লে কিনা ভায়া মুসলমান হ'তে হবে। মুসলমানের রাজ্য, তার জাত ভায়েদের ভারী খাতির।

শ্যাম। তার মানে ?

রাম। তুমি একটী মস্ত আহাম্মক বোকচন্দ্র কিনা, কিচ্ছুই খবর রাখ না ? কেবল টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াও।

শ্যাম। দূর ছাই কি যে বাজে কথা কও, কি হ'য়েছে ছাই ব'লেই ফেলো না।

রাম। আরে গঙ্গারামের যে জ্যান্তে কবর হবে, কাজী সাহেব বিচার ক'রেছে।

শ্যাম। য়্যাঁ, তাই নাকি ? ইস্! গঙ্গারাম ক'রেছিল কি দাদা ?

রাম। আর ব'লো না ভায়া—আর ব'লো না—ওই জন্যই তো বলছিলাম এবার মিক্ত মিঞা হ'তে হবে। সেই হে সেই ফকিরটাকে দেখনি—রাস্তায় রাস্তায় "মুস্কিল আসান কর তুমি মাণিকপীর" ব'লে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—

শ্যাম। হুঁ হুঁ দেখেছি—দেখেছি—দু'একদিন তার সঙ্গে গাঁ— (জিভ্ কাটিয়া ফেলিল)।

রাম। বোধ হয় গাঁজা টাজা খেয়েছিলে ? তা খেতে পারো, ওই করেই তো সর্ব্বস্ব ওড়ালো, নইলে আজ তোমার ভাবনা কি। গোল্লায় গেছ তুমি।

শ্যাম। আঃ! তারপর কি হ'লো বলো না।

রাম। সেই ফকিরটার সঙ্গে গঙ্গারামের নাকি একদিন ঝগড়া হয়, তাই ফকির সাহেব মিছিমিছি ক'রে কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে লাগিয়েছে, বলে কাফের হিন্দু কিনা মুসলমান ফকিরকে লাথী মারে, তাকে জ্যান্তে কবর দাও। তবে ভায়া আর কি এ রাজ্যে বাস করা চলে ?

শ্যাম। কোথায় যাবে ব'লো সব দেশই তো মুসলমানের রাজ্য।

রাম। সেই জন্যই তো বলছি মিক্ত মিঞা হ'তে হবে। মুসলমান ধর্ম্ম নিয়ে কলমা পড়লেই ব্যস আর ভাবনা চিন্তে থাকবে না। যাই কর না কেন সাত-খুন মাপ, বুঝলে বোকচন্দ্র ?

শ্যাম। তুমি সব সময় আমায় বোকচন্দ্র বোকচন্দ্র ব'লো না দাদা! তোমার বাড়ীতে না হয় একটু আধটু তামাক খেতেই আসি, তাব'লে তুমি আমার অপমান করতে চাও ? তুমি কি পণ্ডিতচন্দ্র ? সেদিন পদ্মপিসি একখানা

তোমার কাছে চিঠি লেখাতে এসেছিল ব'লে তুমি তাকে মারতে গিয়েছিলে, তবে আমায় বোকচন্দ্র বলছো?

ফেলুর মা প্রবেশ করিল

ফেলুর মা। হ্যাঁরে শেমো হ্যাঁরে রেমো, তোরা কি সব আছিস না মরে গেছিস্? গেরামে এত বড় একটা পেল্লয় হ'য়ে গেল আর তোরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিস্? এ সময় থাকতো যদি আমার ফেলু—কি কাণ্ডটাই না হ'য়ে যেতো। পোড়া যোমরা যে তাকে কেড়ে নিলে। সাতটা নয় পাঁচটা নয়, কুটোরত্তা ছিল—পোড়া যোমরার তাও সহ্যি হলোনা গা।

রাম। কি হ'য়েছে মাসী কি হ'য়েছে?

ফেলুর মা। কি হ'য়েছে? দেশময় হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে। আমাদের গঙ্গার যে জেয়ন্তে কবর হবে, এ সময় থাকতো যদি আমার ফেলু। কাজীর পাইকরা এসে গঙ্গা ছোঁড়াকে ধ'রে নিয়ে গেল তোরা কেউ কিছু বল্লি নে, সে সময় থাকতো যদি আমার ফেলু, পাইকদের এক একটাকে ধ'রে লক্ষ কোষ দূরে ফেলিয়ে দিত। তোরা কি আর মায়ের দুধ খেয়েছিস্‌রে? সেবার পুকুর নিয়ে যখন দাঙ্গা হয় ফেলু আমার পুকুরটা মাথায় ক'রে নিয়ে চ'লে এল, লোকে দেখে অবাক। জমিদারবাবু দশ টাকা বকশিস দিয়েছিল। থাকতো যদি ফেলু আমার এ সময়—সে একাই একশো। পোড়া কপাল আমার—

শ্যাম। সব শুনেছি মাসী কিন্তু কি ক'রবো কাজী সাহেবের সঙ্গে লড়াই ক'রবে কে। কে বাবা কাঁচা মাথাটা দেবে?

ফেলুর মা। তোদের কি আর সে সাধ্যি আছেরে ছোঁড়া, ফেলু হ'লে দেখতিস্ লাঠী ঘুরিয়ে হ্যারা র‍্যা র‍্যা ক'রতে ক'রতে ছুটে গিয়ে গঙ্গাকে বগলে ক'রে নিয়ে আসতো। মনে আছে একদিন মেনাহাতীকে—মেনাহাতী তো অত জোরবান তাকে কি রকম একটা চড়ে শুইয়ে দিয়েছিল। সাত দিন বাছাধনকে আর বিছানা হ'তে উঠ্‌তে হয়নি। তোরা কি আমার ফেলুর মত হ'তে পারবি রে?

রাম। আমরা কি ক'রবো বলো মাসী?

ফেলুর মা। কি ক'রবি? ওমা! তাও ব'লে দিতে হবে? গঙ্গাকে বাঁচিয়ে আন নইলে যে তার বুনটা কেঁদে কেঁদে মলো। তোরা সব এখন গাঁয়ের মাতব্বর হয়েছিস্, পারবিনে?

শ্যাম। কাঁচা মাথাটা কে দেবে বলোতো মাসী?

ফেলুর মা। আমার ফেলু যদি থাকতো—পোড়া যোমরার নজর প'ড়লো। (ক্রন্দন সুরে) ওরে আমার ফেলুধনরে—ওরে আমার মাণিকরে!

দ্রুত গোবর্দ্ধন প্রবেশ করিল

গোবর্দ্ধন। আপনাদের কি লোকের দরকার হইবে? আমরা—দেশে লোকাভাবের জন্য অধুনা একটী সৎকার সমিতি স্থাপন করিয়াছি। আমিই সেই সমিতির সভাপতি মহাশয়, আমার নাম শ্রীমান শ্রীযুক্তবাবু গোবর্দ্ধন শর্ম্মা! আমার নাম আপনারা নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবেন। যদি শব সৎকারের জন্য লোকের অভাব হইবার মত হইয়া থাকে আমাকে বলুন। অতি সামান্য খরচ লইয়া দেশের বাসীর উপকার করিয়া থাকি। আমাদের এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানটী অল্পদিনের স্থাপিত হইলেও অতি বিশ্বাসী। আপনারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। ঠকিবার ভয় নাই। বলুন—আমাদের সভ্যগণ কি উপস্থিত হবে?

ফেলুর মা। ওরে আমার ফেলুধনরে।

গোবর্দ্ধন্। আর মশাই সংসারে সবাইকার ওই গতি। যাক্, তাহলে শব সৎকারের জন্য কত টাকা দিতে পারিবেন তাহার একটা চুক্তি করিয়া ফেলুন।

শ্যাম। শব সৎকার কি দাদা?

রাম। এখানে তো কেউ মরেনি মশাই! ভায়া নাদনা গাছটা আনতো। শালার সৎকার সমিতির বাবার নাম ভুলিয়ে দিই।

গোবর্দ্ধন। য়ঁ্যা য়ঁ্যা সেকি সেকি? কেউ মরেনি—তবে পুরোণো কান্না।

[প্রস্থান।

শ্যাম। আচ্ছা ব্যবসা খুলেছে দাদা।

রাম। ব্যাটার পিঠের চামড়া তুলতাম আজ। কোথায় কে মরেছে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাসী ও মাসী বাড়ী যা! কি ক'রবি বল্? কাঁদলে কি আর ফেলুকে ফিরে পাবি?

ফেলুর মা। আহা-হা-হা এ সময় যদি আমার ফেলু থাকতো তাহ'লে কি আমাদের গঙ্গার বেথোড়ে প্রাণটা যেতোগা। গাঁয়ে মানুষ নেই—গাঁয়ে মানুষ নেই। মানুষ ছিলতো আমার ফেলু, কি বলবো বাছাকে আমার যোমরা মিস্কে কেড়ে নিলে।

[প্রস্থান।

শ্যাম। তাইতো দাদা এতো ভারী অন্যায়।

রাম। যাও না একবার গিয়ে বলো গে না, ঠ্যালা বুঝবে এখন। কাজী সাহেবের দাড়িনাড়া দেখলেই গর্ভপাত হ'য়ে যাবে। তবে দেখা যাক্ আমাদের রায়জী কি করে।

শ্যাম। রায়জী কি ক'রবে?

রাম। রায়জীর সম্বন্ধি তো গঙ্গারাম, না হয় ওর বুনটাকে রায়জী নেয়নি, বিয়ে তো ক'রেছিল। গঙ্গারামের বুনটা রায়জীর কাছে গিয়েছিল, রায়জী নাকি ব'লেছে সে গঙ্গারামকে বাঁচিয়ে আনবে। যাই হোক দেখাই যাক্ না কি হয়।

শ্যাম। গঙ্গারামের কবর দেওয়াটা দেখ্‌তে যাবে না দাদা?

রাম। অনেকেই তো যাবে বল্‌ছে, কিন্তু আমি সেখানে যাচ্ছিনে ভায়া! মরবো কি খোঁচা খুঁচি খেয়ে। হ্যাঁ, তুমি কোন কাজ কর্ম্ম করছো নাকি?

শ্যাম। কাজ আর পাচ্ছি কোথায় বলো?

রাম। দেখ, একটা কাজ আছে, সে কাজ যদি কোন রকমে জুটিয়ে নিতে পারো, পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে থাকবে।

শ্যাম। কি কাজ দাদা?

রাম। বড় লোকের মোসাহেবী। খুব ভাল কাজ, কেবল বল্‌লেই হচ্ছে জল উঁচু? উঁচু! জল নীচু? নীচু! আর শিখে রাখতে হবে কতকগুলো বুলি। সে ব্যাটা মুখ্যুই হোক আর পণ্ডিতই হোক, বল্‌বে আপনি বড় বিচক্ষণ—বুদ্ধিমান—দাতা—সদাশয়—মহাশয়—দেবতা—ব্রহ্মা—বিষ্ণু—মহেশ্বর ইত্যাদি ব্যস্ আর দেখতে হবে না।

শ্যাম। কাজটা বড় মন্দ নয়, দেখি চেষ্টা করে মেলাতে পারি কিনা?

ডান পা ভাঙা আন্নাকালীর প্রবেশ

আন্নাকালী। হ্যাঁগা, জ্যান্ত মানুষকে কি রকম কবর দেবে, দেখে আসিগে চল না গা।

রাম। বেশ আর কি! শুনছো ভায়া তোমার বৌদির কথা, উনি যাবেন কিনা সেই ভিড়ে। তারপর যদি কিছু ঘটে—বলোতো ভায়া কি রকম বিপদে প'ড়বো তখন! খোঁড়া পা নিয়ে ছুটবে কি ক'রে বলতো। কি রকম ছাপ মারা চলন। চলনের কি রকম ছব্বাখানা। উনি যাবেন সেই ভিড়ের ভেতর। খেতে ব'সে ফের কিছু চাইতে পারিনে যদি এসে থালে কি ঘাড়ে পা দিয়ে দেন। ঠিক যেন অষ্টাবক্র ঋষির মাসী।

আন্নাকালী। শুনছো ঠাকুরপো তোমার দাদার কথাগুলো? সব সময় আমার চলনের নিন্দে করে।

শ্যাম। য়্যাঁ, সেকি বৌদি? তোমার চলনের নিন্দে করে? দাদার তো ভারী অন্যায়। আহা তোমার চলন কি সৌখীন বৌদি!

আন্নাকালী। বলতো ঠাকুরপো তোমার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক। দিনরাত সংসারে কত খাটুনী, বাঁ পাটা যে ভাঙেনি এই কত ভাগ্যি।

শ্যাম। সত্যি কথা। দেখ দাদা, তুমি বৌদিকে বড্ড্ খাটাও।

রাম। বটে! খাটবে না মাগ্‌না? পাঁশশো টাকা ওর বাবা নিয়েছে। মাগী এখন সুদে খাট্‌ছে ভায়া সুদে খাটছে। তুমিও তো বিয়ের সময় হাজার টাকা পেয়েছিলে কটা চাকর চাকরাণী রেখেছো শুনি।

শ্যাম। তা বলে চলনটা খারাপ বলা চলে না, ওই চলন দেখেই তো বিয়ে ক'রেছিলে।

রাম। নইলে কি বিয়ে হতো ভায়া, আবার পাঁশশো টাকাও দিতে হ'য়েছে।

শ্যাম। তবে?

রাম। মাগীর কথা শুনলে যে রাগ হয় ভায়া! খোঁড়া পা নিয়ে উনি যাবেন সেই ভিড়ের মধ্যে। আমার পাঁশশো টাকা জলে যাক আর কি!

শ্যাম। বৌদিকে খাটিয়ে খাটিয়ে সে টাকা কবে উসুল করে নিয়েছ দাদা। যাক্ বৌদির চলনের কিন্তু তুমি নিন্দে করো না। আহা দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণও ওই রকম বেঁকে বেঁকে চলতো, সেই জন্যই নাম ছিল তার বাঁকা শ্যাম।

আন্নাকালী। এস ঠাকুরপো, দুপুর বেলায় দুটী না খেয়ে যেতে নেই, এস, রান্না হ'য়ে গেছে। এস গো মশাই!

[প্রস্থান।

শ্যাম। চল চল বৌদি! এস দাদা স্নান টান সেরে আহারাদি করা যাকগে, বেলাও অনেক হ'য়ে গেছে।

রাম। চাকরীটে কি প্রথমেই আমার গিন্নীর কাছে নিলে নাকি? বেশতো তেল বুলুনো কথা বল্‌লে। ও সব চলবে না—আজকের মত খাও, অন্য দিন আর হচ্ছে না। লোকে আমাকে শকুনি বলে আর তুমি কিনা খাবে আমার মাংস?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

গীতকণ্ঠে পল্লী-বধূগণ জল লইয়া যাইতেছিল

গীত

দিদিলো জ্যান্ত লোকের কবর হবে
শুনে প্রাণটা কেমন ক'রছে লো।
আহা তার কতই কষ্ট হবে লো দিদি
মাটীর তলায় ঢুকলে লো॥
কাজি মিন্সে এম্নি ধারা,
হবে নাকি দেশ ছাড়া,
নইলে এম্নিভাবে দেশের লোকে
মাটী চাপা দেবে লো।
চুপ চুপ চুপ শুনতে পেলে
আসবে সেপাই দাড়ি নেড়ে
আমাদের ধ'রতে তখন লো॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বিচারালয়

কাজি ও শাহসাহেব উপবিষ্ট

কাজি। কই বন্দি গঙ্গারাম? (জনৈক রক্ষী গঙ্গারামকে লইয়া প্রবেশ করিল) এই যে গঙ্গারাম এখনো সত্য বল?

গঙ্গারাম। কিন্তু আপনি বিশ্বাস ক'রছেন কই কাজি সাহেব! যা বলবার আমি তো ব'লেছি, আমার আর কিছু বলবার নেই।

শাহসাহেব। কাফেরকে শীঘ্র মাটীতে পুঁতে ফেলা হোক্।

কাজি। জমীর অন্দরে শ্বাস আটকে মরবে। মিথ্যা কথা ব'লে আমাদের কাছে বাহাদুরী নিলেও আল্লার দরবারে গিয়ে রেহাই পাবে না। দোজখে তোমায় পচতে হবে।

গঙ্গারাম। আপনাকেও আল্লা তার জন্য তলব ক'রে পাঠাতে পারেন। আর দোজখের পথ শাহসাহেব দেখিয়ে দিচ্ছেন।

শাহসাহেব। শুনছেন শুনছেন কাজি সাহেব—কাফেরের কথাগুলো শুনছেন? আপনি এইবার বুঝে দেখুন আমার কথাগুলো সত্য কিনা? গঙ্গারাম মিথ্যাবাদী, ওর হাড়ে হাড়ে বদমায়েসি। এখনি মরবে, তবুও তেজ কমেনি। কাজি সাহেবের মুখের ওপর জবাব।

কাজি। হুঁ! ওকে মাঠে নিয়ে যাও।

গঙ্গারাম। কাজি সাহেব! আমি নিরপরাধ।

কাজি। তুমি নিরপরাধ?

শাহসাহেব। মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা। নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—

গঙ্গারাম। আমি নিরপরাধ কাজি সাহেব। আমি ধর্ম্মের খোলস না পরলেও আমি যা ব'লেছি সত্য কথাই ব'লেছি। শাহসাহেব ফকিরী ব্রতচারী হ'লেও উনি যা ব'লেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শাহসাহেব। মিথ্যা? বে-তমিজ!

গঙ্গারাম। কাজির বিচারালয়ে আমি দোষী সাব্যস্ত হ'লেও আল্লার দরবারে আমি নিরপরাধ। তবে মনে রাখবেন শাহসাহেব, সেখানে আল্লার দরবারে আপনাকে দণ্ড নিতেই হবে।

কাজি। নিয়ে যাও।

রক্ষী গঙ্গারামকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে সহসা
সীতারামের প্রবেশ

সীতারাম। দাঁড়াও। সেলাম কাজি সাহেব! সেলাম শাহসাহেব!

কাজি। রায়জী! আপনি?

সীতারাম। হুজুরের দরবারে বন্দির সম্বন্ধে কিছু প্রার্থনা আছে।

কাজি। আপনি এই বন্দির সম্বন্ধে কি বলতে চান রায়জী?

শাহসাহেব। বলাবলি আর কি? হুকুম আর রদ হবে না।

সীতারাম। কাজি সাহেব! আপনি গঙ্গারামকে ক্ষমা করুন।

কাজি। ক্ষমা? এই গঙ্গারামকে ক্ষমা ক'রতে হবে? আপনি জানেন না ও-কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। সে অপরাধের ক্ষমা নেই। ওর অপরাধের কথা শুনলে আপনি হয়তো ওর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রতে আসতেন না।

সীতারাম। তবু চাই হুজুরের করুণা! গঙ্গারাম স্বজাতি আমার, তার হ'য়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনি কসুর মাফ করুন।

কাজি। না রায়জী তা হ'তে পারে না। ন্যায়ের বিচারে যে একবার দণ্ডিত হয়েছে, আপনার অনুরোধে মকুব করলে বিচারের অবমাননা করা হবে। ক্ষমা অসম্ভব।

সীতারাম। গঙ্গারামের জন্য আমি দশ হাজার আসরফী জরিমানা দেবো। তার প্রাণদণ্ড মকুব করুন।

কাজি। দশ হাজার আসরফী আপনি দেবেন রায়জী?

সীতারাম। দশ হাজার কেন আমার সমস্ত ধন-দৌলত দেবো, মাত্র এর প্রাণটুকু ভিক্ষা দিন।

কাজি। শাহসাহেব!

শাহসাহেব। না না, কিছুতেই হবে না।

কাজি। হবে না রায়জী! যে লোক সাধু ফকিরের অসম্মান করে সেই কাফেরের মৃত্যু দণ্ডই ন্যায়সঙ্গত।

সীতারাম। আমিও তো কাফের কাজি সাহেব! যদি কাফেরের প্রাণ নিতে হয়, তবে আমার প্রাণ নিলে কি এর প্রায়শ্চিত্ত হয় না? আমি কবরে যেতে প্রস্তুত কাজি সাহেব! আমার প্রাণ নিয়ে এর প্রাণ ভিক্ষা দিন।

কাজি। তুচ্ছ একটা লোকের জন্য আপনি প্রাণ দিতে চাইছেন রায়জী? এ আপনার কে?

সীতারাম। ও আমার ভাই, আমার আত্মীয়, আমার স্বজাতী, স্বদেশবাসী, আমার শরণাগত। আপনি আমার প্রাণ নিন।

গঙ্গারাম। কার কাছে তুমি আবেদন ক'রছো সীতারাম? শুনবে কে? তবে স্থির জেনো ভাই, তোমার জীবনের বিনিময়ে আমি জীবন ভিক্ষা চাই না। তার আগে এই হাতকড়ি মাথায় মেরে মাথা ফাটাবো।

শাহসাহেব। কাজি সাহেব! এ কামবখ্‌তের মতলব ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। বলা যায় না—নিজেও মরতে পারে, তাহ'লে জীয়ন্তে কবর দেওয়া হবে না। কামার ডেকে ওর হাতকড়িটে খুলে দেওয়াই ভাল।

কাজি। যা গঙ্গারামের হাতকড়ি খুলিয়ে আন।

সীতারাম। কাজি সাহেব!

কাজি। হবে না রায়জী—হবে না। [রক্ষী গঙ্গারামকে লইয়া গেল।

সীতারাম। কাজি সাহেব! আমার সমস্ত আবেদন কি ব্যর্থ হবে?

কাজি। বিরক্ত করবেন না রায়জী! হুকুম আমার ফিরবে না। কই গঙ্গারাম?

শৃঙ্খলমুক্ত গঙ্গারামকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ

রক্ষী। আসামীকে এনেছি হুজুর!

কাজি। এইবার ওকে মাঠে নিয়ে যা।

সীতারাম। কাজি সাহেব! ভূষণার ভূইয়ারাজা সীতারাম রায় আজ নতজানু হ'য়ে আপনার কাছে এর প্রাণ ভিক্ষা চাইছে, তবু আপনি তাকে ভিক্ষা

দেবেন না ? এত অনুনয়, এত বিনয়, সবই কি আমার ব্যর্থ হ'লো। দিন দিন—এখনো ব'লছি এর প্রাণ ভিক্ষা দিন। আমি সর্ব্বস্ব দেবো—কাঙাল সাজবো—তবু একজন নিরপরাধকে নৃশংসভাবে ম'রতে দেবো না।

কাজি। না না, হবে না—হবে না।

সীতারাম। হবে না ? এস এস গঙ্গারাম—তুমি আমার সঙ্গে চলে এস—এই আমি অস্ত্র ধরলাম দেখি আজ গঙ্গারামকে কে জীয়ন্তে কবর দেয় ? দেখি আজ পক্ষপাতি বিচারের বিচারশক্তি কতখানি ? চলে এস ভাই !

[গঙ্গারামকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত।

(নেপথ্যে—জয় রাজা সীতারাম রায়ের জয়)

কাজি। বিদ্রোহ ! বিদ্রোহ ! এই কে আছিস্ ফৌজদারকে খবর দে। বিদ্রোহী সীতারাম রায।

সীতারাম। সীতারাম রায় বিদ্রোহী নয় কাজি সাহেব—এ তার বিদ্রোহীতা নয়, এ হ'চ্ছে ন্যায়ধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠার উন্মত্ত—উদ্দীপনা। সেলাম।

[প্রস্থানোদ্যত।

কাজি। বন্দি কর্—বন্দি কর্ কাফেরকে।

সীতারাম। সাবধান ! দৈব বিড়ম্বনে ভারতের হিন্দু আজ মুসলমানের নিকট কাফের হ'লেও তারা মনুষ্যত্ব হারায়নি—কখনো হারাবেও না। সেলাম।

[গঙ্গারামকে লইয়া প্রস্থান।

কাজি। আচ্ছা যাও সীতারাম কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবোই নেবো। আসুন শাহসাহেব !

[প্রস্থান।

শাহসাহেব। তোবা ! তোবা ! সব মাটী হ'য়ে গেল—সব মাটী হ'য়ে গেল। খোদা ! একি করলে ?

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

গীত

সেলাম সাহেব সেলাম সাহেব !

আর করোনা খোদার অপমান।

দুনিয়া যার ভাস্‌ছে চোখে

তাকে কেন দেখাও ভাণ ॥

বেহেস্তের পথ বন্ধ তোমার,

হয় যে তাহা খোদার বিচার,

তোমায় দোজেখেতে যেতেই হবে

নাইকো তোমার পরিত্রাণ।

[প্রস্থান।

শাহ্‌সাহেব। বটে ! বটে ! কাফের—কাফের—সব কাফের।

[প্রস্থান।

ঐক্যতান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

(নেপথ্যে—পালাও পালাও রব)

(দূরে কামানের শব্দ)

রামচাঁদ ও পুরুষবেশী আন্নাকালীর প্রবেশ

রাম। ছোটো ছোটো—গিন্নী ছোটো—প্রাণ বাঁচাও—প্রাণ বাঁচাও !

আন্নাকালী। ওরে বাবারে খোঁড়া পা নিয়ে আমি যে আর ছুটতে পারছিনে রে। (বসিয়া পড়িল)।

রাম। আরে ওঠ ওঠ—ফৌজদারের সৈন্যেরা এসে প'ড়লো। সেইকালেই তো ব'লেছিলাম—যেওনা যেওনা, খোঁড়া মানুষ ছুটতে পারবে না। ওঠ—উঠে পড়—উঠে পড়—ওরে বাবারে মাগী যে ওঠেনারে! গিন্নী! গিন্নী! ও আন্নাকালী! বক্রগামিনী! ওঠে পড়—ওঠে পড়।

আন্নাকালী। ওরে বাবারে ছুটতে ছুটতে আমার পায়ে খচ্ ক'রে লেগেছে রে, আমি আর এক পাও চলতে পারবো না।

রাম। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ ঘটালে বলতো, একে খোঁড়া, তার ওপর আবার ব্যাটাছেলে সেজেছ। গঙ্গারামের কবর দেখতে আসা নয়তো, নিজেরা কবরে যেতে আসা। আরে চট করে উঠে প'ড়ে ছুট দাও, লোকে দেখলে বলবে কি ?

হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্যামচাঁদের প্রবেশ

শ্যাম। ওঃ! একেই বলে বিপদ—একেই বলে বিপদ। য়ঁ্যা! একি দাদা যে! আঃ! একটু ঠাণ্ডায় বসো দাদা! ভিড়ের মধ্যে ঢুকে মারা গিয়েছিলাম আর কি। আরে এ আবার কে?

আন্নাকালী। ঠাকুরপো, ম'রে গেছি ঠাকুরপো।

শ্যাম। য়ঁ্যা বৌদি! একবারে ব্যাটাছেলে সেজেছ?

রাম। সখ সখ। উনি ব্যাটাছেলে সেজে আমার সঙ্গে এসেছিলেন। এখন ঠ্যালা বুঝতে পারছেন।

শ্যাম। তা যাই বলো দাদা, তুমি কিন্তু বৌদির খুব সখ মেটাতে পারো। তা মেটাতে তো হবেই—তোমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।

রাম। এখন বাজে কথা রেখে দৌড় দাও। ভূষণা গাঁয়ের সব কটাকে ধ'রে কবর দেবে। এইবার সীতারাম রায়ের বাহাদুরী বেরিয়ে যাবে। ফৌজদার তোরাব খাঁ এখন ক্ষেপেছে। হিন্দুদের এবার কচুকাটা করবে। নাম বদলে ফেল ভায়া—নাম বদলে ফেল—পোষাক বদলে ফেল। ইমু মিঞা—কিমু মিয়া যা হয় একটা নাম ঠিক ক'রে রাখো, নইলে পরিত্রাণ নেই।

শ্যাম। শেষকালে বাপ্ পিতোমোর দেওয়া নামটা পর্য্যন্ত বদলাতে হবে।

রাম। বদলাতে হবে, দিন কাল যা প'ড়েছে তাতে বাপ পিতোমোর নাম কি বলছো—খোল ন'লছে সব পাল্টাতে হবে। আপনি বাঁচলে বাবার নাম। এখন তোমার বৌদিকে নিয়ে কি করি বলতো? ধর ধর দুজনে মুদ্দ নিয়ে যাওয়ার মত নিয়ে যাই চল।

শ্যাম। বল হরি হরিবোল। (আন্নাকালীর পদধারণে উদ্যত)

আন্নাকালী। ওরে আমি কি ম'রেছিরে, আমি যে এখনো বেঁচে রয়েছি।

রাম। তার চেয়ে ম'রে যাওয়াই ভাল। ধর ধর—কি বিপদ! ওই হতচ্ছাড়া গঙ্গারামটা আর সীতারাম—শালা ভগ্নীপোতে দেশটার সর্ব্বনাশ করলে।

শ্যাম। সর্ব্বনাশ ব'লে সর্ব্বনাশ! তার ওপর ছুটেছে ওই টুলো পণ্ডিত চন্দ্রঠাকুর। তোর এত মাথা ব্যথা কেন বাবা? পণ্ডিতি ক'রে খাস্, তোর অত ঝঞ্ঝাটে থাকা কেন? দশকর্ম্ম কর্—চালকলার পুঁটলী বাঁধ্—তা নয় কতকগুলো বোম্বেটে ছোঁড়ার দল নিযে একটা যা নাই তাই করছিস্। থাকতো এ সময় আমাদের ভবতারণ দা' বেঁচে, আহাম্মুকের কাণ মুলে রক্ত বার করে দিত। এখন চন্দ্রঠাকুরই তো গাঁযের মুরুব্বি।

রাম। হারামজাদা আমাদেরও মারবে, নিজেও মরবে। ওই না কাদের পাযের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর না, ধর ধর ভাযা! তোমার বৌদিদির গতিটা কর। মাগী আমায় দয়ে মজালে।

শ্যাম। তুমি মাথাটা ধর দাদা, আমি পা দুটো ধরি। বল হরি হরিবোল। (পা ধরিল)

আন্নাকালী। উ-হু-হু গেছি—গেছি—ভাঙ্গা ঠ্যাংটায় লেগেছে।

রাম। লাগুক লাগুক, ছেড়োনা ভায়া—কিছুতেই ছেড়োনা।

[উভয়ে আন্নাকালীকে তুলিযা লইয়া প্রস্থান করিল।] (যাইবার সময় শ্যামচাঁদ বল হরি হরিবোল বলিতে লাগিল ও আন্নাকালী লাগছে লাগছে—ভাঙ্গা পা ভাঙ্গা পা—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল)

[সীতারাম ও গঙ্গারামের প্রবেশ]

গঙ্গারাম। ক'রলে কি—ক'রলে কি সীতারাম! তুচ্ছ এ গঙ্গারামের জন্য ভূষণায় আগুণ জেলে দিলে। ওই চেয়ে দেখ ভাই তোমার ভূষণা যে যায়, চতুর্দ্দিকে ফৌজদারের সেপাইরা ঘুরছে। কি হবে সীতারাম?

সীতারাম। যা হবার তাই হ'বে গঙ্গারাম! আমি তো কোন অন্যায় করিনি—অধর্ম্মও করিনি। তুমি অবিলম্বে নদীর ওপারে শ্যামপুরে যাও, এস্থানে তোমার থাকা নিরাপদ নয়। আমার বাড়ীর সকলকে মৃন্ময় ও মেনাহাতীর সঙ্গে সেখানে পাঠিয়েছি। তুমি এখন যাও, আমি সেখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রবো।

গঙ্গারাম। তোমাদের অবস্থা—

সীতারাম। তার জন্য ভাবতে হবে না গঙ্গারাম, আমি শ্রীকে নিয়ে শীঘ্রই সেখানে ফিরে যাচ্ছি।

গঙ্গারাম। শ্রী এখন কোথায় ?

সীতারাম। ওই বনে—গুরুদেবের কাছে যাও আর অপেক্ষা করোনা।

[গঙ্গারামের প্রস্থান।

তৈজসপত্র মস্তকে গীতকণ্ঠে পুরুষ ও নারীর প্রবেশ

গীত

পুরুষ। মাগী! ওই জুজুতে ধর্‌লে।
চল্ ছুটে চল্ পালিয়ে চল্
পু টলী পাটলা ফেলে॥

স্ত্রী। এতই যদি তোর জুজুর ডর
কেনরে তুই পুরুষ হলি ওরে গুণধর ?
তবে আমায় কেন চোখ রাঙাসরে
একটু কিছু বল্‌লে॥

পুরুষ। মাগের কাছে পেগের বড়াই
এ তো সবাই করে,

স্ত্রী। মরণ তাদের হয় না কেন
তারা পুরুষ কিসের তরে,

পুরুষ। বাজে কথা রাখ্‌না এখন,
সময় হলে বলিস্ তখন,

স্ত্রী। এবার তোকে বুঝিয়ে দেবো
আমায় মারতে লাঠী তুললে॥

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

সীতারাম ও শ্রী প্রবেশ করিল

শ্রী। আমার দাদা কোথায় ?

সীতারাম। তোমার দাদাকে আমি শ্যামপুরে পাঠিয়েছি। আমার বাড়ীর লোকেরাও সেখানে গেছে, তুমিও সেখানে যাবে চল।

শ্রী। আমি কার সঙ্গে সেখানে যাবো ?

সীতারাম। কেন, আমার সঙ্গে ?

শ্রী। (বিস্ময়ে) তোমার সঙ্গে ?

সীতারাম। অবাক হচ্ছো কেন শ্রী !

শ্রী। অবাক হয়নি, শুধু ভাব্ছি জগতে কি আবার নতুন আলোক জ্বলে উঠ্ল ?

সীতারাম। তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার সেই ভাবেই নিয়ে যেতে চাই।

শ্রী। আমি তোমার স্ত্রী ? কই কোন দিনও তো সে অধিকার পাইনি, তবে আজ তুমি কি ক'রে তা দেবে ?

সীতারাম। দৈব বিড়ম্বনায় তুমি স্ত্রীর অধিকার পাওনি কিন্তু আমি তোমায় সে অধিকার দেবো। তোমার ওই হতাশ-ক্লুব্ধ জীবনের পথে স্বার্থকতার বারিধারা ঢেলে দেবো। ভুলে যাও শ্রী সেই গত দিনের নির্ম্মমতাটুকু আমার। বিবাহের পর প্রিয়জনের অর্থাৎ স্বামীর তুমি প্রাণহন্ত্রী হবে তোমার কোষ্ঠির ফল কিন্তু তোমাকে সুন্দরী দেখে মায়ের জিদ বজায় ক'রতে পিতার অমতেও তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হ'য়েছিল।

শ্রী। বিবাহই যদি কর্‌লে তবে তাকে ত্যাগ কর্‌লে কেন?

সীতারাম। বিবাহের পর মা তার ভুল বুঝতে পারলেন। আমার জীবনের আশঙ্কায়—

শ্রী। স্থান হলো না আমার তোমার গৃহে। স্বামীর গৃহে যখন স্থান পাইনি, তখন এ সংসারে আমার স্থান নেই। আমার স্থান—বান্ধবহীন শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য, যেখানে আমার কোন প্রিয়জন আমায় ভালবাসবার জন্য থাকবে না।

সীতারাম। অভিমান করোনা শ্রী! আমার সঙ্গে চল।

শ্রী। ওগো না না, আমি প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হবো না। আমার পদার্পণে যদি তোমার—না না আমি পাষাণ নই—আমি সুখ শান্তি চাই না। তোমার জীবন নিরাপদ হোক্। আমি দূরের পথে থেকে তোমার স্মৃতির পদতলে আমার নারীধর্ম্মের কর্ত্তব্যটুকুর শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করবো, আমায় বিদায় দাও—

সীতারাম। পিতার আদেশেই তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে পুনরায় আমি বিবাহ ক'রতে বাধ্য হয়েছিলুম কিন্তু তিনি এখন স্বর্গগত।

শ্রী। পিতা যে পরমগুরু, তিনি স্বর্গগত ব'লেই কি তাঁর আদেশকে তুমি এখন অমান্য ক'রবে?

সীতারাম। সে আদেশের চেয়ে বড় বিধাতার আদেশকেও অমান্য ক'রে নিজের ধর্ম্মপত্নীকে আমি পরিত্যাগ ক'রেছিলাম। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো শ্রী!

শ্রী। ওগো না-না, অমন কাজ করোনা, পিতার অপমান করোনা। প্রিয় প্রাণহন্ত্রীকে তোমার সংস্পর্শে নিয়ে যেও না। আমি তোমার সংস্পর্শ এড়িয়ে দূরে—বহুদূরে—তোমার দৃষ্টির বাইরে—তোমার সৃষ্টির বাইরে—আমরণ তোমারি স্মৃতি বুকে নিয়ে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদবো।

সীতারাম। শ্রী! শ্রী! সর্ব্বসুখে বঞ্চিতা নারী! আর তোমার দুঃখের সাধনা ক'রতে হবে না। আমি তোমায় কোথাও গিয়ে কাঁদতে দেবোনা। তোমাকে আর আমি যেতে দেবোনা।

শ্রী। কেন দেবে না? বেশ-তো তাকে পরিত্যাগ করে ভুলে ছিলে। তোমার যে সোনার সংসার—রূপবতী দুই স্ত্রী, কার্ত্তিকের মত পুত্র—অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ। ওগো! এততেও কি তোমার তৃপ্তি নেই?

সীতারাম। না না, নেই নেই। তা যদি থাকতো তাহ'লে তোমায় ঘরে নিয়ে যাবার জন্য আজ আমার অন্তর ছাপিয়ে এত ব্যাকুলতা ছড়িয়ে পড়তো না, সেই ভুলে যাওয়া অনুরাগ এতখানি অন্তর্দাহ নিয়ে ছুটে আসতো না। শ্রী! শ্রী! তোমাকে স্পর্শ ক'রে ব'ল্‌ছি—আমার জীবনের কামনা বাসনা সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়েও, চাই শুধু তোমায়—

শ্রী। চাও ব'লেই কি তোমার এতখানি স্নেহ ভালবাসার বিনিময়ে আমি তোমাকে মারবার জন্য তোমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকবো? ওগো আমার জন্য তোমায় ম'রতে হবে না, আমি তোমায় ভালবাসার গণ্ডীতে বেঁধে রেখে তোমায় ম'রতে দেবো না। তোমাকে দাবী করবার অধিকার ভগবান আমায় দেন নি। আজ যে এই বাংলার ছেলেরা এক অমূল্য দাবী নিয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের সে দাবী পূর্ণ কর। সেই হ'চ্ছে তোমার ধর্ম্ম। ওগো দেবতা, আমার কথা ভুলে যাও—আমার স্মৃতি মুছে ফেল। এতদিন যেইভাবে শ্রীকে তোমার বিস্মৃতির অন্ধকারে রেখেছিলে, আজও সেই ভাবেই রেখে দাও। মনে কর শ্রী নেই—তোমার কেউ নয়। পুণ্যের ফলে তোমায় পেয়েছিলাম কিন্তু জানিনা কোন্ অজানা পাপ জমে উঠে আমার কাছ থেকে তোমায় সরিয়ে নিলে। পাপ-পুণ্যের বিচার শেষ হবার পর আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, সেই আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শ্রী আজ তোমার অজানার পথে পা বাড়ালো। বিদায় দেবতা—বিদায়— [প্রস্থানোদ্যতা।

সীতারাম। শ্রী! শ্রী!

শ্রী। (বাধা দিয়া) ওগো আমি তোমার প্রাণহন্ত্রী—নিয়তি, আমায় ভুলে যাও। [দ্রুত প্রস্থান।

সীতারাম। শ্রী! শ্রী! [প্রস্থানোদ্যত।

চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ

চন্দ্রচূড়। তুচ্ছ এক নারীর মোহে মুগ্ধ হয়ে উন্মত্তের মত কোথায় ছুটছো সীতারাম? দাঁড়াও—

সীতারাম। ওঃ গুরু! হ'য়ে গেল প্রতিমার বিসর্জ্জন। ওই শোন আকাশ কাঁদছে—বাতাস কাঁদছে—বনের তরুলতা পশুপাখী সবাই কাঁদছে—আর কাঁদছে সীতারাম রায়। হ'য়ে গেল প্রতিমার বিসর্জ্জন।

চন্দ্রচূড়। অধৈর্য্য হযোনা সীতারাম! আজ যে আগুন জ্বেলেছ সে আগুন নিভিয়ে ফেল, নইলে যে দেশ যায়—জাতী যায়—সব যায়। ওই ফৌজদারের সেন্যেরা তোমার সোনার ভূষণার বুকের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে—ওই শোন আর্ত্তদের কাতর আর্ত্তনাদ, তাদের রক্ষা কর—তাদের বাঁচাও। তারা যে তোমার আশা পথ চেয়ে আছে, আর তুমি কি না তুচ্ছ এক নারীর জন্য তোমার কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিতে চাইছো? মনে পড়ে তোমার সেই প্রতিজ্ঞা?

সীতারাম। হ্যাঁ হ্যাঁ! মনে প'ড়েছে—মনে প'ড়েছে গুরু! তাই যদি হয় তাহ'লে সারা ভূষণায় আমি আগুন জ্বেলে দেবো। বাঙ্গালী সীতারামের অসির ঝণৎকারে শত্রুর হৃদয় আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌বে। ফৌজদার, সুবেদার, দিল্লীর বাদশাহও রেহাই পাবে না সীতারামের সেই দীপ্ত রোষানল থেকে।

চন্দ্রচূড়। হ্যাঁ, এই তো চাই—এই তো বীরের কর্ত্তব্য। যখন মাটীর মাযের পূজার জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রেছ, নির্য্যাতীত ভায়েদের রক্ষা ক'রতে যখন অস্ত্র ধ'রেছ—যখন তুমি তাদের নেতা হ'য়েছ, তখন পশ্চাদপদ হয়োনা সীতারাম! জাগো—জাগো—জ্বলে ওঠ—জ্বলে ওঠ—মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়ে ভারতের ইতিহাসে অমর হ'য়ে থাকো।

সীতারাম। চল চল গুরু! আজ আমার নির্য্যাতীত ভায়েদের রক্ষা ক'রতে পথের ভিখারী সাজ্‌বে সীতারাম রায়। [প্রস্থান।

চন্দ্রচূড়। জয় সীতারাম রায়ের জয়—জয় সীতারাম রায়ের জয়। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

রমা উপবিষ্টা—সখিগণ গাহিতেছিল

গীত

আজ্‌কে সখি ফুলের বনে
বাজলো কাহার বাঁশী
ফাগুন হাওয়ার উতল নাচন,
শিথিল করে লাজের বাঁধন,
গোপন জ্বালা সয়না সখি
প্রাণ যে উদাসী ॥
হাতের মালা কাঁদছে সখি,
কোথায় গেল পরাণ পাখী,
পথের পানে চেয়ে চেয়ে
যায় যে কেটে মধু নিশি ॥

[প্রস্থান।

রমা। আবার বুঝি যুদ্ধ বাধলো। লক্ষ্মীনারায়ণ! একি করলে তুমি? আমাদের শান্তির রাজ্যে কেন অশান্তির ঝড় তুললে? চারিদিকে সেপাই শান্ত্রির কুচ্‌কাওয়াজ! এইবার সব বুঝি যায়! হায়! কেন সেই কালসাপিনীটা মহারাজের কাছে এল? শত্রুরা এসে আমাদের সবাইকে মেরে ফেল্‌বে। ওগো আমার কি হবে গো। হে ঠাকুর, স্বামীকে আমার সুমতি দাও।

দ্রুত মুরলার প্রবেশ

মুরলা। ওগো রাণীমা গো কি হবে গো। চারিদিকে কেবল গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দ হচ্ছে গো।

রমা। যা যা মুরলা, শীঘ্র তুই মহারাজকে ডেকে নিয়ে আয়, আমি তার পায়ে ধ'রে বলবো ফৌজদারের সঙ্গে সন্ধি ক'রতে, নইলে সোনার রাজ্য যে ছারখার হবে।

মুরলা। যাই গো যাই। ওমা কি কাণ্ডই না হ'চ্ছে গো। দেখিস্ মা কালী, চাকরী করতে এসে যেন গরীবের প্রাণটা যায় না। [প্রস্থান।

রমা। কালসাপিনী! কালসাপিনী! কেন তুই এতদিন বেঁচেছিলি? বেঁচেও যদি ছিলি তবে কেন এখানে এলি? বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ! তুমি এ বিপদে আমাদের রক্ষা কর।

দ্রুত অস্ত্র করে প্রদীপের প্রবেশ

প্রদীপ। ছোট মা! ছোট মা! এই দেখ আমি অস্ত্র ধ'রেছি। ফৌজদারের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবো। বাবা বলেছে লাগাও যুদ্ধ—চালাও যুদ্ধ!

রমা। যঁ্যা! সেকি! ওরে তাঁর যে মাথা খারাপ হ'যে গেছে। নইলে এইটুকু দুধের ছেলেকে যুদ্ধ ক'রতে বলে। প্রদীপ! প্রদীপ! তুমি অস্ত্র ফেলে দাও বাবা—তুমি কি যুদ্ধ ক'রতে পারো?

প্রদীপ। বারে অস্ত্র ফেলে দেবো কেন! আমি কি যুদ্ধ ক'রতে পারিনে ছোট মা? আলবৎ পারি। আমার বাবা একজন যোদ্ধা—তার ছেলে যুদ্ধ ক'রতে পারবে না?

গীত

কেন পশুর মত ঘরে বসে
ফেলবো নয়ন জল।
বীরের ছেলে বীর যে আমি
নাই কি আমার গায়ে বল॥
আসুক দেখি শত্রু হেথা,
এক কোপেতে নেবো মাথা,
বাংলা মায়ের করবো পূজা
আমরা মায়ের ছেলের দল॥ [প্রস্থান।

রমা। হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'লো—সর্ব্বনাশ হ'লো।

সীতারাম রায়ের প্রবেশ

সীতারাম। কিসের সর্ব্বনাশ রমা? কি জন্ত তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছ? অনেকক্ষণ আগেই আমি আসতুম, কিন্তু নাটোর রাজের দেওয়ান দয়ারাম এসেছিলেন আমার রাজ্য পবিদর্শন ক'রতে, তাই বিলম্ব হ'য়ে গেছে। বলো কি সংবাদ?

রমা। ফৌজদারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রছো কেন? গঙ্গারামের জন্ত কেন তুমি নিজের সর্ব্বনাশকে ডেকে আনলে? ওগো ফৌজদারের সঙ্গে তুমি পেরে উঠ্‌বে না। সন্ধি কর, সব আপদ চুকে যায়।

সীতারাম। রমা রমা, কেন তুমি উতলা হ'চ্ছো? স্ত্রী যে স্বামীর জীবনী-শক্তি। আজ আমায় সে শক্তি দাও প্রিয়ে! আজ আমি বাংলার ডাকে আত্মহারা—ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, জন, আমি কিছুই চাই না রমা—চাই শুধু আমার দেশবাসীর অশ্রুজল মুছিয়ে দিতে। গঙ্গারামের উপলক্ষে এসেছে আজ সীতারাম রায়ের মাতৃপূজার শুভ সন্ধিক্ষণ। আজ এই মহালগ্নে অনুযোগের অশ্রু নিয়ে আমার সাধনা পথের অন্তরায় হ'য়ো না। বাংলার নারী তুমি, বাঙ্গালীর এই জয়-যাত্রার পথে উৎসাহের মঙ্গল শঙ্খ বাজাও—সাজিয়ে দাও তাদের পুষ্পমাল্যে অন্তরের আবেগ উচ্ছ্বাস ঢেলে দিয়ে।

রমা। না না, ও কথা ব'লো না, তারা শক্তিশালী, তুমি পারবে না। চল চল, আমরা ফৌজদারের পায়ে গিয়ে পড়িগে চল। নিশ্চয় তিনি কিছু ক'রবেন না।

সীতারাম। যারা তাদের মান, মর্য্যাদা, বংশগরিমা ভুলে গিয়ে দিনরাত পায়ে পড়ে, তাদের ভাগ্যে কি জোটে জানো? লাথি—লাথি। বাংলার ছেলে বাঙ্গালী সীতারাম তার কি মান মর্য্যাদা নেই? তার কি বংশগরিমা নেই? সে আজ তুচ্ছ জীবনের জন্ত ফৌজদারের পায়ে প'ড়ে তার জাতীয়তাকে নরককুণ্ডে নিক্ষেপ ক'রবে না। তার বীরত্বের মর্য্যাদাকে অবজ্ঞার অনুগ্রহ জলায় দাঁড়

করাতে পারবে না। যদি মরতে হয়, দুর্য্যোধনের মত মানের পূজারী হ'য়ে মরবো, তবু বিভীষণের মত আত্মশ্লাঘা নিয়ে অমর হ'য়ে থাকবো না।

রমা। কিন্তু তুমি সেদিন প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে আমার কাছে যুদ্ধ ক'রবে না ব'লে, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তুমি ভুলে গেলে তুচ্ছ এক ভিখারিণীর রূপে মুগ্ধ হ'যে। আজ যদি অন্য কেউ হ'তো তাহ'লে তুমি এতটা ক'রতে না।

সীতারাম। (উত্তেজিতভাবে) রমা! তুমি কি ব'লছো? হিংসায় তুমি এতখানি আত্মজ্ঞান হারিয়েছ? শ্রী ভিখারিণী নয, সেও রাজরাণী, কিন্তু আজ কর্ম্মের বিপাকে প'ড়ে সীতারাম রায়ের জীবন-সঙ্গিনী দীনা ভিখারিণী। তুমি জানো না রমা, তার কি মহিমময়ী শক্তি—তার শক্তির যদি এক কণাও তোমাতে থাকতো, তাহ'লে আমি তোমার উপর খুবই সন্তুষ্ট হতাম।

রমা। বটে, শ্রী তোমার এতই ভাল? তবে তাকে নিয়েই তুমি সুখী হও।

সীতারাম। কিন্তু হ'চ্ছি কই রমা? সে আমার কাছে থাকছে কই? বিদ্যুতের মত সে একবার আমায দেখা দিয়ে কোথায় কোন্ অদৃশ্যের অন্ধকারে মিশে গেছে। রমা! আমি যে শ্রীহীন হয়েছি। আমি আজ শ্রীহীন—আমার রাজ্য শ্রীহীন—শ্রীহীন এই শ্যামা বঙ্গভূমি। শ্রীহীন বলেই সীতারাম আজ শক্তিহীন। শ্রী আমার শক্তি—শ্রী আমার মুক্তি—শ্রী আমার সাধনা। সে আজ যদি আমার কাছে থাকতো, তোমার মত শক্রকে ভয় ক'রে পিছিয়ে আসবার জন্য অনুরোধ ক'রতো না। আমার শক্তিহীন অবসাদ ক্লান্ত জীবনের পথে অনন্তের প্রেরণা-শক্তি জাগিয়ে দিয়ে আমায় উৎসাহিত ক'রে তুলতো—আমার পাশে দাঁড়িয়ে শক্র বিজয়ের সহায়তা ক'রতো।

রমা। আমিও শ্রীর মত তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তোমাকে উৎসাহিত ক'রতে পারতুম, কিন্তু আমি পুত্রের জন্য যে পারি না। তাকে কি জন্মের মত দুঃখী ক'রে যাবো?

সীতারাম। সীতারাম রায়ের সহধর্ম্মিণী তুমি, তোমার এত ভয়? না না, ভয় কি রমা? মরতেই হবে একদিন, তবে মরণ ভয়ে ভীত হ'য়ে জীবনের গরিষ্ঠ

সম্পদ সহস্র গ্লানির নরকে নিক্ষেপ ক'রে পশুর মত মরণের আবশ্যক নেই এমনভাবে মরতে হবে—যে মরণের অন্তরালে থাকবে বিশ্বভরা জয়বাণী চিরন্তনে ইতিহাসকে গৌরবময় করে। এস রমা! বাংলার নারী তুমি, আজ বাংলা এ দুর্দ্দিনে কণ্ঠে নিয়ে অনন্তের অভয়বাণী, করে নিয়ে দুর্জ্জয় প্রহরণ, বক্ষে নি জ্বালাময়ী প্রতিহিংসা, দাঁড়াবে এস স্বামীর পার্শ্বে। তোমার সেই দানব বিঘাতিনী মূর্ত্তি দেখে শস্য-শ্যামলা বাংলার বুকে প্রতিধ্বনিত হোক্ "জয় বাং নারীর জয়"—"জয় বাংলা নারীর জয়"।

রমা। না না, ওগো আমি কিছুই চাই না—চাই শুধু তোমায়—চাই শু তোমার ভালবাসা। আমি যে দুঃস্বপ্ন দেখেছি—আমার চোখের সামনে বিরা অন্ধকার নেমে আস্‌ছে—ওগো তোমার পায়ে ধ'রে ব'লছি আমাদের কিছু দরকার নেই। চল, আমরা পুত্রকে নিয়ে এখান হতে চলে যাই। (সীতারামের পদধারণ)

সীতারাম। একি রমা! পা ছাড়ো! ভালবাসার গণ্ডিতে স্বামীকে তামার বেঁধে রেখে ভারতের এতবড় একটা জাতীয় উত্থানের পথে অন্তরা হ'য়ো না—তার শক্তির মেরুদণ্ড চুরমার করে দিও না। দেশ কাঁদছে—দেশবাসী কাঁদছে—শত্রু জয়ধ্বনি ক'রছে—আর বাংলার ফলে জলে গড়া বাঙ্গালী সীতারাম তুচ্ছ এক নারীর ভালবাসার দুর্গে আত্মবন্দি হ'য়ে তার মাটীর স্বর্গ জন্মভূমিকে কাঙালিনী সাজাবে? না না রমা, তা হবে না—তা হবে না—আমি তা পারবো না—আমি তা পারবো না।

[প্রস্থান।

রমা। ওগো যেওনা যেওনা—আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রো না। ওই ওই সেই প্রমত্ত অন্ধকার—ওই ওই সেই বিকরাল দুঃস্বপ্নের অট্টহাসি—গেল গেল—আমার সব গেল—সব গেল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কৃষ্ণজীর মন্দির চত্বর

মন্দিরে বিগ্রহ

জনৈক রমণী আরতি নৃত্য করিয়া চলিয়া গেল

ভৈরব গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিল

গীত

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং।
ব্রজ বণিতা কুচ কুঙ্কুম ললিতং॥
বন্দ গিরিধারী পদ কমলং।
কমলা কর কমলাঞ্চিত সমলং॥
মঞ্জল মাল নুপুর রমণীয়ং।
অপচল কুল কমনীয়ং॥
অতি ললিত মতি রহিত ভাবং।
মধু মধুপৃচ্ছত গোবিন্দদাসং॥

[প্রস্থান।

চন্দ্রচূড়, মৃন্ময়, মেনাহাতি ও গঙ্গারামের প্রবেশ

সকলে। জয় লক্ষ্মীনারায়ণের জয়। (সকলের প্রণাম)

চন্দ্রচূড়। ভাই সব! আমাদের প্রাণপাত পরিশ্রমে ফৌজদারের সৈন্তেরা পরাস্ত হয়ে পলায়ন ক'রেছে। কিন্তু তা ব'লে এখনো আমরা বিজয়ী হই নি। এখন আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। আবার হয়তো আমাদের বিরুদ্ধে ফৌজদার সৈন্ত প্রেরণ ক'রতে পারে। সেই জন্ত আমাদেরও প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে।

মেনাহাতী। আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত হ'য়েই আছি গুরুজী!

মৃন্ময়। তুমি ভেবোনা গুরু! আমরা আজ কয়েকজন বাঙালী ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে দাঁড়িয়ে যে ব্রত গ্রহণ ক'রেছি, সেই ব্রতে ব্রতী ক'রবো আমরা বাংলার সাতকোটী সন্তানদের। সেই ব্রত উদযাপনের সঙ্গে সঙ্গে হবে বাঙালীর অভ্যুদয়। জগতের নূতন অধ্যায়ে লিখিত থাক্‌বে বাঙালীর অক্ষয় কীর্ত্তি—অভ্রভেদি বীরত্ব গাথা।

গঙ্গারাম। শ্রীর কোন সন্ধান পেলাম না গুরু!

চন্দ্রচূড়। সে কোথাও যাবে না গঙ্গারাম! আমি তাকে চিনেছি, তার ভেতর যে শক্তি আছে সে শক্তির সাধনা ক'রতে আমি সীতারামকে ব'লেছি। শ্রী যে বরণ ক'রে নিয়েছে দুর্ভাগ্যকে বাংলার মাটীকে ভালবেসে। সে কোথাও যাবে না—সীতারামের সংস্পর্শের বহুদূরে থাকলেও—সে থাকবে এই বাংলার মাটীতে মিশে।

মেনাহাতী। গুরু! গুরু! আমরা কি পারবো আমাদের সে ব্রত উদযাপন করতে?

চন্দ্রচূড়। পারবে পারবে, আমি যেন আজ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি বাংলার বুক থেকে নবাবী প্রভুত্ব অস্তমিত হ'য়ে সীতারাম রায়ের শান্তি-রাজ্য প্রতিষ্ঠার অধিবাস আরম্ভ হবে। আর সেই নব উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলার বুকে জাগরণের সাড়া প'ড়বে। সীতারামের স্বজাতি যারা—যারা বাংলার বাঙালী, তারা সগর্ব্বে ব'ল্‌বে বাঙালী রাজার নব সিংহাসনে আদর্শ বাঙালী সীতারামকে দেখে—জয় বাঙালীর জয়—জয় বাঙালী রাজা সীতারামের জয়।

সীতারামের প্রবেশ

সীতারাম। না না, এখনো সেদিন আসেনি গুরু, তবে কেন বাঙালীর জয় ঘোষণা? এখনো তারা জয়ের দ্বারদেশে গিয়েও উপস্থিত হ'তে পারিনি। এখনো বাংলার বুক থেকে নবাবী প্রভুত্ব উঠে যায়নি, বাংলার বুকে বাঙালীর প্রভুত্ব জেগে ওঠেনি, স্বাধীনতার পাঞ্চজন্যও বেজে উঠেনি, বাংলাও বাঙালীর হয় নি। আসবে যখন সেদিন—সে মাহেন্দ্রক্ষণ—যেদিন 'হবো আমি 'বাঙালী

জাতির রক্ষক, সেদিন আমরা সকলে এক সঙ্গে জয় ঘোষণা ক'রবো বাঙ্গালী জাতির। লক্ষ্মীনারায়ণ! লক্ষ্মীনারায়ণ! তুমি আমার স্বপ্নকে সত্য কর, তাকে সফল কর, আর এই বাংলাকে বাঙ্গালীর হ'তে দাও।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ

গীত

হতো এই বাংলা বাঙ্গালীর।
আকাশ ছুঁয়ে থাকতোরে ভাই এই বাংলার শির॥
সেই ঘরের শত্রু বিভীষণে,
ফেল্‌লে তারে বন্ধনে,
তাই বাংলা নয় বাঙ্গালীর
আজকে ফেলে অশ্রুনীর॥

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

গীত

আর ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ ক'রে হিন্দু-মুসলমানে,
কাঁদায় তারা দেশের মাকে এতো সবাই জানে,
যেদিন তারা বুঝবে সবাই
এই বাংলার ছেলে দুটী ভাই
সেদিন হবে বাংলা দেশ
এই বাংলার বাঙ্গালীর॥

[প্রস্থান।

সীতারাম। সত্যই ঘরের শত্রু বিভীষণ হ'তেই কোন জাতিই তার জাতিয়তার পরিচয় দিতে পারে না। তবে কি সীতারামের সঙ্কল্প সাধনের পথে কোন অজ্ঞাত গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হ'চ্ছে?

চাঁদশা ফকিরের প্রবেশ

চাঁদশা। হ'চ্ছে, হ'চ্ছে মহারাজ! তার পূর্ব্বে তুমি সাবধান হও।

সীতারাম। কে কে—ফকির সাহেব! আসুন! আসুন! আপনি কি জেনেছেন যে সীতারাম রায়ের গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র সৃষ্টি ক'রছে সীতারাম রায়ের সর্ব্বনাশের জন্য?

চাঁদশা। হাঁ, আমি জেনেছি মহারাজ! আপনার গুপ্ত শত্রু নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম।

সকলে। দয়ারাম?

চাঁদশা। দয়ারাম। সাবধান। [প্রস্থান।

সীতারাম। বাঙ্গালী দয়ারাম বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ ক'রবে? তবে কি সেদিন আমার মহম্মদপুর দেখতে আসা তার একটা ছল? সত্যই যদি তাই হয়, তাহ'লে মৃন্ময়, মেনাহাতী, গঙ্গারাম, স্থির জেনো তোমরা—সেই বেইমান দেওয়ান দয়ারামের ছিন্ন শির চাই—আমাদের মাতৃপূজার প্রথম পুষ্পাঞ্জলি।

চন্দ্রচূড়। সীতারাম! ওই ফকিরের আদেশেই বুঝি শ্যামপুরের নাম পরিবর্ত্তন ক'রে মহম্মদপুর রেখেছ! ওর প্রকৃত পরিচয় পেয়েছ?

সীতারাম। হ্যাঁ গুরু! উনি একজন আমার লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেরিত মহাপুরুষ! আমার রাজ্যের মঙ্গল কামনাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

চন্দ্রচূড়। কিন্তু সে যে মুসলমান!

সীতারাম। তার উত্তরে তিনি ব'লেছিলেন—তিনি মুসলমান হ'লেও এই বাংলার মাটীতে তাঁর জন্ম হ'য়েছে—বাংলারই স্নেহসুধায় তিনি মানুষ হয়েছেন—তিনি মক্কা চেনেন না—মদিনা জানেন না, জানেন এই বাংলার মাটীকে। বাংলার মাটীই তার রমজানের চাঁদ—বাংলার মাটীই তার বেহেস্ত। সে মাটীর যে শত্রুতা করবে—সে হিন্দুই হোক্ আর মুসলমানই হোক্ তাঁর শত্রু—বাংলার শত্রু—সে শত্রুর উচ্ছেদ সাধনই তাঁর মহাব্রত। আমি আর প্রশ্ন ক'রতে পারলাম না, সাদরে বুকে টেনে নিলাম।

চন্দ্রচূড়। নিয়েছ সত্য, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি হিন্দু-মুসলমানের মিলন অসম্ভব।

সীতারাম। সে অসম্ভব সম্ভব ক'রতে হবে গুরু! সে অসম্ভবের অন্তরালে র'য়েছে দুইটি জাতীর পরস্পরের স্বার্থপরতার ষড়যন্ত্র। আমি তার মূল উৎপাটন ক'রে বাংলাকে গড়তে চাই এক অভিনব দেশ। সে দেশ হিন্দুর হবে না, মুসলমানের হবে না, হবে তাদের যারাই হবে সে দেশের ছেলে। সেখানে আভিজাত্য থাকবে না, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, শুচিতা-অশুচিতা থাকবে না—মন্দির মসজিদ, বেদ-কোরাণের মর্য্যাদার পদতলে সকলকেই সমভাবে শির নত ক'রে দেবে। সেখানে হিন্দুর দুঃখে মুসলমান ব্যথা মোচনে ছুটে আসবে, মুসলমানের চোখে জল দেখলে হিন্দু তা নিজের হাতে মুছিয়ে দেবে, সেই সুন্দর দেশ হবে আমার এই বাংলা দেশ।

চন্দ্রচূড়। বুকে এস—বুকে এস সীতারাম! সত্যই তুমি মহৎ—সত্যই তুমি আদর্শ মাতৃভক্ত! (বক্ষে ধারণ) তোমার মত নর-দেবতার গুরু হ'য়ে সার্থক হ'য়েছে আমার দীক্ষা দান। আশীর্ব্বাদ করি স্নেহাধার! তুমি বিজয়ী হও—বাংলার ছেলে হও।

মৃন্ময়, গঙ্গারাম ও মেনাহাতী। জয় বাংলার ছেলে সীতারাম রায়ের জয়!

(নেপথ্যে—গুড়ুম গুড়ুম শব্দ)

("ডাকাত ডাকাত" শব্দ উত্থিত হইল)

সকলে। ওকি! ওকি!

পুরোহিত। (নেপথ্যে—লক্ষ্মীনারায়ণের অলঙ্কার নিয়ে ডাকাতেরা পালালো, ধর ধর)।

চন্দ্রচূড়। সেকি! সেকি! চল চল সীতারাম, দেখিগে চল—দেখিগে চল। জয় লক্ষ্মীনারায়ণ! জয় লক্ষ্মীনারায়ণ!

[সকলের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে দস্যু শবরসহ মৃন্ময়,
মেনাহাতী ও গঙ্গারামের প্রবেশ

মৃন্ময়। বন্দি কর—বন্দি কর দস্যুকে।

গবর। লাঠীগাছাটা যতক্ষণ হাতে থাকবে ততক্ষণ কেউ আমায় বাঁধতে পারবে না। [যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

সীতারাম ও চন্দ্রচূড়ের পুনঃ প্রবেশ

চন্দ্রচূড়। দস্যু ধরা পড়েছে সীতারাম?

সীতারাম। ধরা প'ড়েছে।

দস্যু গবরকে বাঁধিয়া গঙ্গারাম,
মেনাহাতী ও মৃন্ময়ের প্রবেশ

মৃন্ময়। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, এই সেই দস্যু।

মেনাহাতী। মীরাশ নলদীর মধ্যে এ ছাড়া আর অন্য কোন দস্যু নেই।

গঙ্গারাম। ঠাকুরের গহনাগুলোও ওর কাছ হ'তে পাওয়া গেছে।

সীতারাম। দস্যু গবর! হিন্দুর দেবতা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের অঙ্গ স্পর্শ ক'রে তার অলঙ্কার নিয়েছ?

গবর। নিয়েছি—তবে নিজের হাতে তার গা হ'তে গহনা খুলে নিইনি, এক বামুনকে দিয়ে খুলিযে নিয়েছি।

সীতারাম। ব্রাহ্মণ কোথা পেলে?

গবর। আমার দলে আছে। পীরের দরগায় ওঁৎপাত্‌তে হয়, ঠাকুর-মন্দিরেও হানা দিতে হয়, কাজেই সব রকম জাত না রাখলে এ ব্যবসা চলে কেমন করে?

সীতারাম। তাই তুমি গৃহস্থের সর্ব্বনাশ ক'রে বেড়াচ্ছো।

গবর। গৃহস্থের নয় মহারাজ! বড়লোকের—বড়লোকের—যারা গরীবের গলায় পা দিয়ে বড়লোক হ'য়েছে, আর বড়লোক যারা গরীবকে দেখে না—একটা কাণা কড়িও দেয় না—আমি তাদেরি সর্ব্বনাশ করি মহারাজ! আমার ছেলে-মেয়েগুলো ক্ষিদেয় ছটফট করে, আমার পাশের বাড়ীর একজন বড়লোক তাই দেখে হাসে—আবার আমার বাস্তু ভিটেটাও কেড়ে নিতে চায়। বলতো রাজা, আমি যদি সেখানে ডাকাতি করি তাতে কি আমার পাপ হবে?

সীতারাম। গবর! আমি দেখ্‌ছি তোমার অন্তরে প্রকৃত মনুষ্যত্বই আছে, তুমি ডাকাত হ'লেও তুমি পেটের দায়ে ডাকাত। এস গবর! আর তোমায় পেটের দায়ে ডাকাতি ক'রতে হবে না। তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রে আমার কর্ম্মের সহায় হও। তোমার মত কর্ম্মী আমার প্রয়োজন। বলো গবর!

গবর। মালিক! আমি যে মুসলমান!

সীতারাম। না গবর, তুমি মুসলমান হ'লেও তুমি বাঙ্গালী, আমি হিন্দু হলেও আমি বাঙ্গালী। এই বাংলা উভয়েরই জন্মভূমি। হিন্দু-মুসলমান দুই জাতিই তার সন্তান। তুমি বাঙ্গালী—তুমি ভাই। ধর্ম্মের পরিচয়ে জাতির পরিচয় হয় না—পরিচয় হয় দেশের পরিচয়ে। এ ভুল শুধু তোমার নয় গবর—এ ভুল নিয়ে বাংলার অনেকেই বসে আছে। গবর!

গবর। মালিক! মালিক! আজ হ'তে ডাকাতি আমার শেষ।

সীতারাম। খুলে দাও বন্ধন। (গঙ্গারাম বন্ধন খুলিয়া দিল) গবর! আজ হ'তে তুমি আমার ভাই। (আলিঙ্গন)।

গবর। মালিক! মালিক!

সীতারাম। বলো বলো গবর, আমরা হিন্দু নই—আমরা মুসলমান নই—আমরা বাঙ্গালী।

গবর। আমরা বাঙ্গালী।

সীতারাম। আমার একপাশ ছিল শূন্য, সেই স্থানে এলো আজ মুসলমান। সীতারাম রায় শুধু হিন্দুর নয়—হিন্দু-মুসলমানের নয়—সীতারাম রায় বাঙ্গালীর। সত্য হোক আমার স্বপ্ন—সার্থক হোক আমার অভিযান।

চন্দ্রচূড়। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি সীতারাম?

সীতারাম। শুধু সচেষ্ট হ'য়ে থাকা—মহম্মদপুরকে রক্ষা করা। সম্প্রতি আমি দিল্লী যাচ্ছি, নগর রক্ষার ভার রইলো তোমাদের উপর ভাই সব!

চন্দ্রচূড়। দিল্লী যাবে কেন সীতারাম?

সীতারাম। আমি চাই দুর্ব্বৃত্ত ফৌজদারের দুর্ব্বৃত্ততাকে দমন করতে বাদশার কাছ থেকে রাজা খেতাব নিয়ে। আমি দেশের লোকের কাছে রাজা হ'য়েছি কিন্তু বাদশাহের কাছে হয় নি। তুমি এদের কর্ণধার হ'য়ে থেকো দেব! আর মনে রেখো ভাই সব! বহিঃশত্রু এসে কোন দেশকে ধ্বংস করতে পারে না, দেশকে ধ্বংস করে দেশের বেইমানরা। সেই বেইমানদের অনুসন্ধান কর—আর তাদের ধ্বংস কর।

সকলে। জয় সীতারাম রায়ের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রামচাঁদের বাটী

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক টানিতে টানিতে প্রবেশ করিল

শ্যাম। যাই বলো দাদা, এখন কিন্তু দেশটা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। ভ্যালা কাণ্ড বেধেছিল। যাই হোক্, সীতারাম রায়ের বাহাদুরী আছে। ফৌজদারকে তো হটিয়ে দিলে, আবার শুনছি নাকি দিল্লী গেছে মহারাজাধিরাজ উপাধি নিয়ে আসতে।

রাম। একেই বলে বরাত ভাই—একেই বলে বরাত। ফৌজদারের সঙ্গে যুদ্ধ করলে সীতারাম—আবার সীতারামের ডাক প'ড়লো দিল্লীতে রাজা খেতাব নেবার জন্যে।

শ্যাম। মাঝখান থেকে মলাম আমরা—পিটুনী খেলাম আমরা, আবার শ্যামপুর হলো মহম্মদপুর। এইবার আমাদেরও নাম পাল্টাতে হবে দাদা!

রাম। সেই দিন তো ব'লেছিলাম ভায়া, মিক্রু মিঞা ফিক্রু মিঞা যা হয় একটা হও। এই দেখনা আবার যুদ্ধ্ বাধলো ব'লে কথা।

শ্যাম। ওই চন্দ্রঠাকুর, মৃন্ময়, হাতিমশাই, গঙ্গারাম, সবাইকার এক একটা হিল্লে হ'যে গেল দাদা! কেউ হ'লো মুন্সী—কেউ হ'লো সেনাপতি—কেউ হ'লো নগররক্ষক—কেউ কেউ হ্লো বন্ধু। আবার দেখ গবর ডাকাতটা ডাকাতি ক'রতে এসে হ'লো কিনা একটা কেউকেটা। আমাদের কোন একটা হিল্লে হ'লো না দাদা! আমরা যেই কোলাব্যাঙ্ সেই কোলাব্যাঙই থেকে গেলাম। বরাত ব'লতে হবে ওদের।

রাম। আবার যুদ্ধ্ বাধে দেখো না। মনে ক'রেছ তোরাব খাঁ চুপ ক'রে থাকবে, সে বান্দাই নন।

শ্যাম। তখন আমাদের গতি কি হবে দাদা?

রাম। সব পাল্‌টাবো—সব পাল্‌টাবো। ভয় কি?

শ্যাম। আবার বড় বড় দুর্গ তৈরী হচ্ছে।

রাম। হোক গে। তামাক খাবেতো খাও। (হুঁকা দিল)

শ্যাম। বাদুড় চোষা ক'রেছ দাদা—বাদুড় চোষা ক'রেছ।

রাম। আরে এই তো এক কল্কে তামাক সেজে আনলাম।

শ্যাম। খুব হয়েছে। ধর হুঁকা। (হুঁকা দিল) তাহ'লে একবার বৌদির সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।

রাম। আর দেখা ক'রে কাজ নেই। তেল বুলোনো কথা ব'লে আমায় বাপান্ত করাতে হবে না, আর আহারাদিটাও এখানে হবে না।

শ্যাম। বৌদিকে মধ্যা সেদিন খুব ধরাধরি ক'রে এনেছিলাম।

রাম। আবার উনি কি বায়না ধ'রেছে জানো?

শ্যাম। কি বায়না?

রাম। আর ব'লোনা, বলে আমি বাপের বাড়ী যাবো। এই ডামাডোলের বাজারে কোথা যাবে বলতো?

আন্নাকালীর প্রবেশ

আন্নাকালী। তাব'লে মানুষ বাপের বাড়ী যাবে না? দেখ ঠাকুরপো, যেদিন তোমরা আমায় হরিবোল দিয়ে তুলে নিয়ে এলে, সেই দিন থেকে আমি জ্বরে ভুগছি। একবার যাত্রা না পাল্‌টালে হয়? তোমার দাদা ধ'রেছেন যাওয়া হবে না।

রাম। বলতো বলতো ভায়া, এখন যাওয়া কি উচিৎ?

আন্নাকালী। ওসব ধাষ্টপনা রেখে দাও। আমায় বাপের বাড়ী পাঠাবে কিনা বলো, না পাঠালে আমি হেঁটেই চলে যাবো।

রাম। চলতে পারবে তো?

আন্নাকালী। দেখ, আবার সকাল বেলায় একটা কাণ্ড বাধাবে? আবার পায়ের কথা তুলছো?

শ্যাম। ভারী অন্যায় তোমার দাদা, বৌদির পাতো ভাল হয়ে গেছে!

রাম। দেখ ভায়া, তেল বুলোনো কথা ব'লো না ব'লছি।

আন্নাকালী। হ্যাঁ ঠাকুরপো, আমার চলনটা কি এতই খারাপ?

শ্যাম। রামচন্দ্র! আহা তুলনা হয় না, খুব ভীড়ের মধ্যে বৌদি হারিয়ে গেলে বৌদিকে টপ ক'রে খুঁজে পাওয়া যাবে।

আন্নাকালী। বলতো ভাই মিন্সেকে? যাই হোক্ কালই আমায় বাপের বাড়ী পাঠাতেই হবে।

রাম। দিন কতক যাক তারপর।

আন্নাকালী। কি এত ক'রে বলছি তবু পাঠাবে না? হ্যাঁ, আমায় এত হেনস্থা! কত লোক মরছে আমার মরণ হয় না। (বসিয়া) ওগো বাবাগো! তুমি কোথায় গেলে গো! (ক্রন্দন)।

দ্রুত গোবর্দ্ধনের প্রবেশ

গোবর্দ্ধন। ভদ্র মহোদয়-মহোদয়াগণ! আপনাদের কি লোকের আবশ্যক হইবে? আমার কাছে শীঘ্র আবেদন করুন। স্বল্প ব্যয়েই মৃতের সৎকার

করিয়া দিয়া দেশবাসীর উপকার করাই আমাদের প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে তাহাকে পোড়াইয়া—

রাম। খাইয়া—

গোবর্দ্ধন। তবে আমরা চলিয়া আসি। আমরা কার্য্যে ফাঁকি দিই না। বলুন কয়জন লোকের আবশ্যক হইবে? আমরা যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। বলুন কত টাকা দিতে পারিবেন? তাহাতে আমাদের জুলুম নাই। মাত্র দেশবাসীর উপকার করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শ্যাম। দাদা আবার এসেছে।

আন্নাকালী। ওগো বাবাগো—

গোবর্দ্ধন। বলুন বলুন—শীঘ্র বলুন। মৃতদেহ গৃহে অনেকক্ষণ রাখা উচিত নয়। তাহাতে আত্মীয়-স্বজনের খুবই কষ্ট হইয়া থাকে। যত শীঘ্র মৃতদেহ বাড়ী হইতে অপসারিত করা যায় ততই মঙ্গল। দেখুন, আমাদের এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান-টীকে সকলের সহানুভূতি প্রকাশ করা খুবই উচিত, যাহাতে প্রতিষ্ঠানটীর উত্তোরোত্তর উন্নতি হয় সে বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

রাম। য়্যাঁ, শালা বলে কি—আনতো ভায়া নাদনা গাছটা। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের হাড় গুঁড়ো করে দিই।

গোবর্দ্ধন। য়্যাঁ! য়্যাঁ! তবে মরেনি? পুরোণো কান্না? তাই নাকি—তাই নাকি।

রাম। ধর ধর শালাকে।

গোবর্দ্ধন। য়্যাঁ! য়্যাঁ! সব ভুয়ো! সব ভুয়ো। [পলায়ন।

শ্যাম। ও ছোকরার মতলবখানা কি বলতো? সেদিনও ওই রকম ব'লছিল, আজও আরম্ভ ক'রেছিল।

রাম। ও শালা একটা বাউণ্ডুলে। গাঁজা-গুলির একটা দল আছে ওদের। ওরা লোকের মড়া ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায়। ব্যাটারা জাস্ত মানুষকে মড়া সাজাতে চায়। দিন একটা করে মড়া পেলেও গাঁজার দামটা আদায় হয়।

শ্যাম। বেশ ব্যবসা দাদা! একদিন মিছিমিছি মরে ব্যাটাদের জব্দ ক'রতে হবে। যাক, বৌদি যখন নেহাৎ ছাড়ছে না, তখন দুদিনের জন্যেও বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

রাম। যাক্, তাই হ'বে। দেখ গিন্নী, বেশীদিন মধ্যা থেকোনা।

আন্নাকালী। এস ঠাকুরপো, দুটো খেয়ে যাবে এস।

রাম। বটে! খাওয়া দাওয়া হবে না, খসে পড় ভায়া—খসে পড়।

আন্নাকালী। তুমি ভারী চামার। এসো ঠাকুর পো!

শ্যাম। এস দাদা!

[আন্নাকালী সহ প্রস্থান।

রাম। কি আমি চামার? দাঁড়াও—দাঁড়াও—তবু যদি মাগীর চলনটা এমনি মত না হ'তো।

[আন্নাকালীর চলন দেখাইতে দেখাইতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বৈতরণী তীর

জনৈক যাত্রী গা'হতেছিল

গীত

ওই ভরা দরিয়ায়।
কেমন করে পারে যাবো
সময় ব'য়ে যায়॥
কোথায় গেল পারের মাঝি,
কেমন ক'রে পার হবো আজি,
পরাণ কাঁপে ভয়ে আমার
উজান দেখে হায়॥

ও পারেতে আছে আমার
হারিয়ে যাওয়া বুকের মাণিক,
তাই খুঁজতে তারে যাবো সেথায়
এই ঘন বরিষায়।

[প্রস্থান।

শ্রীর প্রবেশ

শ্রী। প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী আমি, আমার কোষ্ঠীর ফল। তাই বিবাহের পর আমার স্থান হ'লো না স্বামীর গৃহে। কি ভাগ্য আমার—আদর্শ স্বামীর স্ত্রী হ'য়েও তার পদ-সেবায় বঞ্চিত হ'লাম। তবে এ জীবনে আর সুখ কি? ওগো দেবতা! না না, তোমার তো কোন দোষ নেই, তুমি তো সেদিন আকুল আগ্রহে আমায় বুকে টেনে নিতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমিই চ'লে এলাম তোমার কাছ হ'তে। তুমি কত ডাকলে—কত কাঁদলে—না না, আমার কোষ্ঠির ফল—তোমার সংস্পর্শে থাকলে আমি তোমাকে হারাবো. তাই তোমার জন্ত—দেশের নেতা তুমি—তোমার জীবনের মূল্য অনেক। তুমি আমায় ভুলে যাও—আমিও তোমায় ভুলে যাই। এই তো সেই বৈতরণী, লোকে বলে বৈতরণী পার হ'লে সকল জ্বালা জুড়োব। ওগো মা! তুমি আমার জ্বালা জুড়িয়ে দাও। (নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যতা)

জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। দাঁড়াও।

শ্রী। কে তুমি?

জয়ন্তী। আমি একজন সন্ন্যাসিনী।

শ্রী। আমায় দাঁড়াতে ব'ললে কেন?

জয়ন্তী। তুমি কোন্ বৈতরণীতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছো? এতো সে বৈতরণী নয়, যমদ্বারে না গেলে সে বৈতরণীর সন্ধান মেলে না।

শ্রী। তাহ'লে আমি যমদ্বারে যেতে চাই।

জয়ন্তী। এখনো তোমার যাবার সময় হয় নি মা ? এই তো তোমার সকাল বেলা, এখন কি যাওবা হয ?

শ্রী কেন, আমি কি যেতে পারবো না ? ওগো দেবি ! জীবনে আমার কোন সুখ নেই—আমি সব সুখে বঞ্চিতা।

জয়ন্তী। তাই জ্বালা জুড়ুতে জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলে ? ছিঃ ছিঃ ! তোমার যে স্বামী বর্ত্তমান, সিমন্তে সিঁদুর রেখা যে দেখছি।

শ্রী। হ্যাঁ আমি সধবা, আমার স্বামী এখনো জীবিত আছেন।

জয়ন্তী। তবে তুমি এ পথে কেন মা ?

শ্রী। অনেক কথা। আমি স্বেচ্ছায স্বামীকে ত্যাগ ক'রে চলে এসেছি।

জয়ন্তী। কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ।

শ্রী। পুণ্যই বা আমার কোথায ? স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামী-সেবা, তাই যখন ছেড়ে এসেছি আবার আমাব পুণ্য কি আছে মা ? আমার মত পাপিনী বোধ হয সংসারে আর নেই।

জয়ন্তী। তাহ'লে স্বামী-সেবাই পুণ্য জেনেও চলে এলে কেন মা ?

শ্রী। কেন এলাম তা জানি না। আমি তোমায় কোন তর্ক যুক্তি দিয়ে তা বোঝাতে পারবো না। তবে আমার মনে হয়—যদি তাঁর পা দুখানি আমি বুক পেতে নিতে পারতাম, তাহ'লে আমার নারীজন্ম সার্থক হ'তো।

জয়ন্তী। স্বামীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বোধ হয় তোমার খুবই কম হ'য়েছে ? তবু তাঁকে এত ভালবাসলে কেন মা ?

শ্রী। ঈশ্বরকে তুমি ক'দিন দেখেছ, তবে তুমি তাকে ভালবাসো কেন মা ?

জয়ন্তী। আমি যে ঈশ্বরকে দিনরাত ভাবি। তাঁর ধ্যানে, তাঁর রূপে, তাঁর নামে আত্মভোলা হ'য়ে থাকি।

শ্রী। আমিও তাই। আমার এই অন্তরের সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে মনে মনে তাঁর পূজা করি ; তাঁরই উদ্দেশে আমার সবটুকু কামনা ঢেলে দিই। দেবতার পূজা ক'রতে গিয়ে মনে হয় আমি পূজা ক'রছি তাঁরই। প্রণাম ক'রতে

গিয়ে দেখি ঠাকুর নেই, তাঁরই পাদপদ্ম আমার মাথার কাছে। আমি তাঁকে উপেক্ষা ক'রে চলে এসেছি মা!

জয়ন্তী। ভুল করেছ। কে তোমার স্বামী?

শ্রী। আমার স্বামী? সে যে বাংলার ছেলে বাঙ্গালী সীতারাম রায়।

জয়ন্তী। সীতারাম রায়, ভূষণার অধিশ্বর? তুমি যে রাজরাণী। কিন্তু মা আমি যে বাংলা হ'তে বহু দূরে এসে শুনতে পাচ্ছি সীতারাম রায়ের জয়ধ্বনি। ছিঃ ছিঃ! সেই স্বামীকে তুমি ত্যাগ ক'রে চলে এসেছ?

শ্রী। কেন যে এসেছি তা তুমি জানো না। ওগো আমার কোষ্ঠীর ফল— স্বামীর সংস্পর্শে থাকলে আমি যে তাঁর প্রাণহন্ত্রী হবো, তাই আমার আরাধ্য দেবতাকে অমর ক'রে রাখ্‌তে তাঁর কাছ হ'তে দূরে চলে এসেছি।

জয়ন্তী। কোষ্ঠীর ফলাফলের উপর নির্ভর ক'রে অতবড় একটা কর্ত্তব্যের বোঝা তুমি দূরে ফেলে দিলে মা! ঠিক হয়নি, কোষ্ঠীর ফলতো নাও ফলতে পাবে।

শ্রী। তুমি কি বলতে চাও মা?

জয়ন্তী। তুমি ফিরে চল বাংলায়। তোমার স্বামী যে মহাব্রতের পূজারী হয়েছেন তাঁকে—তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনের তুমি সহায় হও। আর যদি স্বামীর সংস্পর্শে থাকতে ভয় করে, তবে দেশের সংস্পর্শে থাকো—দেশের সেবা কর।

শ্রী। দেশের সেবা?

জয়ন্তী। দেশের দুর্দ্দিন উপস্থিত, অথচ দেশ ঘুমিয়ে আছে। সেই দেশের ঘুমন্ত পল্লীর বুকে জাগরণের ঝঙ্কার তুলে দিতে হবে। শুদ্ধ ব্রতচারিণী মূর্ত্তিতে নিস্বার্থভাবে ক'রতে হবে মাটীর পূজা—দশ ও দেশের কল্যাণ।

গীত

চলো বাংলার নারী বাংলায়।
কর বাংলার সেবা বাংলার পূজা
সময় চলিয়া যায়॥

[শ্রীকে লইয়া গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

তোরাব খাঁর বিলাস কক্ষ

নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল

গীত

সই প্রাণ কেন আজ উতল এত
জাগ্‌ছে কেন শিহরণ।
জানি না আজ কোন্ অতিথির
(হবে) মন বাগিচায় শুভাগমন॥
সুর্ম্মা পরা আঁখি তাহার ক'রলে পাগল সই,
জাগিয়ে মনে শতেক আশা আর এল সে কই,
পরাণ মোদের হারিয়ে গেল
হয় না তাহার সাথে মিলন॥

[প্রস্থান।

তোরাব খাঁ ও মীর্জ্জা মহম্মদ প্রবেশ করিল

তোরাব খাঁ। প্রতিশোধ নিতে হবে মির্জ্জা মহম্মদ—প্রতিশোধ নিতে হবে। তুচ্ছ একটা ভূঁইয়া জমিদারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে গিযে আমার সৈন্যেরা পরাজিত হ'যে পালিযে এল! ধিক! শত ধিক! কাফেরদের কাছে হলো আমার অপমান। এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে—কামানের গোলায উড়িয়ে দিতে হবে ভূষণা গ্রামকে।

মির্জ্জা মহম্মদ। কি স্পর্দ্ধা তার, মহারাজাধিরাজ সনন্দ আনবার জন্য বাদশার কাছে গেছে।

দয়ারামের প্রবেশ

দয়ারাম। আর জানাবে সেখানে গিয়ে ফৌজদার সুরাসঙ্গিনী নিয়ে দিবারাত্র মেতে আছেন—দেশে নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছেন। সেইরূপ

উচ্ছৃঙ্খল ফৌজদারকে বরখাস্ত ক'রে কোন কর্ত্তব্যপরায়ণ ফৌজদারকে নিযুক্ত ক'রতে জাহাপনার মর্জ্জি হোক্। এই রকম আরও কত কি। কি আর বলবো হুজুর!

তোরাব খাঁ। দেওয়ান দয়ারাম! সত্যই আপনি আমার বন্ধু। আপনি যা বললেন সবই কি সত্য?

দয়ারাম। সত্য কথা হুজুরালি! সেদিন আমি তার মহম্মদপুর দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু যখনই সীতারামের মুখে শুনলাম আপনার অনিষ্ট সাধনের কথা, তখনই জলস্পর্শ না ক'রে সেখান হ'তে চলে এলাম। ওঃ! কি তার অহঙ্কার! ফৌজদার সাহেবকে ভয় করে না। আপনি কি জন্য এখনো আক্রমণ ক'রছেন না? এই তো উপযুক্ত অবসর। সীতারাম এখন দিল্লীতে আছে, আপনি এই অবসরে তার মহম্মদপুর দখল ক'রে নিয়ে তার তালুক বাজেয়াপ্ত করে নিন।

তোরাব খাঁ। ঠিক বলেছেন দেওয়ান দয়ারাম! এই আমাদের উপযুক্ত অবসর। অপমানের প্রতিশোধ নেবো—তাকে বিদ্রোহী প্রমাণ করাবো। দেখবো কাফেরের কতখানি শক্তি। মির্জ্জা মহম্মদ প্রস্তুত হও।

মির্জ্জা মহম্মদ। যো হুকুম জনাব!

দয়ারাম। সীতারাম, তুমি নাটোর রাজের তালুকের প্রজাদের বিনা খাজনায় সম্পত্তি দেবার লোভ দেখিয়ে তোমার তালুকে নিয়ে এসে বসাবে, দয়ারাম বেঁচে থাকতে তা হবে না। রাজা রামজীবনের চেয়েও তুমি বড় হতে চাও।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ

গীত

কেন ক'রবে নিজের সর্ব্বনাশ।
বেইমানিতে দেশটা গেল
হলো বাংলা পরের বাস॥

পরকে যারা আপন ভাবে,
সবই তাদের আপনি যাবে,
কোথায় গেল জাতীয় প্রীতি
মাটীর নেশায় অভিলাষ॥

[প্রস্থান।

তোরাব খাঁ। ওই উন্মাদটাকে এখানে ঢুক্‌তে দিলে কে?

মির্জ্জা মহম্মদ। ওর গতি সর্ব্বত্র—ঝড়ের মত আসে, ঝড়ের মত চলে যায়। ওকে কেউ বাধা দিতে পারে না।

তোরাব খাঁ। কাফের! কাফের।

দয়ারাম। হুঁ! আমায় আবার বল্‌লে কিনা আমি মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাব বাহাদুরের দেওযান আমাদের ছোটরাজাকে অনুরোধ করবো যেন নবাব বাহাদুর সীতারামকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করেন। কি আকাশ-কুসুম কল্পনা। রাতারাতি বড়লোক হতে চায, পাকা-শয়তান।

তোরাব খাঁ। সীতারামের দর্প অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রবো বন্ধু! তার মহম্মদপুর বিধ্বস্ত ক'রে তাকে বন্দি ক'রে এনে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করবো। মির্জ্জা মহম্মদ!

মির্জ্জা মহম্মদ। জনাব!

তোরাব খাঁ। যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সীতারামের বিদ্রোহিতাকে দমন করতে ফৌজ পাঠাও—অসংখ্য—অগণিত। চাই—চাই সেই সীতারামকে।

মির্জ্জা মহম্মদ। পাথরের দুর্গ কামান দিয়ে জয় করা যায় কিন্তু মানুষের হৃদয়-দুর্গ দখল করা সহজসাধ্য নয় জনাব! আমি দেখেছি মহম্মদপুরের মানুষগুলো পাথরের চেয়েও কঠিন—বজ্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর—পণ তাদের সুদৃঢ়। তারা প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসে তাদের দেশকে।

তোরাব খাঁ। কিন্তু মির্জ্জা মহম্মদ! সেই নির্ব্বোধের দল জানে না তাদের দেশে বেইমানের অভাব নেই। দেশে যদি বেইমানেরা না থাকতো তাহ'লে

কোন দেশই কোন রাজা অধিকার ক'রে নিতে পারত না। বন্ধু দয়ারাম! আপনি এখন বিশ্রাম করুন গে। আপনি আমার প্রকৃত সুহৃদ। আপনার এ অযাচিত অকৃত্রিম ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করবো সীতারামের তালুক দখল ক'রে—সেই তালুকের মালিক করবো—

মেনাহাতীর প্রবেশ

মেনাহাতী। একজন বেইমানকে? কেমন ফৌজদার সাহেব?

তোরাব খাঁ। কে তুমি?

মেনাহাতী। আমি সীতারাম রায়ের কর্ম্মচারী—নাম আমার মেনাহাতী। এই যে দেওয়ান মশাইও এখানে? মহম্মদপুর দেখে কি লোভ সংবরণ করতে পারছেন না? তাই—

দয়ারাম। মেনাহাতী!

মেনাহাতী। আহা রাগছেন কেন? যাক্, আপনাকে এখন আর কিছু বলতে চাই না, তবে একটা কথা মনে রাখবেন দেওয়ান মশাই স্বজাতীর সর্ব্বনাশ ক'রে নিজে কখনো সুখী হ'তে পারবেন না।

তোরাব খাঁ। খাজনার টাকা কি এনেছ?

মেনাহাতী। সীতারাম রায় আপনাকে আর কর দেবেন না।

তোরাব খাঁ। অর্থাৎ—

দয়ারাম। আপনার সঙ্গে বিরোধ করতে চায়।

মেনাহাতী। সত্যই তাই। মনে আছে ফৌজদার সাহেব! কাজি সাহেবের কথায় বিশ্বাস ক'রে আপনি সীতারাম রায়ের বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন। তারা ভূষণার যথেষ্ট ক্ষতি ক'রেছে, সেই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাজকর আপনি পাবেন না।

তোরাব খাঁ। কি? কর বন্ধ করবে সীতারাম রায়? তার স্পর্দ্ধা তো কম নয়? কিন্তু কর না দেওয়ার পরিণাম ফল কি ভীষণ হ'য়ে দাঁড়াবে তোমার প্রভু সীতারাম রায় কি তাও একবার ভেবেছে?

মেনাহাতী। না ভেবে কি তিনি রাজকর বন্ধ ক'রেছেন।

তোরাব খাঁ। এইবার তার সমস্ত তালুক বাজেয়াপ্ত ক'রে—

মেনাহাতী। বাজেযাপ্ত ক'রবে কে?

তোরাব খাঁ। ফৌজদার তোরাব খাঁ! রাজকর আমানত না করলে তার তালুক সরকারে বাজেযাপ্ত করবার ক্ষমতা ফৌজদারের আছে কি না দেখিয়ে দেবো।

মেনাহাতী। হাঃ হাঃ হাঃ! সীতারাম রায় জীবিত থাকতে তার তালুক বাজেযাপ্ত করবার ক্ষমতা কারো নেই ফৌজদার সাহেব! আর তা হবে না ফৌজদার সাহেব, সীতারাম একা নয়—তার জন্য বাংলার সাতকোটী সন্তানেরাও জেগে উঠ্‌বে।

তোরাব খাঁ। সঙ্গে সঙ্গে তার শাস্তিও পাবে। মহম্মদপুরের ঘরে ঘরে আগুন লাগিযে দেবো, তাকে সমভূমি করবো, আর সীতারামকে বন্দি ক'রে এনে চাবুকের ঘাযে তার বিদ্রোহিতা ঘুচিয়ে দেবো।

মেনাহাতী। ফৌজদার সাহেব!

তোরাব খাঁ। হুঁসিয়ার কামবক্ত!

মেনাহাতী। মনে রাখবেন ফৌজদার সাহেব! আপনার হাতের চাবুক আপনার পিঠেই পড়বে।

[প্রস্থানোদ্যত।

তোরাব খাঁ। দাঁড়াও কাফের, তার আগে চাবুকের শক্তি তুমিই বুঝে যাও। মির্জ্জা মহম্মদ! বন্দি কর!

মেনাহাতী। সাবধান ফৌজদার সাহেব। সিংহকে বন্দি করা সহজ-সাধ্য নয়। এক পা যদি কেউ এগিয়ে এস তাকেও শেষ ক'রে দিয়ে যাবো। মহম্মদপুরে চাবুকের নিমন্ত্রণ রইলো—ফৌজদার সাহেব যাবেন, আর আপনার হিতৈষী বন্ধুটীকেও সঙ্গে নিযে যাবেন। সেলাম!

[প্রস্থান।

তোরাব খাঁ। য্যাঁ চলে গেল! বন্দি কর! বন্দি কর!

দয়ারাম। কি স্পর্দ্ধা! দেখলেন জনাব!

তোরাব খাঁ। দেখলাম। আচ্ছা—আচ্ছা। তোরাব খাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সীতারাম! দুর্বুদ্ধি—দুর্বুদ্ধি ঘটেছে তার। মির্জ্জা মহম্মদ! ফৌজ তৈরী হবার আদেশ দাও—কালই প্রাতে যেতে হবে মহম্মদপুরে বিদ্রোহী সীতারামের বিদ্রোহিতার শিরশ্ছেদ ক'রতে।

[মির্জ্জা মহম্মদসহ প্রস্থান।

দয়ারাম। হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার মহম্মদপুর আমার চাই—আমার চাই! ওকি! কার বিদ্রূপ কটাক্ষ—কার কণ্ঠস্বর—কে-কে? কি বলছো? কি বলছো? বেইমান—বেইমান—দেওয়ান দয়ারাম বেইমান!

[প্রস্থান।

ঐক্যতান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রান্তর—মহম্মদপুর

ধ্বজা হস্তে গাহিতে গাহিতে ভৈরব ও বালকগণের প্রবেশ

গীত

ভৈরব। ছুটে চল্ সব তরুণের দল,
ধরিয়া মত্ত করীর বল,
বল্, আমাদের এই বাংলা মায়ের মুছাবো অশ্রুনীর।

বালকগণ। আমরা মুছাবো অশ্রুনীর।
মায়ের চরণে দানিব অর্ঘ্য,
তাতেই আমরা লভিব স্বর্গ,
তাতেই মোদের মোক্ষ সাধনা,
তাতেই হইবে উচ্চ শির।

ভৈরব। ওই যে বাজিছে বিজয় বাদ্য
ওই যে মায়ের ডাক,
রাখিতে মায়ের জয়ের আসন
অস্ত্র শানায়ে রাখ্,

বালকগণ। ধ'রেছি অস্ত্র রক্ত ছোটাতে,
আজি এ লগ্নে তরুণ প্রভাতে,
রাখিব কীর্ত্তি অটুট জগতে
নির্জ্জীত জাতি বাঙ্গালীর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রমার কক্ষ

মুরলাসহ গঙ্গারামের প্রবেশ

মুরলা। আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি ছোটরাণী মাকে ডেকে দিই।

গঙ্গারাম। আমায় এখানে ডেকে আনবার কারণ কি মুরলা?

মুরলা। তা আমি কি ক'রে জানবো মশাই! বড় ঘরের বড় কথা। তবে আপনার বোধ হয় কপাল ফিরলো। দেখবেন মশাই, আমায় যেন ফাঁকি দেবেন না।

গঙ্গারাম। একি! কি কথা বলছো তুমি?

মুরলা। আপনার কি ভয় ক'রছে?

গঙ্গারাম। তুমি জানোনা দাসী এটা যে রাজঅন্তঃপুর, আমার এখানে আসাই যে অপরাধ, রাজার হুকুম চাই। নিশীথ রাত্রে রাজঅন্তঃপুরে গঙ্গারামকে দেখলে যে অনেকেই সন্দেহ ক'রবে।

মুরলা। কেউ জানতে পারবে না মশাই! জানবে ওই খিড়কীর ভোজপুরী দরোয়ানটা বই তো নয়। ওর জন্যে ভাবনা নেই, ও আমার মুঠোর মধ্যে। আর আমার ভাই ব'লেই তো আপনাকে নিয়ে ওর সামনে দিয়ে চলে এলাম।

গঙ্গারাম। কিন্তু আমার সঙ্গে রাণীর কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

মুরলা। তা আমি কেমন করে জানবো গো! রাণীর মুখে সবই জানতে পারবেন। আপনি দাঁড়ান, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [প্রস্থান।

গঙ্গারাম। সামান্য একটা দাসীর কথা শুনে এরূপভাবে এখানে আসা আমার উচিত হয়নি। আমি শ্রীর ভাই হলেও রাজভৃত্য? প্রভুর শয়ন কক্ষে

প্রবেশ করা আমার উচিত হয়নি। ফিরে যাই কি করে? মুরলার সাহায্য ব্যতীত যাবারও কোন উপায় নেই। বড় সমস্যায় পড়লাম আমি! না না—

মুরলা ও রমার প্রবেশ

মুরলা। ছোটরাণী মা এসেছেন কোতোয়াল মশাই!

[প্রস্থান।

গঙ্গারাম। আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?

রমা। আমার বড় বিপদ তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তার জন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি শ্রীর দাদা, সম্পর্কে আমারও দাদা, সেইজন্য নিশীথ রাত্রে রাজঅন্তঃপুরে আপনাকে ডেকে আনতে সাহসী হ'য়েছি।

গঙ্গারাম। বলুন, আমায় কি করতে হবে?

রমা। শুনছি—তোরাব খাঁ এসেছে আমাদের মহম্মদপুর লুট ক'রতে, আমাদের খুন ক'রে সহর পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। কি হবে আমি যে ভেবে আকুল হচ্ছি।

গঙ্গারাম। বাজে কথা বিশ্বাস ক'রবেন না মহারাণী। আমরা কি এমনি অযোগ্য যে তোরাব খাঁ অতি সহজেই এই দুর্ভেদ্য নগরে প্রবেশ ক'রবে। তাও কি সম্ভব? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রমা। নগর যদি রক্ষা ক'রতে না পারেন?

গঙ্গারাম। আমরা প্রাণ দেবো।

রমা। তার চেয়ে ফৌজদারের সঙ্গে চুপি চুপি দেখা ক'রে বলুন না আমরা তোমাকে কেল্লা ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি আমাদের প্রাণে মেরোনা, তাহ'লে আমরা তো সকলেই বেঁচে যাই।

গঙ্গারাম। (চমকিত হইয়া) মহারাণী! আপনি একি ব'লছেন? আমায় কি পরীক্ষা করছেন? আমার কাছে যা ব'লেছেন ব'লেছেন, যেন অপর কাউকে এ কথা ব'লবেন না। শত্রুর হাতে বেইমানি ক'রে রাজ্য তুলে দেওয়ার চে

মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সে কাজ যদি কেউ করে বা ক'রতে যায়—তাকে আমি নিজের হাতে হত্যা ক'রতেও কুণ্ঠাবোধ করবো না।

রমা। তাহ'লে উপায় কি হবে? আমার পুত্রকে আমি কেমন ক'রে বাঁচাবো? ফৌজদার এসেছে শুনে আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ—দেখছি শুধু দুঃস্বপ্নের করাল ছবি। আমার পুত্রকে কি বাঁচাতে পারবো না? আপনি কি দয়া ক'রবেন না?

গঙ্গারাম। দয়া! না না, ও কথা বলবেন না। আপনার ছেলের জন্যে যদি স্থানান্তরে আপনাদের রেখে আসি, আপনি যেতে রাজি আছেন?

রমা। হ্যাঁ, তবে আমি বাপের বাড়ী যেতে রাজি আছি।

গঙ্গারাম। কিন্তু এ অন্তঃপুর হ'তে লুকিয়ে ছাড়া আপনাদের নিয়ে যেতে পারবো না। আমি কথা দিচ্ছি—যখনই বিপদের সম্ভাবনা দেখবো তখনই আমি নিজে এসে আপনাদের নিয়ে যাবো।

রমা। আমি কি ক'রে জান্তে পারবো?

গঙ্গারাম। আমি মুরলাকে দিয়ে সংবাদ দেবো, তবে সাবধান যেন জানা-জানি না হয়।

রমা। কেউ জানতে পারবে না। এতক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। আপনি আজ আমাকে আশা দিয়ে প্রাণে বাঁচালেন, চিরদিন আমি আপনার দাসী হ'য়ে থাকবো।

গঙ্গারাম। (চমকিত হইয়া) দাসী! (স্বগতঃ) না না, রাজার গৃহিণী—আমার প্রভুপত্নী—

রমা। যা মুরলা! দাদাকে আমার রেখে আয়।

মুরলা। আসুন গো আসুন! (আপন মনে) বরাত ফিরলো।

[গঙ্গারামকে লইয়া মুরলার প্রস্থান।

রমা। জানিনা প্রতিশ্রুতি কি পালন ক'রবে?

দ্রুত প্রদীপ প্রবেশ করিল

প্রদীপ। ছোট মা! ছোট মা! আবার বোধ হয় যুদ্ধ বাধলো। এইবার আমার বাহাদুরীখানা তোমায় দেখাবো। তুমি যুদ্ধের কথায় কেবল ভয় পাও। বড় মা তো ভয় পায় না, আমায় বলে যুদ্ধ শেখো বাবা—যুদ্ধ শেখো।

রমা। সেকি! মা তোমায় বলে?

প্রদীপ। মাও বলে, বাবাও বলে, কেবল তুমিই বলোনা। খোকার জন্য তোমার ভারী ভয়। দাঁড়াও না, বাবা দিল্লী হ'তে এলে তাকে ব'লবো। কেন ছোটমা! যুদ্ধে তোমার এত ভয় কেন? শত্রুরা এসে আমাদের রাজ্য কেড়ে নিতে চাইছে আর আমরা চুপ ক'রে ব'সে তাই দেখবো ছোট মা! না ছোট মা! আমরা তা দেখবো না—পূজা ক'রবো জন্মভূমির।

গীত

গাবো বন্দনা গান বাংলা মায়ের।
বলবো হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
তুমি যে শ্রেষ্ঠ সকল দেশের॥
চন্দ্র সূর্য্য খচিত তোমার সুনীল আকাশখানি,
বড় সুন্দর স্নিগ্ধ মধুর আমার বাংলা রাণী,
তোমার মৃদুল মন্দ বাতাসে
ছড়ায় ফুলের গন্ধ
বেতার বেহাগে ঝঙ্কারি ওঠে
তোমার রাগিনী ছন্দ
তুমি মাটীর স্বর্গ সাধনা তীর্থ তুমি মা জন্মভূমি।
তোমার চরণে করি মা প্রণাম দানিও আশিস তুমি
ওগো আমার বাংলা রাণী॥

[প্রস্থান।

রমা। এরা সবাই পাগল যুদ্ধের নামে। কেন, যুদ্ধ কি এতই ভাল? গঙ্গারামকে আমার অন্তঃপুরে ডেকে এনে আমি কি ভাল কাজ করেছি? তার কাছে সাহায্যের প্রস্তাব কি আমার অন্যায় হয়েছে? না না, ন্যায় অন্যায়ের বিচার পরে—আমি চাই এখন আমার পুত্রটীকে বাঁচাতে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

গীতকণ্ঠে পুরুষ ও নারীর প্রবেশ

গীত

পুরুষ। এইবার প্রাণ রাখা প্রাণ হ'লো ভার।
আমাদের মার্‌তে প্রাণে ওই এসেছে ফৌজদার॥

নারী। তাতে ভয়টা কিসের বল্‌?
বুক ফুলিয়ে বল্‌ না রে প্রাণ
আসুক শত্রুদল,
যুদ্ধ ক'রে মরবো মোরা
তবু ক'রবো না গড় পায়ে তার॥

পুরুষ। আমাদের শক্তি কোথায়,
ম'রে যাই কথায় কথায়,

নারী। এবার বাঁচতে হবে মর্‌তে হবে,
দেশের পূজা করতে হবে,
নইলে যে প্রাণ কেঁদে বৃথাই যাবে জন্মটার॥

[প্রস্থান।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের প্রবেশ

শ্যাম। কামান কামান—গাড়ী গাড়ী কামান—গাড়ী গাড়ী কামান, সামলাও দাদা—সামলাও। দেখছো—দেখছো!

রাম। দেখবো আর কি? তুমিই দেখো শেষ পর্য্যন্ত শ্যাম—বাঁড়ুর্য্যের কথাটা ফললো কিনা? ফৌজদার তো এসে প'ড়লো, এখন?

শ্যাম। পালাও—পালাও!

রাম। পালাতেই তো হবে, নইলে উপায় কি? ভূষণা থেকে এলাম শ্যামপুর—এইবার যেতে হবে যমপুর।

শ্যাম। বাপ্‌রে বাপ্‌রে সৈন্যিতে শহরটা ছেয়ে ফেলেছে দাদা! তুমি কি বেরিয়ে পড়েছ নাকি?

রাম। বেরুবো না? তুমি কি ব'লতে চাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িতে মরতে। তল্পী-তল্পা সব নিয়ে বেরিয়েছি।

শ্যাম। আসল চীজ্‌টী কোথায়?

রাম। তার মানে?

শ্যাম। বৌদিটী কোথায়?

রাম। তাড়াতাড়িতে মাগী দোক্তার কৌটোটা আনতে ভুলে গেছে, তাই আবার আনতে ছুটলো।

শ্যাম। চল চল দাদা—ওই বুঝি সব এসে প'ড়লো।

আন্নাকালীর প্রবেশ

আন্নাকালী। বাবা বাবা! তাড়াতাড়িতে কি সব জিনিষ গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, হ'য়েছে, চল।

রাম। চল চল, ভায়া হে তুমিও তো যাচ্ছো?

শ্যাম। যেতে হবে বই কি।

রাম। তবে আমার পুঁটলীটে তক্ষণ মাথায় ক'রে নিয়ে এস।

শ্যাম। বেশ আর কি! আমার পুঁটলী কে বয় তার ঠিক নেই। প্রাণ যাক আর কি।

আন্নাকালী। ওই যা পান আনতে ভুলে গেছি যে। দোক্তার কোটো নিলাম আর পানের পুঁটলীটা আনলাম না। পোড়া কপাল, এত রাস্তা খাবো কি? দাঁড়াও নিয়ে আসি।

রাম। আর যেতে হবে না গো—আর যেতে হবে না—এখন প্রাণ বাঁচাও—প্রাণ বাঁচাও। (আন্নাকালীর হাত ধরিল)।

আন্নাকালী। আহা-হা-হা! ছাড়ো ছাড়ো—পান না খেলে যে ম'রে যাবো।

রাম। তখন না হয় আমি পান খাওয়াবো, এস এস। ভায়া ধর ধর—তোমার বৌদিকে ধর—

শ্যাম। সেদিনকার মত চ্যাংতোল্লা করতে হবে নাকি?

আন্নাকালী। ওরে বাবারে পায়ে লাগবে রে। চল, আমি যাচ্ছি।

শ্যাম। চল চল দাদা!

মৃন্ময় প্রবেশ করিল

মৃন্ময়। একি? কোথায় যাবে তোমরা? ছিঃ! তোমরা এত ভীরু? ফৌজদার এসেছে তো কি হবে? অম্নি তার ভয়ে ঘর-বাড়ী ফেলে চ'লে যেতে হবে। এতই তোমাদের প্রাণের ভয়?

শ্যাম। আজ্ঞে! আমরা তো পালিয়ে যাইনি। দাদার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি—

রাম। আজ্ঞে, আমার শ্বশুর মশাই কাল মারা গেছেন কিনা—

আন্নাকালী। য়্যাঁ, আমার বাবা মারা গেছে! ওগো কি শোনালে গো—ওগো আমার বাবা গো। (পতন)

রাম। মিছিমিছি বল্‌ছি গিন্নী—মিছিমিছি বলছি।

দ্রুত গোবর্দ্ধন প্রবেশ করিল

গোবর্দ্ধন। ভদ্র মহাশয়গণ! আমাদের সভ্যগণ কি এই স্থানেই উপস্থিত হইবেন? বলুন, আমি চট্ করিয়া তাহাদের ডাকিয়া আনি। আমাদের প্রতিষ্ঠান গৃহ সব সময়ই খোলা থাকে। যাহাতে দেশবাসীদের কোনরূপ অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি আছে। বলুন, ক'জনের আবশ্যক হইবে। মৃতদেহটী পূর্ণ বয়স্ক না অর্দ্ধ বয়স্ক না অপ্রাপ্ত বয়স্ক? তাহ'লে কয়জন বাহকের আবশ্যক হইবে বলিয়া দিতে পারিব।

মৃন্ময়। কে—কে তুই?

গোবর্দ্ধন। ওরে বাপ্ রে! [পলায়ন।

মৃন্ময়। তোমরা বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেও না। ভয় কি, যতক্ষণ বাঙ্গালী সীতারাম থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের গায়ে একটী কাঁটার আঁচড়ও লাগবে না।

রাম ও শ্যাম। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে! [মৃন্ময় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মৃন্ময়। কি ভীরু ওরা—

চন্দ্রচূড়, মেনাহাতী ও গঙ্গারামের প্রবেশ

চন্দ্রচূড়। ওদের ওটা দোষ নয় মৃন্ময়! ওটা হচ্ছে ওদের মজ্জাগত অভ্যাস। ওদের হাড়ে হাড়ে যে ভয়। ভূতের ভয়ে, বেতের ভয়ে, কুসংস্কারে ওরা এমনি অপদার্থ হ'য়েছে যে, মাটীর তলায় ঘর ক'রে দিলেও ওরা নিশ্চিন্ত হবে না। পরাধীনতার তলে তলে এতদিন ধ'রে যে ভয় জমা হ'য়ে উঠেছে, সেই ভয়েই ওদের জীবনও গড়ে উঠেছে, তাই ওরা পালাতে চাইছে।

মৃন্ময়। তোরাব খাঁ সত্যই যদি আমাদের আক্রমণ ক'রতে আসে, তা'হলে তার পূর্ব্বে আমরাই তাকে আক্রমণ করি না কেন?

চন্দ্রচূড়। যুক্তিপূর্ণ কথা, কিন্তু অযথা সৈন্যক্ষয়ের আবশ্যক নেই। নদীর ওপারে কামান সাজিয়ে রাখ। তোরাব খাঁর সাধ্য কি নদী পার হ'য়ে আসে। যদি আসে তাহ'লে তার পরাজয় অনিবার্য্য। তবে আমাদের প্রস্তুত হ'য়ে

থাকতে হবে। আরও মনে রেখো তোমরা—রাজা সীতারাম রায়ের মর্য্যাদা রক্ষার ভার তোমাদেরি উপর।

মেনাহাতী। জীবনের দীপশিখা নিভে যাবার আগে সে মর্য্যাদা আমাদের হ'তে ক্ষুণ্ণ হবে না গুরুদেব!

চন্দ্রচূড়। গঙ্গারাম! নগররক্ষক তুমি, তোমায় আর নূতন ক'বে কিছু বলবার নেই, একটি মুহূর্ত্তের জন্যও অসতর্ক থেকো না।

গঙ্গারাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

চন্দ্রচূড়। আর একটা কথা—আমি তোরাব খাঁর কাছে এক প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছি তাতে সে খুবই সন্তুষ্ট হ'য়েছে।

মৃন্ময়। কি প্রস্তাব গুরুদেব!

চন্দ্রচূড়। ব'লে পাঠিয়েছি আমাদের কেল্লা তাকে বিক্রী ক'রবো—সে কত টাকা দিতে পারে।

গঙ্গারাম, মৃন্ময়, মেনাহাতী। সেকি?

চন্দ্রচূড়। সত্য কথা।

মৃন্ময়। আমরা কি বিশ্বাসঘাতক হবো ব'লছেন?

চন্দ্রচূড়। তা নয়, ভিতরে উদ্দেশ্য আছে মৃন্ময়! দরদস্তুর করতে করতে কিছুদিন কাটিয়ে দিতে হবে, তার মধ্যে মহারাজ সনদ নিয়ে ফিরে আসতে পারে।

গঙ্গারাম। কিন্তু তোরাব খাঁ যদি আমাদের সে উদ্দেশ্য জানতে পারে, তাহ'লে যে—

চন্দ্রচূড়। এ কথা আমরা ছাড়া আর সেই চাঁদশা ফকির সাহেব ছাড়া কেউ জানবে না। এখন এস—সতর্কভাবে তোরাব খাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত হইগে এস। আজ রাজ্যে রাজা নাই, তিনি আমাদের উপর অনন্ত বিশ্বাস দিয়ে দিল্লী গেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে এ রাজ্য শুধু রাজা সীতারামের নয়—এ রাজ্য আমাদেরও।

সকলে। জয় মহারাজ সীতারাম রায়ের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

মুরলার প্রবেশ

মুরলা। ওমা খুঁজে খুঁজে যে হাল্লা হ'য়ে গেলাম। নগরকোটাল মশাই গেলেন কোথায়? ওদিকে ছোটরাণীর যে অসুখ হ'য়েছিল সে তো সেরে গেছে, এদিকে মিন্সে কিন্তু হাম্‌লাচ্ছে। মিন্সের কিন্তু মাথা খারাপ হ'যে গেছে, ছোটরাণীর জন্যে পাগল হ'যে উঠেছে, আমরা কি তা বুঝতে পারি না? যাদু এবার ফাঁদে প'ড়েছেন, ওই যে আসছেন।

গঙ্গারাম প্রবেশ করিল

গঙ্গারাম। কই, ছোটরাণী তো এখনো কোন সংবাদ পাঠালে না? এদিকে ফৌজদার তো এসে প'ড়েছে। সেদিন যে রকম ব্যাকুল হ'য়ে প'ড়েছিল, কই আর তো তার কোন চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্ছিনে? এই যে মুরলা! কি সংবাদ?

মুরলা। আর সংবাদ! আপনার ভাগ্যে এখন এইটী! (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন)

গঙ্গারাম। মুরলা!

মুরলা। ওগো আমি সব বুঝি গো—সব বুঝি। কিন্তু সেটী আর হ'চ্ছে না। পাঁড়েজির সন্দেহ হ'যেছে, আপনাকে আর ঢুকতে দেবে না।

গঙ্গারাম। ছোটরাণীর সঙ্গে যে একবার আমার দেখা করা আবশ্যক।

মুরলা। আপনি কি তা'র সঙ্গে দেখা করার যুগ্যি?

গঙ্গারাম। কেন?

মুরলা। আপনার ভাগ্যি। [প্রস্থান।

গঙ্গারাম। য়্যাঁ, একি অপমান! আমায় আশা দিয়ে একি ছলনা? "আপনার দাসী হ'য়ে থাক্‌বো" সেদিনের কথাতো এখনো ভুলিনি। রমা! রমা! আমার অন্তরে যে তার সেই মোলায়েম-মূর্ত্তিখানি আঁকা রয়েছে। আমি যে তাকে ভুলতে পারছিনে! কিন্তু—আজ আমি কি ক'রতে চাইছি? প্রাণদাতা সীতারাম রায়ের গলা কাটতে যাচ্ছি! না, এ আমার অপমান—দাসীকে

দিয়ে আমার অপমান! কিন্তু জানো না নারী, তুমি নিজের হাতে আমার অন্তরে যে আগুন জ্বেলে দিয়েছ সে আগুনে একদিন তোমাকেও পুড়তে হ'বে।

বন্দেআলির প্রবেশ

বন্দেআলি। সেলাম হুজুর!

গঙ্গারাম। কি সংবাদ বন্দেআলি?

বন্দেআলি। হুজুর! আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিন-রাত পাহারা দিচ্ছেন, একটু বিশ্রাম করুন গে।

গঙ্গারাম। বিশ্রাম বোধ হয় আর জীবনে ক'রতে পারবো না বন্দেআলি, আমি যে আজ—

বন্দেআলি। আজ আপনাকে এ রকম দেখছি কেন হুজুর?

গঙ্গারাম। এরপর আরও অন্য রকম দেখ্‌বে।

বন্দেআলি। কি হয়েছে হুজুব?

গঙ্গারাম। শুনবে? না শুনে কাজ নেই। না, শোন—আমি এক নারী কর্ত্তৃক প্রতারিত হ'যেছি, কিন্তু সেই-ই আমায মজিযেছে। আমার বিবেক, ধর্ম্ম, পুণ্য, সে সবই কেড়ে নিযেছে। আমার চিত্ত-কাননে তার রূপের আগুন ধ'রিযে দূরে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। উঃ! এখন তার ব্যঙ্গের হাসি নির্ম্মম, বিদ্রূপ, রূপের গর্ব্ব। ওঃ! বন্দেআলি আমি তার ক্ষমতার আস্ফালন চূর্ণ করতে চাই—ধূলোয় মিশিয়ে দিতে চাই।

বন্দেআলি। বলেন কি হুজুর! কে সে রমণী? আপনার মত রূপবান শক্তিমান পুরুষকে প্রতারণা করে?

গঙ্গারাম। প্রতারণা—প্রতারণা—সত্যই প্রতারণা। সে নারী কে জানো? যাকে একবার দেখলে পাযে লুটিয়ে প'ড়তে ইচ্ছা হয়—ধর্ম্ম-অধর্ম্মের, পাপ-পুণ্যের বিচার ভুলে গিয়ে তাকে আপনার ক'রে নেবার জন্যে চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বন্দেআলি। তাহ'লে সে নারী আসমানের ফুল।

গঙ্গারাম। সত্যই তাই। শোন বন্দেআলি, একদিন আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছিলাম সে কথা তোমার স্মরণ আছে?

বন্দেআলি। আছে।

গঙ্গারাম। আজ তার বিনিময় দিতে পারবে?

বন্দেআলি। কি বলছেন হুজুর—গোলামকে বলুন।

গঙ্গারাম। সে বড় ভীষণ কথা, শুনলে দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে যাবে; হয়তো আমায় তুমি সম্মানের আসন থেকে নামিয়ে দেবে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। তোমায় এক কাজ ক'রতে হবে, কিন্তু সে কাজ মানুষের নয়—সে কাজ শয়তানের—বেইমানের। হাঃ হাঃ হাঃ! তবু আমি সেই কাজ করতে চাই দোস্ত—ছলনা, প্রতারণা! শপথ কর বন্দেআলি আমি যা বলবো তাই তোমায় গোপনে সম্পন্ন ক'রতে হবে।

বন্দেআলি। খোদার নাম নিয়ে বলছি আপনার জন্য আমি জান দেবো।

গঙ্গারাম। পারবে—পারবে বন্দেআলি!

বন্দেআলি। নিশ্চয় পারবো।

গঙ্গারাম। তোমায় একবার তোরাব খাঁর শিবিরে যেতে হবে।

বন্দেআলি। তোরাব খাঁর শিবিরে?

গঙ্গারাম। আশ্চর্য্য হয়ো না বন্দেআলি! আমি সেই গঙ্গারাম—কিন্তু আজ কি হচ্ছি জানো—বেইমান, শঠ, প্রবঞ্চক! একটা গোপন সংবাদ নিয়ে সেখানে তোমায় যেতে হবে, তারপর আমিও সেখানে যাবো। বিস্মিত হয়ো না—প্রতারণার প্রতিশোধ।

বন্দেআলি। চলুন, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন আমি কি তা ভুলি? চলুন, পত্র লিখে দিবেন—

গঙ্গারাম। চলো। য়্যাঁ, একি! একি! গঙ্গারামের অন্তরে আবার একি শিহরণ জেগে উঠলো! প্রকৃতির বুক জুড়ে যেন একটা হাহাকার জেগে উঠলো! ওই যে কোন্ অশরীরীর অগ্নি বৃষ্টি—ক্ষুব্ধ অভিশাপ! গেল—গেল—

গঙ্গারাম গেল। না, বন্দেআলি আব কাজ নেই। আমি মানুষ—আমি মানুষ।

বন্দেআলি। মানুষেই তো মানুষকে শয়তান সাজায় হুজুব।

গঙ্গাবাম। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ বন্দেআলি! মানুষই মানুষকে শয়তান সাজায়। আমিও আজ মানুষেব ব্যবহাবে শয়তান সেজেছি। চল চল—

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ

গীত

ও ভাই! যাচ্ছো কোথা দাঁড়াও দাঁড়াও
ও তো নয়কো আলোক, মরীচিকা।
আশা তৃষা মিট্‌বে নাকো
হয় যে তাহা অনল শিখা॥
জ্ঞানহারা আজ হয়ো নাকো,
আপন মায়ে ভুলো নাকো
কাঁদতে হবে অনুতাপে
কোথায় পাবে জয়ের টীকা॥

[প্রস্থান।

গঙ্গারাম। দূর হও—দূব হও! গঙ্গাবাম আর ফিববে না ভৈবব—সে আর ফিরবে না। আলোকে-অন্ধকাবে—স্বর্গে-নবকে—যেখানেই হোক্ সে যাবে। তার অন্তরে যে আগুন জ্বলেছে, সে আজ পিশাচ—দানব—বেইমান। হাঃ হাঃ হাঃ!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

তোরাব খাঁর শিবির

তোরাব খাঁ ও মির্জ্জা মহম্মদ

নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল

গীত

আমরা সব আসমানেরই ফুল।
রূপের ঝরণা ঝরাই মোরা
আঁখির ঠারে করি আকুল ॥
বাঁধা এ কবরী এলাবে পড়িবে শিহরী
প্রেমেরই গজল গাহে যে পাপিয়া,
হিয়ারি মধুবন ওঠে যে রাঙিযা,
ফাগুন বাতাসে মোরা নাচি দুল দুল দুল ॥

[প্রস্থান।

তোরাব খাঁ। চমৎকার! চমৎকার! হাঃ হাঃ হাঃ! ক্যায়াবাৎ! ক্যাযাবাৎ! হরদম স্ফুর্ত্তি চালাও—হরদম স্ফুর্ত্তি চালাও। মির্জ্জা মহম্মদ! মির্জ্জা মহম্মদ!

মির্জ্জা মহম্মদ। জনাব!

তোরাব খাঁ। জয় আমাদের অনিবার্য্য! খোদা আমার মুখপানে চেয়েছেন, আর কোন চিন্তা নেই, আমরা অতি সহজেই সীতারামের মহম্মদপুর জয় করতে পারবো। সীতারাম, তুমি ভেবেছ ফৌজদারকে এম্নিভাবে অপমান করে দিল্লী হ'তে সনদ নিযে ফিরে আসবে, কিন্তু যখন ফিরে আসবে, তখন এসে দেখবে তোমার মহম্মদপুরের চিহ্ন নাই। দেখবে সেখানে তোরাব খাঁর বিলাসকুঞ্জ—মুসলমানের জয় পতাকা।

মির্জ্জা মহম্মদ। এত সহজেই আপনি সীতারাম রায়ের মহম্মদপুর জয় ক'রতে পারবেন? নদীপারে হাজার হাজার কামান সাজানো—নগর প্রবেশের পথ সুরক্ষিত। আপনি বলছেন কি হুজুর?

তোরাব খাঁ। সত্য কথাই বলছি মির্জ্জা মহম্মদ—সত্য কথাই বলছি, এখুনি তার প্রমাণ পাবে। হিন্দুর শত্রু হিন্দু—তাদের সাহায্যে তাদেরি জয় করতে হবে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। আছে সেই হিন্দুর শত্রু হিন্দু দেওয়ান দয়ারাম—আরও আছে। এখনি তার প্রমাণ দেখতে পাবে মির্জ্জা মহম্মদ। বেইমান চাই বেইমান চাই—আজ এক সেরা বেইমানকে পেয়েছি।

মির্জ্জা মহম্মদ। সে কি জনাব?

তোরাব খাঁ। এখনি আসবে সেই বেইমান পুরস্কারের লোভে তার স্বদেশ, স্বজাতিকে ধ্বংস করতে। একটু অপেক্ষা কর মির্জ্জা মহম্মদ, দেখতে পাবে আমাদের জয়যাত্রার পথের সহায় হবে হিন্দুর শত্রু হিন্দু।

মির্জ্জা মহম্মদ। জনাব। হিন্দুর শত্রু হিন্দু? কে সে?

তোরাব খাঁ। গঙ্গারাম!

মির্জ্জা মহম্মদ। গঙ্গারাম?

তোরাব খাঁ। গঙ্গারাম! হাঃ হাঃ হাঃ! বেইমানেরা দেশকে ভালবাসে না মির্জ্জা মহম্মদ, তারা ভালবাসে নিজেকে। দেশ থাকুক বা না থাকুক তাতে তাদের যায় আসে না—তারা চায় শুধু স্বার্থসিদ্ধি আজ দেখছো গঙ্গারামকে—কাল দেখ্‌বে চন্দ্রচূড়কে—পরশু দেখবে আরও কতজনকে। এ দুনিয়া শুধু চায় স্বার্থ—সেখানে জাতী বিচার নেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নেই, পাপ-পুণ্য নেই, আছে শুধু স্বার্থ।

গঙ্গারামের প্রবেশ

গঙ্গারাম। সেলাম ফৌজদার সাহেব! (কুর্নিশ করিল)

তোরাব খাঁ। এস—এস গঙ্গারাম! তোমার পত্র পেয়ে আমি খুবই খুসী হ'য়েছি। মির্জ্জা মহম্মদ! তুমি এখন যাও।

মির্জ্জা মহম্মদ। (স্বগতঃ) অদ্ভুত এই দুনিয়া। [প্রস্থান।

তোরাব খাঁ। গঙ্গারাম! আমি তোমার সমস্ত কসুর মাফ্ ক'রেছি।

গঙ্গারাম। বন্দেআলির মুখে সেই কথা শুনেই তো আপনার কাছে আসতে সাহসী হয়েছি জনাব!

তোরাব খাঁ। আমায চন্দ্রচূড় ঠাকুব দুর্গ বিক্রয করবে বলে সংবাদ দিয়েছে, আমি তাতে রাজি। কতদূর কি হ'লো?

গঙ্গারাম। আপনি প্রতারিত হয়েছেন জনাব। আপনাকে দুর্গ বিক্রয় করা নয়, সে হচ্ছে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের একটা ছলনা মাত্র। আপনাকে প্রলোভন দেখিযে যুদ্ধ কিছুদিন স্থগিত রাখাই তার উদ্দেশ্য। চন্দ্রচূড় কুটীল-কৌশলী—বিচক্ষণ—রাজনীতিজ্ঞ। এইভাবে কিছুদিন কাটিযে দিতে পারলে মহারাজও এসে প'ড়বেন, আপনার সব সঙ্কল্প ব্যর্থ হবে।

তোরাব খাঁ। কি—এত বড় শযতান সেই চন্দ্রচূড়? ধাপ্পাবাজি আমার সঙ্গে? গঙ্গারাম, আমি তোমাদের কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিনে, তোমরা এক একজন সাপের চেযেও খল, শযতানের চেযেও ভীষণ।

গঙ্গারাম। আমায় বিশ্বাস করুন।

তোরাব খাঁ। প্রমাণ কি তার? খোদা জানেন--তোমার অন্তরে কোন কূট অভিসন্ধি আছে কি না?

গঙ্গারাম। আমি একাকী অসহায অবস্থায আপনার সাহায্যের জন্ম আপনার শিবিরে এসেছি।

তোরাব খাঁ। হুঁ! তুমি আমাদের কি সাহায্য ক'রতে পার গঙ্গারাম?

গঙ্গারাম। দুর্গের চাবি আমার হাতে, আমি আপনাদের দুর্গ দ্বার খুলে দেবো।

তোরাব খাঁ। কিন্তু দুর্গ দ্বার খুলে দিলে তো আমরা দুর্গে প্রবেশ ক'রতে পারবো না, সেনাপতি মৃন্ময় আমাদের যথেষ্ট বাধা দেবে।

গঙ্গারাম। তার জন্ম চিন্তিত হবেন না। আমার পরামর্শ অনুযাযী কাজ ক'রলে আপনার জয় অনিবার্য্য। দেখুন মহম্মদপুর প্রবেশের দুটো পথ আছে—

উত্তর পথ আর দক্ষিণ পথ। তবে দক্ষিণ পথে প্রবেশ করাই সব চেয়ে উত্তম, কারণ উত্তর পথে কেল্লার সামনে নদী পার হওয়া অসম্ভব।

তোরাব খাঁ। উত্তম, তাই হবে গঙ্গারাম! আমরা দক্ষিণ পথ দিয়েই মহম্মদপুর প্রবেশ ক'রবো। হ্যাঁ, তুমি যে আমার এই অযাচিত উপকার করছো, যুদ্ধ জয়ের পর তুমি আমার কাছ হ'তে কি পুরস্কার চাও গঙ্গারাম? এর বিনিময়ে আমি তোমায় আশাতীত পুরস্কারে পুরস্কৃত ক'রবো।

গঙ্গারাম। বর্ত্তমানে সীতারামের—একি! প্রাণটা কেঁপে উঠ্‌ছে কেন? জিহ্বার জড়তা আসছে কেন? হ্যাঁ, সীতারামের দুই রাণী আছে।

তোরাব খাঁ। তা জানি।

গঙ্গারাম। আমি সেই রূপসী ছোটরাণীকে লাভ করতে চাই।

তোরাব খাঁ। গঙ্গারাম!

গঙ্গারাম। ফৌজদার সাহেব! আমি শুধু তারি জন্য নিজের দেশ, ধর্ম্ম, জাতি, সব কিছু আপনার কাছে বিকিয়ে দিতে এসেছি। আমি তাকে চাই—তার রূপের গর্ব্ব আমি চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চাই। তারি জন্য আজ আমি জাতিদ্রোহী, দেশদ্রোহী, প্রভুদ্রোহী হ'য়েছি। তাকে না পেলে আমার বেঁচে থাকার কোন মূল্য নেই।

তোরাব খাঁ। তা বটে—

গঙ্গারাম। আপনি আমায় প্রতিশ্রুতি দিন ফৌজদার সাহেব! আমি তাকে ভুলতে পারছিনে, সে যে আমার কাছে কী তাও ভাষায় ব্যক্ত ক'রতে পারছিনে। তাকে না পেলে আপনাকে এখান হতে ফিরে যেতে হবে পরাজয়ের সহস্র গ্লানি মাথায় নিয়ে।

তোরাব খাঁ। আমি যে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি গঙ্গারাম! একদিন কাজীর বিচারে তুমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলে, কিন্তু সেই সীতারাম রায় তোমার স্বজাতি, বান্ধব, আসন্ন বিপদকে মাথায় নিয়ে তোমায় উদ্ধার করেছিল। আজও সেই বিপদের বিষক্রিয়ার শেষ হয়নি। তুমি আজ সেই সীতারাম রায়ের

সহধর্ম্মিণীকে—তোমার জীবনরক্ষক অন্নদাতার ধর্ম্মপত্নীকে—অবৈধভাবে পাবার জন্য উন্মাদ—জ্ঞানহারা। এসেছ আমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা সীতারাম রায়কে সর্ব্বহারা করে দিতে।

গঙ্গারাম। আমি উপদেশ শুনতে চাইনা ফৌজদার সাহেব, আমি উপদেশ শুনতে আপনার কাছে আসিনি।

তোরাব খাঁ। উপদেশ নয় গঙ্গারাম! তোমার প্রস্তাব আমার মনে যে ঘৃণার সঞ্চার ক'রেছে তাই ভাষা দিয়ে প্রকাশ ক'রলাম, অন্য কিছু নয়।

গঙ্গারাম। তা'হ'লে আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত নন ফৌজদার সাহেব?

তোরাব খাঁ। না না গঙ্গারাম, আমি তোমার প্রস্তাব মত কাজ ক'রবার জন্য নিজেকে সংযত করে নিলুম। তোমার মত বন্ধুর সাহায্য না পেলে মহম্মদপুর আমি জয় ক'রতে পারবো না। যুদ্ধ জয়ের পর তোমাকে আলিঙ্গন দিয়ে বলবো —তোমারি বেইমানি আমাকে বিজয়ী মান দান ক'রেছে।

গঙ্গারাম। রমার কথা কি তখন আপনার স্মরণ থাকবে ফৌজদার সাহেব?

তোরাব খাঁ। তুমিই স্মরণ রাখবে গঙ্গারাম, স্মরণ রাখবার কথা আমার নয়।

গঙ্গারাম। হুজুরের মেহেরবাণি! আপনারা আক্রমণ করলেই আমি সেই রূপসীকে নিয়ে মহম্মদপুর ছেড়ে চলে যাবো।

তোরাব খাঁ। কোথায় যাবে গঙ্গারাম?

গঙ্গারাম। যেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আমার কাছ হ'তে তাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য হাত বাড়াবে না। যেখানে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের কথা শুনিয়ে আমার বিবেককে কশাঘাত ক'রবে না। যেখানে অবাধে সেই রূপসীর রূপ তরঙ্গে নিমজ্জিত থেকে আমার সন্তপ্ত অভিশপ্ত জীবনকে সার্থকময় ক'রে তুলতে পারবো।

তোরাব খাঁ। তুমি নিশ্চিন্ত থাক গঙ্গারাম! রূপসীকে তুমি পাবে।

গঙ্গারাম। সত্য?

তোরাব খাঁ। সত্য– প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

গঙ্গারাম। সেলাম জনাব! [প্রস্থান।

তোরাব খাঁ। যাও গঙ্গারাম। কিন্তু খোদাতালার রাজত্বে সে দেশ পাবে না—যেখানে তুমি একজনের ধর্ম্মপত্নীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তোমার জীবনকে সার্থক ক'রে তুলবে। মূর্খ তুমি গঙ্গারাম। রাজা সীতারাম রায় আজ তুমি কোথায়? দেখো এসে তোমারি ঘরে কি বিষধর সর্পকে পুষে রেখেছ, সে আজ সুযোগ পেয়ে তোমায় দংশন ক'রতে ফণা উত্তোলন করেছে। মির্জ্জা মহম্মদ!

মির্জ্জা মহম্মদের প্রবেশ

মির্জ্জা মহম্মদ। জনাব।

তোরাব খাঁ। দেখলে সেই বেইমানকে?

মির্জ্জা মহম্মদ। দেখলাম।

তোরাব খাঁ। আমাদের জয় অনিবার্য্য। আমরা দক্ষিণ পথ দিয়ে নদী পার হ'য়ে মহম্মদপুর প্রবেশ ক'রবো। দুর্গ দ্বার খুলে দেবে সেই বেইমান গঙ্গারাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

দুর্গ চত্বর

চন্দ্রচূড়, মেনাহাতী ও গবর প্রবেশ করিল

চন্দ্রচূড়। যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ অনিবার্য্য! ভাই সব! তোরাব খাঁ হয়তো আজই রাত্রে দুর্গ আক্রমণ ক'রতে পারে। কারণ, আমার সঙ্গে দুর্গ বিক্রয় সম্বন্ধে যে সব কথাবার্ত্তা চলছিল হঠাৎ তা' থেমে গেল কেন? আর কোন সংবাদ নেই। তা' ছাড়া গুপ্তচরের মুখে শুনলাম গোপনে দক্ষিণ পথে তার সেনাপতি পীরবক্স বহু সৈন্য নিয়ে নদী পার হবার চেষ্টা ক'রছে।

মেনাহাতী। তার জন্য চিন্তা কি, আমরা এখনি গিয়ে তাদের নদীর জলে সমাধি দিই গে।

গবর। আমায হুকুম কর ঠাকুর! আমি একাই গিয়ে তোরাব খাঁকে বগলে পুরে এখানে নিযে আসি। তা' যদি না পারবো ত'বে এতদিন ডাকাতি ক'রলাম কি ক'রে।

চন্দ্রচূড়। অধৈর্য্য হ'লে চ'লবে না ভাই সব! ধীরে ধীরে জয়যাত্রার পথে আমাদের অগ্রসব হ'তে হবে। কেবল আমাদের সতর্ক হ'যে থাকতে হ'বে। আমি মৃন্ময়কে সমস্ত সৈন্য দিয়ে বাধা দিতে পাঠিযেছি। আজ রাত্রি বড় ভীষণ রাত্রি! আমাব মনে হচ্ছে, না না, অমঙ্গলের চিন্তা কেন? তোমরাও যাও মৃন্ময়ের সাহায্য ক'বতে।

মেনাহাতী। উত্তম। এস গবর!

গবর। জ'াক জমকেই তো কেটে যাচ্ছে, লড়াইটা হ'চ্ছে কই। আমার লাঠীগাছটা যে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠ্ছে। তাইতো লাঠীগাছটায় কি শেষকালে ঘুণ ধ'রবে।

মেনাহাতী। ঘুণ ধ'রবে কেন বন্ধু—লাঠি চালাবে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

চন্দ্রচূড। যুদ্ধ অনিবার্য্য! রাজ্যে রাজা নাই—অথচ রাজ্য তাঁর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত। আজ যদি আমাদের কর্ম্ম শৈথিল্যে, আমাদের আলস্যে বা হটকারিতায় এ রাজ্য শত্রুর করগত হয়, তাহ'লে আমরা সীতারাম রায়ের কাছে কি কৈফিযৎ দেবো? মা! মা! জন্মভূমি মা! আমাদের তুই শক্তি-হারা করিস্নে—শক্তিহারা করিস্নে।

চাঁদশার প্রবেশ

চাঁদশা। মা তোমাদের শক্তিহারা না ক'রলেও শক্তিহারা ক'রবে তা'র ছেলে। ঠাকুর! গঙ্গারাম যে প্রহরীদের সব বিশ্রামের আদেশ দিলে।

চন্দ্রচূড়। সেকি ফকির সাহেব?

চাঁদশা। পরে বুঝবেন।

[প্রস্থান।

চন্দ্রচূড়। শত্রু দ্বারে এসে হুঙ্কার ছাড়ছে আর প্রহরীদের বিশ্রাম করবার আদেশ দিলে গঙ্গারাম ?

গঙ্গারাম প্রবেশ করিল

গঙ্গারাম। হ্যাঁ, আমি আদেশ দিয়েছি। এখন বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

চন্দ্রচূড়। তুমি কি ব'লছো গঙ্গারাম ? তোরাব খাঁ আজ আমাদের আক্রমণ ক'রতে পারে। ওই নদীপথে যদি তা'র মুষ্টিমেয় সৈন্য বিনা বাধায় পার হ'যে আসে, তা'হলে যে সর্ব্বনাশ হ'বে। তা'ও কি একবার ভেবেছ গঙ্গারাম ?

গঙ্গারাম। তোরাব খাঁ অত নির্ব্বোধ নয ঠাকুর ! দুর্গের সামনে নদী পার হ'তে যাওযার কতখানি বিপদ তা' সে নিশ্চয়ই জানে।

চন্দ্রচূড়। তবু আমাদের নিশ্চিন্ত থাকলে চ'লবে না গঙ্গারাম ? এ সময় চতুর্দ্দিকে সতর্ক পাহারা রাখতে হ'বে। জানিনা কোন্ দিক হ'তে বিপদ আত্মপ্রকাশ ক'রবে।

গঙ্গারাম। তা'হলে আমি কি জন্য আছি ?

চন্দ্রচূড়। তুমি একা কি ক'রতে পার ? না গঙ্গারাম, এতে তোমার কর্ত্তব্যে শৈথিল্য ঘট্‌ছে। জানো আজ আমাদের ঘাড়ে কতখানি কর্ত্তব্যের বোঝা নামিয়ে দিয়ে সীতারাম রায় চ'লে গেছে, কিন্তু তুমি বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারছো না।

গঙ্গারাম। দেখুন নগর রক্ষার ভার আপনার চেয়ে আমারও কম নয়। এতে আমারও দায়িত্ব খুব। আমার কর্ত্তব্য কি তা' আমি ভালই জানি। আপনি সে জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না।

চন্দ্রচূড়। গঙ্গারাম, তুমি ব'লছো কি ?

গঙ্গারাম। আমি ঠিক কথাই ব'লছি ঠাকুর! আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অপরের উপদেশ নিযে কাজ ক'রতে আমি ইচ্ছুক নই। আপনার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমারও উপদেশ দেওযা উচিত নয—আর আমারও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনারও উপদেশ দেওযা অশোভন। আপনি মন্ত্রী আপনার কর্ত্তব্য আপনি করুন—আমি নগর রক্ষক আমার কর্ত্তব্য আমি করি।

চন্দ্রচূড়। আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের জন্য তোমায এ কথা ব'লছি না গঙ্গারাম! রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই আমি এত কথা তোমায় বলছি।

গঙ্গারাম। রাজ্যের মঙ্গল কামনা করা শুধু আপনার নয় ঠাকুর! আমারও যে কামনা আছে।

ভৈরব গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিল

গীত

ও ভাই ছাই চাপা কি থাকে আগুন
হাওয়া পেলে উঠবে জ্বলে।
ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো তুমি
শিবের বাবা জানতে পারবে বলে॥

চন্দ্রচূড়। ভৈরব! তুমি কি ব'লছো ভাই?

পূর্ব্ব গীতাংশ

ভৈরব। বলবো কি কথা, ওই জানেন বিধাতা,
তার কাছে তো গোপন করা
নয়কো সহজ কোন কালে॥

গঙ্গারাম। কার্য্যের সময তুমি আমাদের অন্যমনস্ক ক'রে দিতে এস না পাগল!

পূর্ব্ব গীতাংশ

ভৈরব। পাগল আমি মায়ের তরে,
তুমি পাগল নেশার ঘোরে,
এ দুনিয়ায় সবাই পাগল
আমার পাগলী মায়ের ছেলে॥

[প্রস্থান।

গঙ্গারাম। আঃ! হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ঠাকুর! রাজ্যের মঙ্গলের জন্য গঙ্গারাম জীবন দিতেও প্রস্তুত।

চন্দ্রচূড়। হ্যাঁ, আমারি ভুল হ'য়েছে গঙ্গারাম—বেশ তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর, তবে আমার অনুরোধ—এ দেশ সীতারাম রায়ের নয়—এ দেশ আমাদের মায়ের দেশ। যেন একটা সন্দেহের ছায়া—না না। [প্রস্থান।

গঙ্গারাম। তুমি আমায় কর্ত্তব্য শেখাবে চন্দ্রচূড়? আমার কর্ত্তব্য আমি অনেক দিন বেছে নিয়েছি। আমি আজ তোমাদের কেউ নই—দেশের কেউ নই—আমি শুধু একজনের। যার জন্য আজ আমি শয়তান সেজেছি—অকৃতজ্ঞ হ'য়েছি—সৃষ্টির অভিশাপ মাথায় তুলে নিয়েছি—আমার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েছি—সেকি আমার হবে—আমায় কি ধরা দেবে? [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজপথ

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ

গীত

ভাই এই আমাদের মায়ের দেশ
আমরা মায়ের পূজারী।
আজ এসেছে শত্রু হেথায়
কর্‌তে মোদের ভিখারী॥
ওই যে বাজে রণভেরী,
মায়ের পূজার নাইকো দেরী,
করবো মোদের জীবন দান,
রাখবো মায়ের গর্ব্ব মান,
মায়ের পায়ে ঢালবো শোণিত
বক্ষ মোদের বিদারি॥

[প্রস্থান।

সন্ন্যাসিনীবেশে শ্রীর প্রবেশ

শ্রী। এই আমার মায়ের দেশ! এ দেশ বড় সুন্দর দেশ! অনেক দেশ ঘুরে এলাম কিন্তু এমন দেশ কোথাও দেখতে পেলাম না! কিন্তু যাকে দেখবো ব'লে ছুটে এলাম সে কোথায়? দিল্লী গেছে? দূর থেকে শুধু তাকে দেখবো—তার উদ্দেশে প্রণাম ক'রবো—আর তার মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তাকে শক্তিমান ক'রে গ'ড়ে তুলবো। তবে তাকে স্পর্শ ক'রতে পাবো না—কাছেও থাকতে পাবো না, কি অভিশপ্ত জীবন আমার—কি কঠোর কোষ্ঠীর ফল!

জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। শ্রী!

শ্রী। কেন মা?

জয়ন্তী। তুমি কাঁদছো?

শ্রী। না।

জয়ন্তী। যদি কেঁদে থাকো আর কেঁদো না, অশ্রু মুছে ফেলে মহাশক্তির পুরশ্চরণ কর। আজ তোমার স্বামীর দেশ—মায়ের দেশ—শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত; স্বামী অনুপস্থিত, তাঁর রাজ্যকে রক্ষা ক'রতে হবে, ভূষণার ঘরে ঘরে ছুটে গিয়ে চীৎকার ক'রে ব'লতে হ'বে—ওরে ভূষণার সন্তানগণ! তোরা জাগ্—তোরা জাগ্—তোদের দেশকে তোরা রক্ষা কর।

শ্রী। তোমারি আদেশমত আমি তো চ'লছি মা! দেশের কল্যাণের জন্য আজ আমি ব্রতচারিণীর ধর্ম্ম নিয়েছি। কিন্তু মা! সেই মুরলার মুখে যা শুনলাম তা'তে ঘৃণায় লজ্জায়, আর এ নগরে একমুহূর্ত্ত থাকতে ইচ্ছা করছে না, আর মানুষের কাছে থাকতে ইচ্ছা ক'রে না।

জয়ন্তী। কি শুন্‌লে?

শ্রী। যা' শুনলাম তা' শুনে আত্মহত্যা ক'রতে ইচ্ছা করে। মহারাজের ছোটরাণীকে আমার দাদা পেতে চায়। উঃ কি সর্ব্বনেশে কথা! যা'র প্রাণ-রক্ষার জন্য আজ আমার স্বামীর রাজ্য শত্রু কর্ত্তৃক বিপন্ন। এখনো কেন

আমার দাদার মাথায় বজ্রাঘাত হ'লো না ? বসুমতী ! এও সহ্য ক'রছে—ধন্য মা তোর সহ্য শক্তি—সেই জন্যই বুঝি তোর নাম সর্ব্বংসহা।

জয়ন্তী। সেই জন্যই গঙ্গারাম শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রছে, এখন বেশ বুঝতে পারছি ; কিন্তু আমি এ পাপ তাকে ক'রতে দেবো না।

শ্রী। তুমি ?

জয়ন্তী। হ্যাঁ আমি। আমিও যে এই বাংলার বধূ—বাংলার মেয়ে—আমার দেশকে ভালবাসতে আমার কি অধিকার নেই ? এস, গুপ্ত পরামর্শ আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

গঙ্গারাম প্রবেশ করিল

গঙ্গারাম। দু'জন সন্ন্যাসিনী কেন এত রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ? ওদের উদ্দেশ্য কি ? ওদের ধ'রবো ব'লে ছুটে গেলাম কিন্তু ধ'রতে পারলাম না। অন্ধকারে কোথায় মিশে গেল। আমার ওপর চন্দ্রচূড়ের সন্দেহ হ'য়েছে। তা' হোক্—গঙ্গারাম তা'র অধীন নয়। কে ?

মুরলার প্রবেশ

মুরলা। এই যে বক্সী মশাই আপনি এখানে ?

গঙ্গারাম। কি চাও ?

মুরলা। ও বাবা ! আপনার এখনো রাগ যায়নি দেখছি। তা' আমার ওপর রাগ ক'রতে পারেন কিন্তু তা'র ওপর রাগ কেন গো ? একটা জরুরী কথা আছে গো।

গঙ্গারাম। না না, আমি রাগ করিনি মুরলা ! বল বল—কি কথা বল।

মুরলা। আপনি যে দেখছি ছোটরাণীর কথা শোনবার জন্য আনন্দে উথলে উঠ্‌লেন। আমার কথা শুনতে মোটেই ভাল লাগেনা। তা লাগবে কেন ? আমি কি আর ছোটরাণীর মত দেখতে।

গঙ্গারাম। না না, তোমাকেও আমি ভালবাসি।

মুরলা। (গঙ্গারামের চিবুক ধরিয়া) বলো কি নাগর? ওরে আমার নাগর, ওরে আমার রসের সাগর।

গঙ্গারাম। (হাসিয়া) ছোটরাণী কি বল্লে বল?

মুরলা। ছোটরাণী বল্লে তাঁকে এই আপনাকে গো ব'লে আসতে ফৌজদার সহরে ঢুকলে যেন তাদের অন্তঃপুর হ'তে নিয়ে আসা হয়।

গঙ্গারাম। সে সময়ে আর অবসর পাওয়া যাবে না, তুমি এখুনি আমায় সেখানে নিয়ে চল।

মুরলা। বেশ, তা হ'লে তুমি এইখানেই এসো, আমি ছোটরাণীকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি।

গঙ্গারাম। আচ্ছা যা!

[প্রস্থান।

মুরলা। মিন্সে ম'লো গা ম'লো! এদিকে ওর জন্যে আমিও মলাম। ওমা— সেই ডাকিনি মাগি দু'টো আবার এই দিকে আস্‌ছে না? সেদিন ওদের হাত থেকে খুব বেঁচে এসেছি। আবার ধ'রবে না তো? (ভয়ে ক্রন্দন করিয়া উঠিল) ওগো মাগো কি হবে গো। (ভীত হইয়া পতন)

দ্রুত গোবর্দ্ধন প্রবেশ করিল

গোবর্দ্ধন। দেখুন জননী! আপনার বাড়ীতে কেহ কি গঙ্গালাভ করিয়াছেন? আর কাঁদিয়া কি করিবেন। এখন যাহাতে মৃত দেহটীর শীঘ্র শীঘ্র সৎকার হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। আমরা বিপন্ন দেশবাসীর উপকারার্থে কতিপয় ভদ্রসন্তান মিলিত হইয়া একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান উদ্ঘাটন করিয়াছি। আপনাদের মৃতদেহ লইয়া কষ্টভোগ করিতে হইবে না। বলুন কয়জনের আবশ্যক হইবে। খরচ যৎসামান্য লাগিবে।

মুরলা। ওরে মিন্সে হতভাগা, আমার কে মরবেরে? তুই মর্—তুই মর্— তোর সাতগুষ্ঠি মরুক। হতচ্ছাড়া মিন্সে, কেবল মড়া খুঁজে বেড়াচ্ছো? আয় তোকেই আমি শ্মশানে নিয়ে যাই চল্। (গোবর্দ্ধনকে জাপটাইয়া ধরিল)

গোবর্দ্ধন। য়্যাঁ য়্যাঁ! একি! একি! ছাড়ো ছাড়ো!

[উভয়ের প্রস্থান

জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। কই—কোথায় গেল শয়তান গঙ্গারাম? তাকে চাই। শত্রুর দল বুঝি এসে পড়লো! (তোপধ্বনি) ওই ওই! কামানের শব্দ!

দ্রুত চন্দ্রচূড় প্রবেশ করিল

চন্দ্রচূড়। গঙ্গারাম! গঙ্গারাম! য়্যাঁ, একি! কে মা তুমি?

জয়ন্তী। এখন পরিচয়ের সময় নেই ঠাকুর! তবে এইটুকু জেনে রেখো আমি তোমাদের রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী। শত্রু সৈন্যগণ দক্ষিণ পথে নগর আক্রমণ ক'রেছে, কিন্তু এখনো তোমরা নিশ্চেষ্ট আছ, নগর রক্ষার ব্যবস্থা কি ক'রেছ?

চন্দ্রচূড়। নগর রক্ষার ব্যবস্থা আমি কি ক'রবো মা, আমার যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সেনাপতি মৃন্ময়, মেনাহাতী, সবাই যে উত্তর পথে সৈন্য নিয়ে চ'লে গেছে, এখানে যে ক'জন রক্ষী আছে তারা ইচ্ছা ক'রলে দুর্গ রক্ষা ক'রতে পারে, কিন্তু ক'রবে কি না তা' জানি না।

জয়ন্তী। সেকি? রাজার ভৃত্য তারা, রাজার জন্য যুদ্ধ ক'রবে না?

চন্দ্রচূড়। কিন্তু আমার আদেশে তারা অস্ত্র ধ'রবে না। গঙ্গারামের আদেশ না পেলে তারা আসবে না। গঙ্গারামের হাবভাব লক্ষ্য ক'রে আমার বুকখানা যে ভেঙে গেছে মা! জানিনা তার কি উদ্দেশ্য? নগর রক্ষী সে, তার কথা ছাড়া এখানকার রক্ষীরা অন্য কারো কথা শুনবে না। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ হ'লো! আমাদের এত আয়োজন বোধ হয় ব্যর্থ হ'লো। ক্ষোভে দুঃখে আমার আত্মহত্যা ক'রতে ইচ্ছা ক'রছে। কি কৈফিয়ৎ দেবো সীতারামকে?

জয়ন্তী। তা'রা তোমারও আদেশ শুনবে না বাবা?

চন্দ্রচূড়। না মা, আমারও আদেশ নয়। এতদিন তারা যাকে মেনে এসেছে তারই আদেশ শুনবে। একমাত্র লক্ষীনারায়ণ ছাড়া এ রাজ্য রক্ষার

আর কোন উপায় দেখছি না। সমস্ত নগরব্যাপী হাহাকার, আমার সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা নেই। আমি এখন পাগল—পাগল!

জয়ন্তী। ভয় পেয়োনা চন্দ্রচূড়, বিপদে ধৈর্য্যহারা হয়োনা। রাজপুরী রক্ষার ভার আমার উপর রইলো, তুমি যাও।

চন্দ্রচূড়। নিশ্চয় তুমি মা রাজা সীতারাম রায়ের রাজলক্ষ্মী! সন্তানের আসন্ন দুর্দ্দিন দেখে বরাভয় মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হ'য়েছ। আমি তোমায় চিনেছি মা! তোমার পুণ্য চরণ স্পর্শে শঙ্কিতা প্রকৃতির বুকে শান্তির উৎসধারা ফুটে উঠ্‌লো। তোমার রাজ্য তুমিই রক্ষা কর মা!

[প্রস্থান।

জয়ন্তী। এত বড় ভার আমি নিলাম। গুরুদেব! তুমিই আমার মুখ রক্ষা কর।

ব্যস্তভাবে গঙ্গারামের প্রবেশ

গঙ্গারাম। মুরলা! মুরলা!

জয়ন্তী। (দৃঢ়স্বরে) গঙ্গারাম!

গঙ্গারাম। (সভয়ে) কে তুমি মা?

জয়ন্তী। তোমার নিয়তি! আমি যা' ব'লছি তুমি নীরবে তা' পালন কর।

গঙ্গারাম। বলো মা!

জয়ন্তী। শীঘ্র আমায় একগোলা বারুদ ও একজন গোলন্দাজ দাও।

গঙ্গারাম। কি হ'বে?

জয়ন্তী। প্রয়োজন আছে, তুমি দেবে কিনা আমি শুনতে চাই?

গঙ্গারাম। কিন্তু—

জয়ন্তী। (দৃঢ়ভাবে) গঙ্গারাম! আবার কিন্তু! যদি মঙ্গল চাও তাহ'লে আজই—এখনি আমায় দাও। তা' না হ'লে তুমি যা ক'রেছ সব ব্যক্ত ক'রে দেবো।

গঙ্গারাম। আমি কি ক'রেছি—

জয়ন্তী। কি ক'রেছ? দুরাচার! চুপ ক'রে থাকো, মুরলার মুখে সব শুনেছি। (গঙ্গারাম চমকিয়া উঠিল) তুমি সীতারাম রায়ের কি সর্ব্বনাশ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছ? যদি না দাও—যদি শক্তির প্রযোগ ক'রতে চাও—তা'হলে এই মন্ত্রঃপূত ত্রিশূলে তোমাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবো না নারকী! (ত্রিশূল উত্তোলন)।

গঙ্গারাম। (সভয়ে) না না, আমি আমি—সব দিচ্ছি—তুমি আমার সঙ্গে এস।

জয়ন্তী। চলো, কিন্তু স্থির জেনো গঙ্গারাম, আজ আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য্য।

[ত্রিশূল হস্তে গঙ্গারামসহ প্রস্থান। (গঙ্গারাম ভয়ে কম্পিত হইতেছিল)।

ঐক্যতান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দুর্গপার্শ্ব

চন্দ্রচূড় ও চাঁদশার প্রবেশ

চন্দ্রচূড়। বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক! গঙ্গারাম বিশ্বাসঘাতক! আপনি কি ব'লছেন ফকির সাহেব? আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না। গঙ্গারামের এতদূর অধঃপতন হ'য়েছে—সে এতদূরে নেমে গেছে। সীতারাম যে একদিন তা'কে মৃত্যুর কবল হ'তে ছিনিয়ে এনেছিল।

চাঁদশা। এইবার তার উপযুক্ত পুরস্কার দিচ্ছে। আজ তার ঋণ পরিশোধের দিন। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সীতারাম রায়ের সোনার রাজ্য চ'লে যাবে—আর তার অন্তঃপুর হ'তে উধাও হ'বে তার জীবন-সঙ্গিনী।

চন্দ্রচূড়। আর ও পাপ কথা আমায় শুনিও না চাঁদশা! মানুষ বেইমানি করে সত্য, কিন্তু এতখানি কৃতঘ্নতা এ যে স্বপ্নের অগোচর।

চাঁদশা। দুঃখের বিষয় ঠাকুর! আপনি সব দিকে খেয়াল রাখেন কিন্তু প্রদীপের তলায় যে অন্ধকার থাকে তা বোধ হয় দেখেন নি? এইবার দেখুন।

চন্দ্রচূড়। আমি কল্পনা ক'রতে পারিনি ফকির সাহেব, যে মাটীর ওপর দাঁড়িযে আছি সেই মাটীই একদিন পায়ের তলা থেকে সরে যাবে।

চাঁদশা। কিন্তু এত বড় একটা রাজ্যের ভার যে নিয়েছে সে সংবাদ রাখা তা'র উচিৎ।

চন্দ্রচূড়। শাস্ত্র ছেড়ে রাজ্য পরিচালনা ক'রতে এসেছিলাম, ভাবতাম আমি খুব রাজনীতিজ্ঞ, কৌশলী কিন্তু আমার সে দম্ভ আজ ভেঙ্গে গেছে। মুসলমানকে চিরদিন অবিশ্বাস ক'রে এসেছি কিন্তু সে আজ আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আমায় বুকে নিতে, আর ভায়ের চেযে যাকে আপন বলে ভাবতাম সে বসে আছে ছোরা নিয়ে আমায় হত্যা ক'রতে। চমৎকার সৃষ্টির নিয়ম শৃঙ্খল ফকির সাহেব!

চাঁদশা। ঠাকুর! বেইমানের জাতই আলাদা। সে হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়।

(নেপথ্যে—"কোলাহলধ্বনি ও তোরাব খাঁ দুর্গ
আক্রমণ করতে আসছে" চীৎকার)

চন্দ্রচূড়। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! আর বুঝি রক্ষা নেই। চল চল দুর্গ প্রাকারে উঠে দেখি তারা কতদূরে এসে পড়লো। জাগাও—জাগাও ফকির সাহেব! কোতযালকে জাগাবার শেষ চেষ্টা কর। (তোপধ্বনি ও সৈন্যগণের জয়ধ্বনি) ঐ ঐ গেল গেল—সব গেল। মা! মা! তুই রক্ষা কর্।

চাঁদশা। কিন্তু আশা নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুত গঙ্গারামের প্রবেশ

গঙ্গারাম। ওই ফৌজদারের সৈন্যেরা এসে পড়লো, এইবার দুর্গদ্বার আমি খুলে রাখিগে।

উন্মত্তবৎ চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ

চন্দ্রচূড়। সত্যই ওরা এগিয়ে আসছে। লক্ষ্মীনারায়ণ তোমার মনে কি এই ছিল? মা! মা! রাজলক্ষ্মী মা আমার! তুই কোথায় গেলি মা! গঙ্গারাম! গঙ্গারাম! দুর্গ প্রাকারে উঠে দেখলাম ফৌজদারের সৈন্যেরা দলে দলে এগিয়ে আসছে, তুমি এখনো তোমার রক্ষীদের কামান দাগতে আদেশ দিচ্ছোনা?

গঙ্গারাম। সময় হ'লেই দেবো।

চন্দ্রচূড়। সে সময় হয়তো এ জীবনে তুমি আর পাবেনা গঙ্গারাম! আমি ব্রাহ্মণ—তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী! করজোড়ে আজ তোমার কাছে দেশের নামে—রাজার নামে—ভিক্ষা চাচ্ছি, তুমি অস্ত্র ধর গঙ্গারাম— তুমি অস্ত্র ধর। আজ যে আমাদের সর্ব্বস্ব যায়—সীতারাম রায়ের সাধের রাজ্য যায়। তুমি তার আত্মীয়, ভৃত্য, সহায়-সম্পদ—সে তোমার জীবনদাতা, তুমি ভুল করোনা—তুমি ভুল করো না ভাই, মায়ের হাতে শৃঙ্খল তুলে দিও না।

গঙ্গারাম। ফৌজদারের কি সাধ্য আছে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার ক'রে নেয়? আপনি ব্যস্ত হবেন না, কি হয় দেখুন না।

চন্দ্রচূড়। (করজোড়ে) না না গঙ্গারাম, আর তাদের সময় দিও না। মিনতি কচ্ছি—এখনো এখনো—একটীবার একটীবার—রক্ষীদের আদেশ দাও ভাই! ওই—ওই! ওদের মশালের আলোয় আকাশখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু আজ যদি ওরা আমাদের এমন সাধের স্বাধীন রাজ্য কেড়ে নেয়, তা হ'লে কি ধিক্কারে, লজ্জায় তোমাদের ও-মুখ রাঙা হয়ে উঠবে না? একটীবার—একি, তবুও তুমি নিশ্চল নিষ্প্রাণ! আরে আরে স্বার্থপর কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক!

গঙ্গারাম। সাবধান চন্দ্রচূড়। (সহসা তোপধ্বনি) কে? কে কামান দাগে দুর্গ হ'তে? আমার আদেশ ছাড়া কামানে কে হাত দিয়েছে?

চন্দ্রচূড়। লক্ষ্মীনারায়ণ! লক্ষ্মীনারায়ণ! সত্যই কি তুমি আছ?

[প্রস্থান।

(তোপধ্বনি)

গঙ্গারাম। কে? কে কামান দাগে?

আহত তোরাব খাঁর প্রবেশ

তোরাব খাঁ। ওঃ! শয়তান গঙ্গারাম! বেইমান! এত বড় তুই বেইমান! ওঃ—ওঃ! বেইমানির শাস্তি নিজের হাতে দিয়ে যেতে পারলাম না। ওঃ খোদা! [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

গঙ্গারাম। একি হলো—একি হলো! আমার বিনা হুকুমে কে কামান দাগে? নিশ্চয় সেই ডাকিনী। কামানে যে হাত দিয়েছে আমি তাকে মৃত্যু দেবো। এই কে আছিস্ তাকে বন্দি করে নিয়ে আয়।

তরবারি হস্তে কালিঝুলি মাখা সীতারামের প্রবেশ

সীতারাম। কাকে? কাকে তুমি বন্দি করতে চাও গঙ্গারাম?

গঙ্গারাম। (বিস্ময়ে) য়্যাঁ! মহারাজ!

সীতারাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ আমি সত্যিকারের মহারাজ! তোমাকে নিজের হাতে দণ্ড দেবার অধিকার নিয়ে ফিরে এসেছি। আরে আরে অকৃতজ্ঞ বেইমান! আজ তুমি স্বার্থের জন্য নিজের জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাতে চেয়েছিলে, তার জ্বালা যে কতখানি এইবার তুমিও লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে সারাজীবন অন্ধকার কারাকক্ষে বসে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর। রক্ষী, বন্দি কর্ বেইমানকে।

(রক্ষী আসিয়া গঙ্গারামকে বন্দি করিল ও লইয়া গেল)

(নেপথ্যে—জয় মহারাজ সীতারাম রায়ের জয়)

দ্রুত চন্দ্রচূড়, মৃন্ময়, গবর ও মেনাহাতীর প্রবেশ

চন্দ্রচূড়। ওরে কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয়—ছুটে আয়—আমাদের রাজা এসেছে—আমাদের রাজা এসেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আয় আয় তাকে

আদরে বরণ করে নিয়ে যাবি আয়। (সীতারাম চন্দ্রচূড়ের পদতলে শির নত করিল—অন্যান্য সকলে তরবারি দ্বারা সীতারামকে অভিবাদন করিল)।

সকলে। জয় বাংলার ছেলে বাঙ্গালী রাজা সীতারাম রায়ের জয়।

পুষ্পমাল্য হস্তে গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ

গীত

আমাদের এসেছে ভাই রাজা
বগল বাজা বগল বাজা
আমাদের দুখ্যু হল শেষ।
দেবের আশিস্ পড়ুক ঝরে,
গন্ধে ভুবন যাউক ভ'রে,
জয় সীতারাম উঠুক ধ্বনি
ধন্য হউক বাংলা দেশ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

রমার প্রবেশ

রমা। ভগবান্! তুমিই আমার খোকাকে রক্ষা ক'রেছ। মহারাজ যদি সেদিন উপস্থিত না হ'তেন তাহ'লে আমার কি সর্ব্বনাশ হতো। গঙ্গারাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'রতে পারতো কিনা সন্দেহ! কিন্তু গঙ্গারাম কি শয়তান! আমাদের সর্ব্বনাশ করবার জন্য তোরাব খাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রেছিল। পাপীর সাজাও ভগবান হাতে হাতে দিলেন। দেখি মহারাজের বিচারে তার কি দণ্ড হয়।

মুরলার প্রবেশ

মুরলা। ওগো ছোটরাণী মাগো, সর্ব্বনাশ হযেছে গো—সর্ব্বনাশ হ'যেছে। ভ'যে যে আমার হাত পা কাঁপতেছে গো।

রমা। কি হ'য়েছে দাসী শীঘ্র বল?

মুরলা। গঙ্গারাম মশাইকে তুমি এখানে ডেকে পাঠিয়েছিলে, সেও এসেছিল, তারপর যা সব কথাবার্ত্তা হ'যেছিল রাজ্যের সবাই জানতে পেরেছে গো।

রমা। তা'তে আর কি হ'বে দাসী? আত্মরক্ষার জন্ম গঙ্গারামকে ডেকে পাঠিযেছিলাম, সে এসেছিল তা'তে আর হ'যেছে কি?

মুরলা। ও কি কথা তুমি ব'লছো গো। সে সব কথা শুনে পাঁচ জনে যে পাঁচ রকম কথা বল্‌ছে গো। ওমা কি ঘেন্নার কথা!

রমা। কি—কি? কে কি বল্‌ছে? বল্—শীঘ্র বল্ মুরলা! তোর কথা শুনে যে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে প'ড়লো। সীতারাম রায়ের সহধর্ম্মিণী আমি, আমায় কে কি বলছে? কা'র এতদূর স্পর্দ্ধা?

মুরলা। একটু চুপ কর গো—চুপ কর।

রমা। বল্।

মুরলা। পাঁচজনে বলছে—

রমা। (উত্তেজিতভাবে) কি ব'ল্‌ছে?

মুরলা। ছোটরাণী নাকি কুলে কালি দেবার জন্তে—

রমা। দাসী!

মুরলা। আমি গরীবের মেয়ে বাছা, আমার ওপর অত তম্বি ক'রো না! পেটের দায়ে তোমাদের বাড়ী না হয় খাটতেই এসেছি, তা'বলে আমিও কি তোমার জন্ম ম'রবো। সবাই আমায় নিয়ে টানাটানি ক'রছে। কি বলি বলতো?

রমা। তোর কি দোষ—তুই কি ব'লবি? যা যা—চ'লে যা—আমার সামনে থেকে তুই চ'লে যা। তোর কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছে। তুই এখান থেকে চ'লে যা মুরলা!

মুরলা। তা যাচ্ছি বাছা, কিন্তু তোমার জন্যে আমি যে ম'লাম।

[প্রস্থান।

রমা। এ কি কলঙ্কের কথা আমি শুনছি! সত্যই কি আমার চরিত্রে সকলে সন্দিহান হযেছে! ঠাকুর! ঠাকুর! তুমিই তো সবই জানো, তুমিই আমার সাক্ষী। তবে কি গঙ্গারাম আমার নামে অপবাদ দিযেছে? তাতে তার স্বার্থ? না না, তা হতে পারে না। এ নিশ্চয় সেই শ্রীর চক্রান্ত! এতদিন পরে স্বামীলাভ ক'রে এইবার আমারি সর্ব্বনাশ ক'রবে। তাই যদি হয, তাহ'লে এই রাজপুরীতে আগুন জ্বেলে দেবো—সর্ব্বনাশীর সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেবো। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ দরবার

সিংহাসনে সীতারাম উপবিষ্ট, পৃথক পৃথক আসনে চন্দ্রচূড় ও চাঁদশাহ উপবিষ্ট। মৃন্ময়, মেনাহাতী, গবর যথাস্থানে দণ্ডায়মান, দামামাধ্বনি, ভৈরব গাহিতে লাগিল

গীত

জয় মহামহিমান্বিত নিখিল প্রজাপালক
ধর্ম্মধ্বজ রাজা অধিরাজ সীতারাম রায়।
বিপুল দুর্জ্জয় দ্বাদশ ভৌমিকাধিপতি
সর্ব্বগুণাকর বঙ্গ উজ্জ্বল মহারাজ সীতারাম রায়॥

[প্রস্থান।

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায়ের জয়।

(দামামাধ্বনি)

সীতারাম। বন্দি গঙ্গারাম দাস! (শৃঙ্খলিত গঙ্গারামদাসকে লইয়া একজন রক্ষী প্রবেশ করিল) গঙ্গারাম, তুমি আমার আত্মীয়, বান্ধব, প্রজা, বেতনভোগী, আমি তোমায় চিরদিন স্নেহের চক্ষে দেখতাম, তোমায় অনুগ্রহও ক'রতাম। শুধু তুমি আমার প্রিয়পাত্র ছিলে না, বিশ্বাসের পাত্রও ছিলে, কিন্তু তা সত্বেও আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিযে যে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছ, তার জন্য আজ কি দণ্ড গ্রহণ ক'রতে চাও?

গঙ্গারাম। আপনি রাজা, আমি একজন ক্ষুদ্র প্রজা, আমায় আপনি যে কোন দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন। তবে আমি রাজ দরবারে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করি।

সীতারাম। সেই ন্যায় বিচারের জন্যই আজ প্রকাশ্য দরবারে তোমার বিচার ক'রতে চাই। তুমি শুধু আমার কাছে অপরাধ করোনি গঙ্গারাম, তুমি অপরাধ ক'রেছ সমস্ত দেশবাসীর কাছে।

গঙ্গারাম। আমি সে অপরাধ অস্বীকার করি মহারাজ! আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিনি। ধর্ম্ম-শাস্ত্র সঙ্গত তার কোন প্রমাণ নেই।

সীতারাম। আছে—আছে। প্রমাণ দেবার জন্য এখানে অনেকে আছেন, যাঁদের ওপর সমস্ত প্রকৃতিপুঞ্জের অগাধ বিশ্বাস। চন্দ্রচূড় ঠাকুর! গঙ্গারাম সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে?

চন্দ্রচূড়। মহারাজ! জানিনা কোন্ সাহসে এই হীনচেতা গঙ্গারাম নিজ দোষ স্খালনের জন্য উচ্চকণ্ঠে সভাস্থলে নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণের চেষ্টা ক'রছে? তাকে জিজ্ঞাসা করুন কোন্ হিতকামনায় আমারি চোখের সামনে বিপন্ন নগর রক্ষার কোন ব্যবস্থা না ক'রে সে রক্ষীদের বিশ্রামের আদেশ দিয়েছিল? কোন্ ধর্ম্মনীতি বলে নদী পথে শত্রু সমাগত দেখেও সে কর্ত্তব্যে

উদাসীন ছিল? আমি যখন করজোড়ে দশ ও দেশের জন্য তার কাছে পুনঃ পুনঃ কাতর অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তখন কি ব্যবস্থা সে করেছিল?

সীতারাম। গঙ্গারাম!

গঙ্গারাম। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ।

চন্দ্রচূড়। অন্যরূপ?

গঙ্গারাম। হ্যা অন্যরূপ, আমি তা কারু কাছে প্রকাশ করিনি। আমি যদি সে সময় চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কথায় কামান চালাবার হুকুম দিতাম, তাহলে তখন শত্রুরা সতর্ক হয়ে ফিরে যেতো। সেইজন্য আমি আরও সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলাম। চন্দ্রচূড় ঠাকুর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, যুদ্ধ-নীতি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ হয়েছিল এইমাত্র।

চন্দ্রচূড়। না মহারাজ, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি উপবীত স্পর্শ ক'রে বলতে পারি শত্রুকে দুর্গের অধিকার দেওয়াই ছিল গঙ্গারামের আন্তরিক অভিপ্রায়।

গঙ্গারাম। আমিও শপথ ক'রে বলতে পারি মহারাজ! চন্দ্রচুড় ঠাকুরের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ দুর্গের মধ্যে আমিও বাস করতাম, দুর্গ শত্রুর করতলগত হ'লে তাতে আমার কি লাভ হ'তো?

সীতারাম। সে লাভ ক্ষতির সন্ধান দিতে পারেন আর একজন। ফকির সাহেব!

চাঁদশা। মহারাজ!

সীতারাম। আপনি গঙ্গারামের কথা কি বিশ্বাস করেন?

চাঁদশা। বিশ্বাস হয়তো করতে পারতাম যদি না নিজের চোখে দেখতাম— যে নিশীথ রাত্রে নৌকাযোগে বন্দেআলির সঙ্গে গঙ্গারাম ফৌজদারের শিবিরে যাচ্ছিল। সকলের অজ্ঞাতসারে শত্রু শিবিরে যাবার তার কি প্রয়োজন ছিল মহারাজ?

সীতারাম। গঙ্গারাম, এ কথাও কি তুমি অস্বীকার কর?

গঙ্গারাম। স্বীকার করি মহারাজ! ফৌজদারের শিবিরে আমি গিয়েছিলাম সত্য, আমার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাসঘাতকের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে শত্রুকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে এসে এই দুর্ভেদ্য গড়ের নীচে তাকে চিরকালের মত ঘুম পাড়িয়ে দিই।

সীতারাম। আর কিছু না?

গঙ্গারাম। না।

সীতারাম। কি পুরস্কার চেয়েছিলে তুমি?

গঙ্গারাম। অর্দ্ধেক রাজ্য, নইলে তার বিশ্বাস হবে কেন?

সীতারাম। ফকির সাহেব!

চাঁদশা। অর্দ্ধেক রাজত্ব চাওয়ার কথা মিথ্যা। আমি বন্দেআলির মুখে সব শুনেছি। সে আমার স্বজাতি ছিল,তাই দেশের চেয়ে স্বজাতিকে আমি বেশী ভালবাসি ব'লে আমার কাছে সব কথা স্বীকার ক'রে গেছে। এখন সে জীবিত নাই, নইলে সে নিজে এই রাজ দরবারে সত্য কথা ব'লতো। কিন্তু তার মুখে আমি যা শুনেছি মহারাজ তা এই প্রকাশ্য রাজসভায় উচ্চারণ ক'রতে আমার ভয় হচ্ছে।

সীতারাম। ভয় নেই আপনি নির্ভয়ে বলুন।

চাঁদশা। গঙ্গারাম আপনার কনিষ্ঠা মহিষীকে প্রার্থনা ক'রেছিল।

মৃন্ময়, মেনাহাতী ও গবর। কি? কি? (উত্তেজিতভাবে তরবারি তুলিল) বধ করুন—বধ করুন পাপিষ্ঠকে!

সীতারাম। স্থির হও তোমরা?

গঙ্গারাম। (সক্রোধে) কি? কি? মিথ্যা—মিথ্যা! ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র! আমার বিরুদ্ধে এরা সকলেই ষড়যন্ত্র ক'রেছে। আমি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষীকে জীবনে কথনো দেখিনি, কি জন্য তাকে প্রার্থনা করবো?

সীতারাম। অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক! তবে কি জন্য তুমি নিশীথ রাত্রে সকলের অগোচরে আমার অন্তঃপুরে যেতে? বলো—বলো নরাধম—কি উদ্দেশ্য ছিল তোমার?

গঙ্গারাম। মহারাজ! আপনি ব'লছেন কি?

সীতারাম। সত্য কথা ব'লছি গঙ্গারাম—সত্য কথা ব'লছি। রাজবাড়ীর মুরলা তার সাক্ষী। মুরলা—

জনৈক রক্ষী মুরলাকে লইয়া প্রবেশ

মুরলা। দোহাই—দোহাই মহারাজ! আমি সব সত্যি কথা ব'লবো। ওগো মাগো আমি কোন দোষের দোষী নই গো।

সীতারাম। চুপ কর্ দাসী। সত্য কথা বল্, কি জন্য গঙ্গারামকে তুই অন্তঃপুরে নিয়ে যেতিস্?

মুরলা। হ্যাঁ মহারাজ, উনি অনেকবার আমার সঙ্গে বাড়িতে গেছেন। আমার ছোট ভাই বলে ওঁনাকে নিয়ে যেতাম। আমার কোন দোষ নেই মহারাজ। (ক্রন্দন)।

সীতারাম। যাও রক্ষী, ওকে আপাততঃ নজর বন্দি করে রাখো। (প্রহরী মুরলাকে লইযা গেল) গঙ্গারাম! গঙ্গারাম! আরও প্রমাণ চাও?

গঙ্গারাম। মহারাজ! দাসী অতি কুচরিত্রা। ওকে বহুবার রাত্রে নগরে কু-আচরণের জন্য শাস্তি দিযেছি, সেই রাগে মিথ্যা ক'রে আমার নামে অপবাদ দিয়ে গেল।

সীতারাম। কিন্তু স্বয়ং মহারাণী এসে যদি বলেন তাঁর কথাও কি তুমি অবিশ্বাস করবে গঙ্গারাম?

গঙ্গারাম। না, তিনি যদি আমার বিরুদ্ধে এই প্রকাশ্য রাজসভায় এসে নিজ মুখে বলতে পারেন, তাহ'লে আমি যে কোন দণ্ড মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছি মহারাজ!

সীতারাম। উত্তম। কে আছিস্—মহারাণী!

সকলে। সেকি মহারাণী আসবেন প্রকাশ্য সভায়?

সীতারাম। এ বিচারে যখন তাঁর নাম জড়িত রয়েছে, তখন তাঁকে আসতে হবে বই কি।

রমার প্রবেশ

রমা। ধর্ম্মের দরবারে এলেও তাতে আমার কলঙ্ক নাই সভাসদগণ!

সীতারাম। রাণী! আজ তোমাকে—

চন্দ্রচূড়। আপনি স্থির হ'ন মহারাজ! আমি এই রাজ্যের মন্ত্রী—আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ, মহারাণীকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি—বলুন মা মহারাণী! আজ গঙ্গারামের বিচার আপনার বাক্যের ওপর তার জীবন মরণ অপেক্ষা করছে। আশা করি, আপনি যথাযথ সত্য কথা বলে আপনার মহত্ব রক্ষা করবেন।

রমা। রাজা সীতারাম রায়ের সহধর্ম্মিণী কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। আমি যদি মিথ্যাবাদিনী হ'তাম, তাহ'লে এ সিংহাসন এতদিন ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যেতো।

চন্দ্রচূড়। গঙ্গারাম কি আপনার অন্তঃপুরে যাতাযাত ক'রতো—এ কথা কি সত্য?

রমা। সত্য; গঙ্গারাম রাজার ভৃত্য, আমাদেরও ভৃত্য, সেই জন্যই বিশেষ জরুরী কার্য্যের জন্য তাকে বাধ্য হ'য়ে ডেকে পাঠাতে হ'য়েছিল।

চন্দ্রচূড়। কিন্তু এমন কি জরুরী কার্য্য মা যার জন্য নগর কোতোয়ালকে গভীর রাত্রে অন্তঃপুরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন!

রমা। তবে শুনুন আমার কথা—পুত্র আমার প্রাণ, তার জন্য আমি চিরদিনই বড় ব্যাকুল। যখন শুনতে পেলাম ফৌজদার এ নগর আক্রমণ ক'রে আমাদের সকলকে ধ্বংস করতে আসছে, তখন আমি নিরুপায় হ'য়ে আমার একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য গঙ্গারামকে ডেকে পাঠাই। ধর্ম্ম সাক্ষী, আমার পুত্রের জীবন রক্ষা ছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। নিজের সন্তানকে রক্ষা যদি জননীর পক্ষে অপরাধ হয়, তাহ'লে সে অপরাধের জন্য আমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত।

সকলে। জয় মহারাণীর জয়।

সীতারাম। শোন রাণী! তোমার কথা কিন্তু সবাই ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছে না।

রমা। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না, ওঃ দুর্ভাগ্য আমার! তাহ'লে মৃত্যু ছাড়া আমার এ কলঙ্ক দূর করবার অন্য কোন উপায় নাই। আমার আর এ ঘৃণিত জীবনের আবশ্যক নেই। আমি মরবো—স্বহস্তে চিতা জ্বেলে তাতে ঝাঁপ দিয়ে এ কলঙ্ক মোচন করবো। তবে স্থির জা'নবেন মহারাজ— আমি আপনার বিশ্বাস হারাইনি।

সীতারাম। আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি এসে যায় রাণী?

রমা। অন্য কারু কিছু আসে যায় কিনা তা বলতে পারি না, তবে আমার যায়। আপনি আমার স্বামী—ইষ্টদেবতা—ইহ-পরকাল সব আপনার সামনে বলছি আমি অবিশ্বাসিনী নই। যদি আমি তা হই, তাহ'লে আমার জীবনের যা কিছু সঞ্চিত পুণ্য সব যেন ব্যর্থ হয়। সকলে আমায় অভিশাপ দিন —আমার সন্তান—আমার প্রাণ—আমার জীবন সর্ব্বস্ব—আমার সামনে যেন তার মৃত্যু হয়—মৃত্যু হয়।

সকলে। না না, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি।

চন্দ্রচূড়। আপনি অন্তঃপুরে যান। [রমার প্রস্থান।

সীতারাম। এখনো কি বলতে চাও গঙ্গারাম যে রাণী বিপথগামিনী?

গঙ্গারাম। সে বিচারের ভার আপনার। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, নষ্ট চরিত্রা স্ত্রীলোক অনেক সময় নিজেকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করতে ভৃত্যের ওপর দোষারোপ করে থাকে। মহারাণী—

দ্রুত ত্রিশূল হস্তে জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। সাবধান নরাধম! এখনো সত্য বল? তা না হ'লে এই দেবীদত্ত চণ্ড ত্রিশূলে তোর সব শেষ হ'য়ে যাবে। সত্য বল্‌।

গঙ্গারাম। মহারাজ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

জয়ন্তী। সত্য বল্‌—সত্য বল্‌—মূর্ত্তিমতী নিয়তি তোর সামনে।

গঙ্গারাম। আমি অপরাধী—সত্য কথা বলছি আমি অপরাধী। মহারাণী আমার মাতৃ-স্বরূপা—আমি তাঁর রূপে অন্ধ হয়ে তাঁকে পাবার জন্যে ফৌজদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলাম। আমায় দণ্ড দিন—দণ্ড দিন। (সীতারামের পদ-ধারণ)।

[জয়ন্তীর প্রস্থান।

সীতারাম। কৃতঘ্ন! বিশ্বাসঘাতক! তোর শাস্তি—তোর শাস্তি মৃত্যু—মৃত্যু! [প্রস্থান।

সকলে। জয় মহারাজ সীতারাম রায়ের জয়! [সকলের প্রস্থান।

গঙ্গারাম। ওঃ! [রক্ষী গঙ্গারামকে লইয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ দৃশ্য

রামচাঁদের বাটী

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ

রাম। দেখ্‌লে—দেখ্‌লে ভায়া—বিচারের বহরটা দেখলে? দোষ করলে একজন, শাস্তি পেলে আর একজন। কথায় বলে কিনা উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।

শ্যাম। কেলেঙ্কারী! কেলেঙ্কারী!

রাম। রাজ মহারাজের ঘরের কথা, ওকি আর তোমার আমার ঘরের কথা। দোষ করলে রাণী, আর সাজা পেলে গঙ্গারাম।

শ্যাম। ছোটরাণীর তো কোন দোষ ছিল না, ওই গঙ্গারামটাই তো বদমায়েস।

রাম। কি ক'রে জানলে ? নদী, শৃঙ্গী, নারী—এই তিনে বিশ্বাস না করি। বলি গঙ্গারামের দোষটাই বা কি করে হ'লো। তাকে ঝি পাঠিযে অন্দরমহলে ডাকবার কি দরকার ছিল ? ভাযা হে! বড় ঘরের বড় কথা, আমাদের হ'লে দেখতে কি কাণ্ডই না হ'তো।

শ্যাম। তাহ'লে তুমি কি ব'লতে চাও দাদা বিচার ঠিক হযনি ?

রাম। হুঁ হুঁ! আমি যদি বাজা হতাম তাহ'লে দেখতে ভাযা কি রকম বিচারখানা ক'রে ফেলতাম।

শ্যাম। মনে কর তুমি রাজা, কি বিচাব ক'রতে বলতো ?

রাম। হুঁকোটা ধর। (হুঁকা দিল) এই রকম রাজসিংহাসনে বসে গম্ভীর স্বরে বলতাম—আরে আরে পাপীযসী দুশ্চবিত্রা রাণী! জানিস্ প্রজারঞ্জন করা আমার ধর্ম্ম! আমি তোকে পদাঘাত করছি, তুই দূর হযে যা। (শ্যামচাঁদকে পদাঘাত)।

শ্যাম। যঁ্যা, একি! একি! আমায লাথী মারলে ? ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবো বলছি। আরে আরে মূর্খ রাজা! (রামচাঁদেব একটী পা ধরিযা ভাঙ্গিতে উদ্যত)।

রাম। আহা-হা! কর কি—কর কি ভাযা—সত্যি সত্যিই যে ভেঙ্গে যাবে। ছাড়ো ছাড়ো।

শ্যাম। মারবে—মারবে—আর লাথী মারবে ? চেনো না আমায ?

রাম। ভাবের ঘোরে হ'যে গেছে বাবা—ভাবের ঘোরে হ'য়ে গেছে। যাক্, তুমি মনে কিছু করো না। দেখ ভাযা, সে রামচন্দ্রের মত রাজা নেই যে প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করবে।

শ্যাম। তা যা বলেছ, এখন স্ত্রীর আদর কত। সে যাই করুক না কেন স্বামী বেচারীর কথাটী কইবার যো নেই। এই ধর না কেন তোমার দিক দিয়ে, তুমি বৌদির জন্য কিনা করছো। তবে ?

রাম। ওরে মূর্খ! ও যে আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, ওর খাতির করবো না তো তোর খাতির করবো রে হারামজাদা ?

শ্যাম। মেরো না বলছি, এখুনি মুণ্ডুপাত ক'রে ছাড়বো।

রাম। আঃ চটো কেন বলতো। যাক্ ওসব ছেড়ে দাও। এখনো ভাবো কেমন ক'রে এইবার প্রাণ বাঁচাবে। এইবার দেখবে রাম বাঁড়ুয্যের কথাটা ফলে কিনা।

শ্যাম। কি হবে।

রাম। কি হবে? আহাম্মক একটা। ফৌজদার বেটা মরে গেল, এইবার নবাবী ফৌজ এসে সব লণ্ড ভণ্ড করে দেবে। এবার আর চালাকী খাটবে না।

শ্যাম। তাহ'লে উপায় দাদা?

রাম। পলায়নং! আর এখানে থাকাও চলবে না। এখানকার হাওয়া খুবই খারাপ, আর আমাদের মহারাজ এখন সে মহারাজও নেই! সেই গেরুয়াধারিণী ছুটো মাগীর পাল্লায় পড়ে কি না কাণ্ড করছে।

শ্যাম। হুঁ! মাগী ছুটো তাহ'লে মহারাজকে ওষুদ করেছে বলো।

রাম। তা বলতে হবে বই কি।

শ্যাম। যাক্, তাহ'লে এখন বাড়ী চল্লাম দাদা, কিন্তু বৌদির সঙ্গে একবার দেখা করে—

রাম। তার মানে আমার অন্ন ধ্বংস করা। ওটী চলবে না, সরে পড়। নিজের পেটের ভাত জোটে না—

শ্যাম। দেখ তোমার বাড়ীতে কি শুধু খাবার জন্যেই আসি? তোমায় বড্ড ভালবাসি কি-না।

রাম। আহা! ভাইরে তোর কি ভালবাসা।

শ্যাম। তাহ'লে বৌদির সঙ্গে—

রাম। কি জ্বালা! অনেক কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা ক'রেছি ভায়া! বাপের বাড়ী যাবার জন্যে কি রকম আরম্ভ করেছিল। আবার তোমায় দেখ্‌লে, আবার সেই সুর ধরবে। তুমি এখন যাও।

শ্যাম। যাই বলো দাদা বৌদি কিন্তু আমায় খুব ভালবাসে।

রাম। তা বাসবে বইকি। তেল বুলোনো কথা বল্‌লে সবাই ভালবাসে। বেড়ে কাজটী পেয়েছ। আমিই কাজের সন্ধান করে দিলাম আর আমারি বাড়ী কাজ নিলে।

আন্নাকালীর প্রবেশ

আন্নাকালী। হ্যাঁগা! ঘরে কিছু তরি-তরকারী নেই, কি রাঁধবো বলতো? ও মা ঠাকুরপো এসেছ? এস এস, বেশ ভালছিলে তো ভাই!

শ্যাম। ছিলাম বৌদি, আহা বৌদি, তুমি অত রোগা হ'যে গেছ কেন?

রাম। ভাযা!

আন্নাকালী। কি বলবো বলো ঠাকুরপো! সংসাবে খেটে খেটে মলাম। বললাম দু'দিন বাপের বাড়ী যাবো, তা তোমার দাদা কিছুতেই যেতে দেবে না।

শ্যাম। ভারী অন্যায়; একঘেযে থাকা কি আর ভাল লাগে।

রাম। ভাযা!

আন্নাকালী। ওগো শুনছো—আজই আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

রাম। হ'লো এইবার।

আন্নাকালী। কেন? বারোমাসই কি তোমার কাছে থাকতে হবে? একদিনও কি ছাড়ান পাবো না?

রাম। আর বাপের বাড়ী গিয়ে কাজ নেই।

আন্নাকালী। কেন কেন?

রাম। কি আর হবে?

আন্নাকালী। কেন তার মানে?

রাম। তোমার বাবা কি আর—

আন্নাকালী। য়্যাঁ, বাবা আমার নেই?

রাম। ফজলী আঁমের আটী গলায় লেগে আজ তিন দিন হ'লো—

আন্নাকালী। য়্যাঁ, ওগো বাবা গো—(পতন ও ক্রন্দন)

শ্যাম। আরে থামো থামো, এখুনি সেই গোবর্দ্ধন ব্যাটা এসে প'ড়বে।

আন্নাকালী। ওগো বাবা গো—তুমি কোথা গেলে গো।

দ্রুত গোবর্দ্ধন প্রবেশ করিল

গোবর্দ্ধন। কি হইয়াছে মহাশয়গণ! থামুন থামুন, আমি যথাকালে আসিয়া পড়িয়াছি, আর ভাবিতে হইবে না। দেখুন আমাদের সমিতি দিন দিন খুবই উন্নতিলাভ করিতেছে। আপনারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তাহ'লে আমার বাক্যের সত্য-মিথ্যা সব বুঝিতে পারিবেন। অযথা বাক্যব্যয় করিয়া আমরা দেশবাসীদের প্রতারিত করিতে চাহি না। বলুন কয়জন বাহকের আবশ্যক ?

শ্যাম। শালা! (হাত ধরিয়া ফেলিল)

গোবর্দ্ধন। এ কি মশাই ? এ কি মশাই ?

শ্যাম। শালা আজ তোমাকে যমের বাড়ী পাঠাবো, কান্না শুনলেই অমি ছুটে যাও। ইচ্ছে কেবলি লোক মরুক, আর তোমরা হরদম বইতে থাকো আর টাকা নিয়ে খুব গাঁজা খাও। দাদা, দাওতো ঘা কতক।

গোবর্দ্ধন। য়্যাঁ য়্যাঁ, সে কি মশাই, আজও পুরোনো কান্না। ছাড়ুন ছাড়ুন! (হাত ছাড়াইয়া পলায়ন)

শ্যাম। ধর ধর। ব্যাটা আর আসবে না।

আন্নাকালী। ওগো বাবাগো—

শ্যাম। মিছে করে বলছে বৌদি—মিছে করে বলছে। তুমি আমার সঙ্গে চল তোমায় বাপের বাড়ী রেখে আসি।

আন্নাকালী। তাই চলো ঠাকুরপো—তাই চলো। বুড়ো মিন্সে আমাকে মেরে ফেললে। এস—খেয়ে দেয়ে আজই যেতে হবে।

শ্যাম। চল বৌদি।

[আন্নাকালী ও শ্যামচাঁদের প্রস্থান।

রাম। বাহারে! আমায় সবাই কাঁচকলা পেয়েছে দেখ্‌ছি। ওই শালাই তো যত অনর্থের মূল। দাঁড়া দাঁড়া—আজ তোকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়াচ্ছি। আর খোঁড়া মাগীর আর একটা ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়ে তবে কাজ—দেখি কি করে কাল বাপের বাড়ী যায়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ (বিশ্রাম কক্ষ)

নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল

গীত

প্রেমের দরিয়ায় চল্ সখি ভাসিয়া
নাচিয়া নাচিয়া চাঁদিনী নিশায়।
হৃদয়ের সব জ্বালা চরণে ঢালিয়া তার
বাসিব তাহারে ভালো সবটুকু জানিয়া॥
যদি নাহি আসে, ভালো নাহি বাসে,
কথাটী কবোনা আর যায় যাবে ফিরিয়া॥

[প্রস্থান।

মুর্শিদকুলি খাঁ ও মির্জ্জা মহম্মদের প্রবেশ

মুর্শিদকুলি খাঁ। সীতারামের বিদ্রোহীতা দমন করতে না পারলে আমার নবাবী করা বৃথাই হবে। বাঙালির মৃত্যুবাণ বাঙালি। বিদ্রোহী রামের ওপর আমি সেই বাণই নিক্ষেপ করবো মির্জ্জা মহম্মদ! ফৌজদারের মৃত্যুতে সীতারামের সাহসিকতায় আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি হয়তো ভবিষ্যতে এই ভাবতে থাকবো হিন্দুরাজ্যের অভ্যুদয় হ'তে পারে। কিন্তু সীতারামের বীরত্বের প্রশংসা আমি সহস্রবার করবো।

মির্জ্জা মহম্মদ। আপনি শীঘ্র সীতারামকে দমন করুন জনাব!

মুর্শিদকুলি খাঁ। হাঁ, তাকে সত্বর দমন করতে হবে; তবে খুব সহজেই তাকে দমন করতে হবে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। সীতারামের স্বজাতিকে দিয়ে সীতারামকে দমন ক'রতে হবে।

দয়ারাম প্রবেশ করিল

দয়ারাম। বিদ্রোহীকে শাসন করাই জাঁহাপনার কর্ত্তব্য।

মর্শিদকুলি খাঁ। আসুন দেওয়ানজী!

দয়ারাম। দিন দিন সীতারাম যে রকম বেড়ে উঠ্ছে—

মুর্শিদকুলি খাঁ। আমি সবই শুনেছি দেওয়ানজী।

দয়ারাম। এখনি নবাবী ফৌজ পাঠিয়ে দিয়ে—

মুর্শিদকুলি খাঁ। কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না দেওয়ানজী! হয়তো নবাবী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সীতারামকে জীবনও হারাতে হবে।

দযারাম। আমরাও তো তাই চাই। বিষ বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করাই কর্ত্তব্য।

মুর্শিদকুলি খাঁ। কিন্তু আপনি জানেন না দেওয়ানজী সীতারামের জীবনের মূল্য কতখানি। সে আজ আমাদের শত্রু হ'লেও তার সহস্রবার প্রশংসা ক'রবো। সে যোদ্ধা বীর, বাংলার গৌরব। সামান্য তালুকদার হ'য়ে কর্ম্ম-প্রতিভায় যে আজ সমস্ত বাঙালির শ্রদ্ধা আকর্ষন ক'রে স্বাধীন রাজা বলে নিজেকে ঘোষণা করেছে, তেমন বিদ্রোহীকে দুনিয়ার বুক হ'তে সরিয়ে দিয়ে আমার সমস্ত বাঙালী প্রজাদের অন্তরে আঘাত দিতে চাই না। আমি চাই তাকে দমন করতে কিন্তু তাকে প্রাণে মারতে চাই না।

দয়ারাম। আপনি কি বলছেন জনাব?

মুর্শিদকুলি খাঁ। আমি ঠিক বলছি দেওয়ানজী! তার মত প্রজা যদি আমার এই বাংলায় থাকে তাহ'লে আমারও তাতে গর্ব্ব। তবে সে যেমন উদ্ধত হ'য়েছে, তার সে ঔদ্ধত্যকে আমি দমন করতে চাই অভিভাবকের দাবী নিয়ে। আমি তাকে প্রাণে মারতে চাই না দেওয়ানজী!

দযারাম। তবে কি রকমে তাকে দমন করতে চান জনাব?

মুর্শিদকুলি খাঁ। মিত্রতায়—মিত্রতায আমি তাকে বশীভূত ক'রতে চাই—তার বীরত্বের মর্য্যাদা আমি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই। দেওযানজী আমি মুগ্ধ তার সাহসে—বীরত্বে। ক্ষুদ্র এক বাঙালি রাজা আজ কতখানি আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে নিযে বিরাট বিপর্য্যযের সম্মুখীন হযেছে।

দযারাম। সত্য। কিন্তু আপনার যে তাতে কলঙ্ক হচ্ছে জনাব। দিল্লীর বাদশার কর্ণে যদি এ সংবাদ গিযে পৌঁছায তাহ'লে আপনার প্রতি তাঁর—

মুর্শিদকুলি খাঁ। তিনি ক্রুদ্ধ হবেন? বিদ্রোহী সীতারামকে আমি দমন ক'রতে পারিনি বলে? কিন্তু তার পূর্ব্বে যদি আমি কৌশলের দ্বারা সীতারামকে বশীভূত করতে পারি সেটা কি আমার কর্ত্তব্য নয?

দয়ারাম। বাংলার বিদ্রোহ দমন করার ভার আপনার ওপর—আপনি যত শীঘ্র পারেন সীতারামের বিদ্রোহীতার শেষ করে দিন। সে শক্তি আপনার যথেষ্ট আছে।

মুর্শিদকুলি খাঁ। আমার সে শক্তি যথেষ্টই আছে কিন্তু আমার ইচ্ছা নয সীতারামকে পীডন করি—কঠিন শাস্তি দিই। অত বড় একটা বীরের মৃত্যু হীনভাবে হ'তে পারে না দেওযানজী!

দযারাম। যার বীরত্বের মর্য্যাদা রাখবার জন্য আপনি এতখানি চেষ্টিত কিন্তু সে আপনার মর্য্যাদা রাখলে কই? আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাকে পত্র লিখেছিলেন, কই সে আপনার সঙ্গে দেখা করলো জনাব?

মুর্শিদকুলি খাঁ। সে কথাও ভাবছি দেওয়ানজী।

দযারাম। আপনার আহ্বান সত্বেও সে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হ'লো না। জাঁহাপনার করুণা লাভ করা সে প্রয়োজন বোধ ক'রলে না। উঃ! কি স্পর্দ্ধা তার।

মুর্শিদকুলি খাঁ। সত্য—সত্য বলেছেন দেওয়ানজী! সে আমায় অবজ্ঞা করেছে—বাদশাহী দরবারে নবাবী শক্তির মর্য্যাদা হানি করেছে—অনিচ্ছা সত্বেও তাকে শাস্তি দিতে হবে—

মির্জ্জা মহম্মদ। তাহ'লে হুকুম করুন জনাব!

মুর্শিদকুলি খাঁ। দেওয়ানজী! সীতারাম আপনার স্বজাতি—স্বদেশবাসী, পীড়ন করতে হয়—দুনিয়া থেকে যদি সরিয়ে দিতে হয়—আপনি তার ব্যবস্থা করুন। তার দুনিয়ার মেয়াদ যদি ফুরিয়ে যায় কেউ তাকে রাখতে পারবে না। ভার দিলাম আপনার ওপর। পাঁচ হাজার ফৌজ সঙ্গে ক'রে চলে যান বাংলার একটা সম্পদকে বাংলার বুক হ'তে সরিয়ে দিতে। [প্রস্থান।

দয়ারাম। হাঃ হাঃ হাঃ! এইবার দেখবো সীতারাম তোমায়। ফৌজদারকে জয় ক'রেছ ভেবে মনে করেছ তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ, তা নয় এইবার তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য। [প্রস্থানোদ্যত।

গীতকণ্ঠে ভৈরব প্রবেশ করিল

গীত

ওরে চেয়ে দেখ ভাই বাঙালি।
যাচ্ছে বাঙালি বাঙালি ভায়েরে
করিতে আজিকে কাঙালি॥
কাঁদেনা পরাণ ভায়ের দুখেতে,
চাহেনা হাসিটী ভায়ের মুখেতে,
নিজের সুখেতে ভুলেছে জগতে
বুকভরা প্রেম মিতালি॥

[প্রস্থান।

দয়ারাম। আঃ! মির্জ্জা মহম্মদ! তাহ'লে প্রস্তুত হও গে।

গবর প্রবেশ করিল

গবর। নবাব বাহাদুরের জয় হোক্!

দয়ারাম। কে তুমি? কি চাও?

গবর। চাই নবাব বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে। আমি মহারাজ সীতারাম বায়ের ভৃত্য, জাতিতে মুসলমান, নাম আমার গবর।

দযারাম। বটে? কি সংবাদ এনেছ?

গবর। বাজা সীতারাম বায একখানা পত্র দিয়ে আমায পাঠিয়ে দিলেন।

দয়ারাম। দেখি পত্র। (পত্র গ্রহণ ও পত্র পাঠ করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইয়া) কি কি এতদূর স্পর্দ্ধা তার? পত্রে লিখেছে কি না নাটোরের দেওয়ান বাঙ্গালীর গৃহ শত্রু বেইমানকে নবাব বাহাদুর যেন অনুগ্রহ ক'রে সীতারামেব কাছে পাঠিযে দেন। অহঙ্কার! অহঙ্কাব! আমার অপমান! সীতারাম! সীতারাম!

গবর। তা হ'লে আপনিই কি সেই দেওযান দযারাম? হাঃ হাঃ হাঃ। ভালই হ'য়েছে, মেঘ না চাইতেই জল। তা হ'লে চলুন দেওযান মশাই, আপনাকে আমি বগলে পুবে নিযে চলে যাই। কষ্ট স্বীকার ক'রে আপনাকে আর মাটীতে পা দিতে হবে না।

দযারাম। স্তব্ধ হও। ধিক ধিক্ তোমায, তুমি মুসলমান হয়ে—

গবব। হিন্দুর গোলামী ক'বছি এইতো বলতে চান? আর আপনি কি ক'রছেন! আমি হিন্দুব গোলামী ক'বতে এসে আমার স্বজাতকে মারতে কু-পরামর্শ দিইনে। যদি তার সঙ্গে শত্রুতা ক'রতে হয সামনা সামনি করবো, তবু বেইমানি করে তার সর্ব্বনাশ করতে পারবো না।

দযারাম। আমি বেইমান?

গবর। আলবৎ আপনি বেইমান। আপনার মনিব রায রঘুনন্দনও বেইমান। আপনারা চান রাজা সীতারামকে ধ্বংস করে তার জমিদারীটা নিজেবা নিতে। আপনিই না সেদিন সীতারাম রায়কে পরামর্শ দিযে এসেছিলেন ফৌজদারকে কর দিও না; আরও বলেছিলেন ফৌজদারকে যে তোমার বিরুদ্ধে সীতারাম নবাব দরবারে আর্জি পাঠাচ্ছে, শীঘ্র তাকে দমন কর।

দয়ারাম। মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা।

গবর। মিথ্যা কথা? বুকে হাত দিযে বলুন দেওয়ানজী! ছিঃ ছিঃ আমি মুসলমান—আমি হিন্দুর সর্ব্বনাশ করতে পারি কিন্তু আপনি হিন্দু হয়ে হিন্দুর সর্ব্বনাশ করতে চাইছেন? এ কি আপনার বেইমানি নয? যান দেওযানজী! তার পাশে গিযে দাঁড়ান, তাকে সাহায্য করুন।

দযারাম। আমি তোমার নির্ভীকতা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হ'লাম। দেখ গবর, তুমি কি পারো না নবাবের সঙ্গে যোগ দিতে?

গবর। আমি যে সীতারাম রাযের নুন খেযেছি দেওয়ানজী! আমি নেমকহারাম হ'তে পারবো না। যাক্, আপনার সঙ্গে তর্ক করবার আবশ্যক নাই। বলুন, এখন নবাব বাহাদুর কোথায়?

দযারাম। তার সাক্ষাৎ পাবে না।

গবর। পাবো না? তবে যে জন্য আসা তাই ক'রে যাই। চলুন দেওযান মশাই একবার সেদিনের মত মহম্মদপুর দেখে আসবেন চলুন। (ধরিতে উদ্যত)

দয়ারাম। সাবধান অহঙ্কারী। মির্জ্জা মহম্মদ! বন্দি কর! বন্দি কর দুর্ব্বৃত্তকে—

গবর। হুঁসিয়ার! যতক্ষণ গবরের হাতে লাঠীগাছাটা থাকবে ততক্ষণ যমও তার দিকে ঘেঁসতে পারবে না।

মির্জ্জা মহম্মদ। কাফের! (অস্ত্র তুলিল)

মুর্শিদকুলি খাঁর প্রবেশ

মুর্শিদকুলি খাঁ। দাঁড়াও মির্জ্জা মহম্মদ! একি অভিনয়! দূতের প্রতি নৃশংস আচরণে উদ্যত হয়েছ? অস্ত্র নামাও।

মির্জ্জা মহম্মদ। জাঁহাপনা এই কাফের আমাদের অপমান করতে চায়।

দয়ারাম। ব্যাঘ্রের গহ্বরে এসে আস্ফালন। জনাব! এ দূত হ'লেও এর উদ্ধতকে ক্ষমা করা চলে না।

মুর্শিদকুলি খাঁ। দূত চিরদিনই অবধ্য। হ্যাঁ তুমি কি চাও দূত?

গবর। হুজুর! আমি নিয়ে এসেছি আমাদের রাজার একখানি পত্র আপনাকে দেবার জন্যে—

মুর্শিদকুলি খাঁ। কই পত্র।

মির্জ্জা মহম্মদ। এই যে জনাব। (পত্র দিল)

মুর্শিদকুলি খাঁ। (পত্র পাঠ করতঃ) হাঃ হাঃ হাঃ! দেখুন দেখুন দেওযানজী—সীতারাম রায পত্রে কি লিখেছে।

দযারাম। আমি পাঠ ক'রছি জনাব!

মুর্শিদকুলি খাঁ। না না, আবার পাঠ করুন—আবার পাঠ করুন। সীতারাম আমায লিখেছে "তার শরীর অসুস্থ বশতঃ আমার সঙ্গে দেখা করতে পারলে না, তজ্জন্য জনাব যেন আমার কসুর মাফ করেন, আর জনাবের কাছে আমার প্রার্থনা যেন তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেওযান দযারাম বেইমানকে আমার কাছে পাঠিযে দেন"। হাঃ হাঃ হাঃ।

দযারাম। অপমান! অপমান।

মুর্শিদকুলি খাঁ। ভয নেই! আপনাদের মত সুহৃদের আমি কখনও বিপদ-গ্রস্ত হ'তে দেবো না। যাও দূত তোমার রাজাকে গিযে বলবে দেওযান দয়ারাম যে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর হিতৈষী বন্ধু, তার জীবনের মূল্য অনেক।

গবর। যো হুকুম! সেলাম নবাব সাহেব। হ্যাঁ, তবে যাবার সময বলে যাচ্ছি জনাব এই দেওয়ানজীকে বন্ধু ভাববেন না। যারা স্বজাতের সর্ব্বনাশ করতে পারে তারা সব পারে, পরের গলায ছুরী বসাতে তারা খুবই ওস্তাদ্।

[প্রস্থান।

দযারাম। জাঁহাপনা!

মুর্শিদকুলি খাঁ। যান দেওয়ানজী! আপনি এর প্রতিশোধ নিন আপনাদের মত বন্ধু লাভ ক'রে আমি খুবই ধন্য হয়েছি। [প্রস্থান।

দয়ারাম। এস মির্জ্জা মহম্মদ।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কারাগার

শৃঙ্খলিত গঙ্গারাম

গঙ্গারাম। উঃ। উঃ! জীবনের একি পরিণাম! গঙ্গারাম আজ এক রমণীর চক্রান্তে বন্দি! কে কে—তোমরা আমায় নিতে এসেছ? যাও যাও—আমি এখন মরতে চাই না—আমার জীবনের যে এখনো অনেক আশা বাকী র'য়েছে, আমি বাঁচতে চাই—আমায় বাঁচতে দাও—আমায় বাঁচতে দাও। ওঃ! দেবে না? রাজ্যের সবাই বেঁচে থাকবে—শুধু আমিই মরবো? কিন্তু আমার এ সর্ব্বনাশ ক'রলে কে? রাক্ষসী—রাক্ষসী—সেই রাক্ষসী! সে কি এখনো বেঁচে আছে? তার জ্বালাময় রূপ আমার চোখের সামনে তুলে ধরে আমায় দেশ ভুলিয়ে ছিল কর্ত্তব্য ভুলিয়েছিল। উঃ! কেন আমি সেইদিন—সেই মুহূর্ত্তে—নিজের হাতে পাপিষ্ঠার রূপকে পুড়িয়ে দিতে পারলাম না? এ আপশোষ আমার মৃত্যুতেও যাবে না। রাজার রাণী কখনো মিথ্যা কথা বলে না—হাঃ হাঃ হাঃ! সতী! সতী। নিশীথ রাতে একজন অপরিচিত পুরুষকে নিজের শয়ন কক্ষে আহ্বান—আমার দাসী হ'তে চেয়েছিল—বাঃ! আমি বিশ্বাস ক'রেছিলাম, তাই তার উপযুক্ত শাস্তি। কেন আমি তার প্রলুব্ধ অধীর কামনার ছবি এঁকে দিয়ে এলাম না? ভুল—ভুল—খুব ভুল হয়ে গেছে আমার। আর সেই ডাকিনী—উঃ কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে ত্রিশূল উত্তোলন করে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো—আমি সব ভুলে গেলাম। একটীবার—একটীবার যদি মুক্তি পাই—মুক্তি দেবে কে?

ঘাতকসহ সীতারাম রায়ের প্রবেশ

সীতারাম। মুক্তি দেবো আমি—রাজা সীতারাম রায়। ঘাতক!

গঙ্গারাম। মহারাজ!

সীতারাম। বিশ্বাসঘাতক!

গঙ্গারাম। আমায় ক্ষমা করুন।

সীতারাম। ক্ষমা? তোমায়? হাঃ হাঃ হাঃ! বেইমানকে ক্ষমা? না না—গঙ্গারাম তা' হ'বে না। বনের পশু দূরে দাঁড়িয়ে শত্রুতা করে কিন্তু বেইমানেরা পাশে দাঁড়িয়ে সর্ব্বনাশ করে। মৃত্যুই তোমার যোগ্য শাস্তি। তোমার মৃত্যু দর্শনে—দেশের বেইমানদের চক্ষু ফুটে উঠুক—প্রাণ কেঁপে উঠুক।

গঙ্গারাম। জীবনে আর কখনো—

সীতারাম। না গঙ্গারাম, তা' হ'বে না। তুমি আমার আপনার হলেও মৃত্যু তোমার সুনিশ্চিত। ঘাতক!

জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। মহারাজ!

সীতারাম। একি! তুমি এখানে কেন মা?

জয়ন্তী। পুত্রের কাছে প্রার্থনা জানাতে।

সীতারাম। প্রার্থনা? কি প্রার্থনা দেবী?

জয়ন্তী। আমার প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করবে সীতারাম?

গঙ্গারাম। সেই ডাকিনী! জানিনা আজ আবার কি ছলনায় এসেছে।

সীতারাম। প্রার্থনা সম্ভব হ'লে আমি পূর্ণ ক'রবো দেবী। বলো কি চাও?

জয়ন্তী। অসম্ভব প্রার্থনা কেন ক'রবো সীতারাম! তুমি গঙ্গারামকে মুক্তি দাও।

সীতারাম। মুক্তি দেবার জন্যই তো এসেছি মা! এই যে ঘাতক দাঁড়িয়ে। গঙ্গারামের আজ চিরমুক্তি হ'বে।

জয়ন্তী। জীবন ভিক্ষা দাও।

সীতারাম। রাজার বিচার—

জয়ন্তী! মাতৃ-আজ্ঞা—

সীতারাম। এ আবার তোমার কি আজ্ঞা মা?

জয়ন্তী। কল্পনার বহির্ভূত হ'লেও সে আদেশ তোমায় প্রতিপালন করতে হবে। শ্রীর অশ্রু-সজল চোখ দুটো যে আমি ভুলতে পাচ্ছিনে সীতারাম! তার দাদার জন্য সে উন্মাদিনী হ'য়েছে। তাই তোমার কাছে অনুরোধ—শ্রীর জীবন রক্ষা ক'রতে আজ গঙ্গারামের জীবন রক্ষার প্রয়োজন হ'য়েছে পুত্র!

সীতারাম। কিন্তু আজ আমি তোমার আজ্ঞায় গঙ্গারামকে মুক্তি দিতে পারি, তবে তার পূর্ব্বে তুমি আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাও মা—শ্রীকে আমার হাতে স'পে দেবে। আমি যে তাকে চাই—তার জন্য উন্মাদ। যেদিন আধো-আলো ছায়ায় তাকে দেখেছি, সেদিন হ'তে আমি জেনেছি—শ্রী আমার সব—শ্রী আমার সব। সীতারাম শ্রীহীন হ'য়ে বেঁচে থাকবে না—বেঁচে থাকতে চায় না।

জয়ন্তী। আচ্ছা আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—তুমি শ্রীকে পাবে।

সীতারাম। পাবো?

জয়ন্তী। পাবে।

সীতারাম। ঘাতক, মুক্ত করে দাও গঙ্গারামকে। হ্যাঁ, তবে গঙ্গারাম তুমি আজ জীবন ফিরে পেলে সত্য কিন্তু তোমার সংস্পর্শে যেন আমার ভূষণার মাটী বিষিয়ে ওঠে না। [প্রস্থান ও পরে ঘাতক গঙ্গারামকে মুক্ত করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

জয়ন্তী। যাও গঙ্গারাম, তুমি শীঘ্রই এখান হ'তে পালাও।

[প্রস্থান।

গঙ্গারাম। মুক্ত—মুক্ত আজ গঙ্গারাম! রাজরাণী, এবার আমি তোমায় ভিখারিণী করে আমার সাথী ক'রবো। গঙ্গারামের এ মুক্তি নয়—মুক্তি নয়—মৃত্যু! মৃত্যু! নির্ব্বাসন! নির্ব্বাসন! হাঃ হাঃ হাঃ!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

চিত্ত বিশ্রামকুঞ্জ—পথ

অধীরভাবে সীতারামের প্রবেশ

সীতারাম। শ্রী! শ্রী! কই এখনো তো সে এল না? এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন? তবে আমায় প্রতারণা ক'রলে? গঙ্গারামের জীবনের জন্য আমার সঙ্গে ছলনা করলে? না না, সে আমার সঙ্গে যদি ছলনাই ক'রবে, তবে আমার জন্য তার এত মঙ্গল আযোজন কেন? এত পরিশ্রম কেন? আমি যে বড় সমস্যায় প'ড়লাম। কে সে নারী? পরিচয চাইলে. বলে দেবীব সেবিকা, দাসী। কই—শ্রী শ্রী!

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ

গীত

ওই আঁধারে নামে আকাশ হ'তে
আসছে যে ওই জল।
ওরে পথিক পথ হারাবি
কোথায় যাবি বল।
নিভে যায় হাতের প্রদীপ
ফুটবে কাঁটা পায়,
বাসনারে তুই আপন ভুলে
ঘরে ফিরে আয়।
বনের পাখী উড়বে বনে
কেমন করে ধরবি তাকে বল্।

[প্রস্থান।

সীতারাম। কি? কি? শ্রী কি তবে সীতারামের হবে না? শ্রী! শ্রী আমার উপেক্ষিতা শ্রী! তুমি এস—এস।

চন্দ্রচূড় প্রবেশ করিল

চন্দ্রচূড়। সীতারাম!

সীতারাম। কি চান গুরুদেব!

চন্দ্রচূড়। শোন সীতারাম, মুর্শিদকুলি খাঁর কাছ হতে খবর ফিরে এসেছে, দয়ারামকে দেযনি, আর পাঁচ হাজার ফৌজ আসছে তোমার মহম্মদপুরকে বিধ্বস্ত ক'রতে।

সীতারাম। বটে! আপনি আছেন, মৃন্ময আছে, মেনাহাতী আছে—খবর আছে—আমায একটু শান্তিতে থাকতে দিন। কঠোর রাজকর্ম্মের পরিচালনায আমি শ্রান্ত, কিছুদিন আমায নিশ্চিন্তে থাকতে দিন—

চন্দ্রচূড়। সে কি সীতারাম? এত বড় একটা দাযিত্ব মাথায় নিয়ে তুমি আজ বিশ্রাম চাইছো? সীতারাম, এখনো যে বিশ্রামের সময আসেনি। এখনো শত্রুর দল তোমার হাতে-গড়া সোনার রাজ্যকে বিধ্বস্ত ক'রতে লোলুপ দৃষ্টিপাত ক'রছে—এখনো সেই বেইমান রামজীবন রায় ও দেওয়ান দয়ারামের শির স্কন্ধচ্যুত হযনি, তবে এখনি তুমি বিশ্রাম ক'রতে চাও?

সীতারাম। একটু বিশ্রাম চাই গুরু—একটু বিশ্রাম চাই!

চন্দ্রচূড়। না, তুমি রাজা। তুমি যদি আজ বিশ্রামের শয্যায় গা ঢেলে দাও, তাহ'লে বলো সীতারাম, তোমার রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি টলে উঠবে কি না। চল চল রাজদরবারে—প্রজাদের আহ্বান কর—তাদের মর্ম্মে মর্ম্মে মাটির নেশা জাগিযে দাও।

সীতারাম। আচ্ছা আপনি যান, আমি যাচ্ছি—

চন্দ্রচূড়! এস! [প্রস্থান।

সীতারাম। আমায জ্বালিয়ে মারলে—জ্বালিযে মারলে—কই কই? সত্যই কি তবে প্রতারণা! শ্রী! শ্রী!

সন্ন্যাসিনীবেশিনী শ্রীর প্রবেশ

শ্রী। এই যে শ্রী!

সীতারাম। য়্যাঁ একি! একি! শ্রী, তোমার একি বেশ?

শ্রী। এই আমার সত্যকারের বেশ মহারাজ!

সীতারাম। এ তো রাণীর বেশ নয় শ্রী, এ বেশ যে সন্ন্যাসীর।

শ্রী। সত্যই আমি সন্ন্যাসিনী—সর্ব্বত্যাগিনী! এই পথই আমি ধরেছি।

সীতারাম। সে অধিকার তোমার নেই। তোমার স্বামী বর্ত্তমান, স্বামী তোমার একমাত্র ধর্ম্ম।

শ্রী। যে সংসার হ'তে বহুদূরে চলে গেছে—পতিসেবা, দেবসেবা, কোন সেবাই যে তার ধর্ম্ম নয় মহারাজ! তবে আছে এক সেবা—দেশ-মাতৃকার সেবা।

সীতারাম। সত্য, কিন্তু স্বামী সেবাও কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?

শ্রী। আমি সে কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম। আমায় বিদায় দাও—আমায় আর বেঁধো না।

সীতারাম। না শ্রী, আমি তোমায় বিদায় দিতে পারবো না। যৌবনের প্রথম লগ্নে আমি তোমায় হারিয়েছিলাম, আজ জীবনের গোধূলির ছায়ায় পেয়ে আবার কি তোমায় হারাতে হবে?

শ্রী। আমায় ভুলে যাও। ওগো আমি তোমার সোনার সংসারে আগুন জ্বালাতে দেবো না। আমায় ভুলে এতদিন যেমন ছিলে তেম্নিই থাকো, গোধূলীর ছায়ায় আর ফিরে পেয়ে নিজের জীবনটাকে অশান্তিময় ক'রে তুলো না। কোষ্ঠির ফল—ওগো আমি তোমার সংস্পর্শে যাবো না। আমি যে থাকতে চাই তোমার স্পর্শ থেকে অনেক দূরে।

সীতারাম। তুমি আমার কথা রাখো শ্রী। গৈরিকবাস ফেলে দাও—প্রাসাদে চল—রাণীর বেশ পরিধান কর। তুমি যে রাজা সীতারাম রায়ের সহধর্ম্মিণী।

শ্রী। ভবিষ্যতের কঠোর যূপকাষ্ঠে যে দিন সে সৌভাগ্যের বলিদান হ'য়ে গেছে, তখন সে সৌভাগ্যকে পুর্ণজীবন দেওয়া মানুষের ক্ষমতার বাইরে। যতই আমি তোমার ব্যবধানে থাকি না কেন, সে ব্যবধান দূর হবে সেদিন যেদিন

তুমি সমস্ত কামনাশূন্য হ'য়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে—সেই দিন তুমি আমায় পাবে, যদি না পারো তাহ'লে জেনো মৃত্যুর পাথেয় আমার এই আঁচলেই বাঁধা আছে।

সীতারাম। তোমায় আমি জোর করে পেতে চাই না শ্রী! বলো তুমি আমার কথা রাখবে?

শ্রী। রাখবো, তবে আমি এই চিত্তবিশ্রামে এই বেশেই তোমার সংস্পর্শের দূরে থাকবো। সে দিন যাবার সময় তোমার উদ্দেশে প্রণাম করেছিলাম, আজ কাছে এসে আবার প্রণাম জানাচ্ছি।

সীতারাম। যে স্ত্রীকে স্পর্শ করবার অধিকার নেই তাকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার আছে কি জানি না। তবে জেনে রেখো শ্রী, আজ হ'তে তুমি থাকবে আমার চোখের সামনে—আজ থেকে তুমিই হবে আমার সাধনা—ধ্যানের প্রতিমা।

শ্রী। কিন্তু তোমার রাজ্য—কর্ত্তব্য—

সীতারাম। সব তলিয়ে যাক্ তাতেও ক্ষতি নেই—আমি শুধু দেখবো শ্রী—অনুরাগের উচ্ছ্বাস দিয়ে এই পাষাণ প্রতিমার প্রাণের সঞ্চার হয় কিনা।

শ্রী। পারবে না মহারাজ—পারবে না। আমি সন্ন্যাসিনী, সংসার আমার স্থান নয়। আমায় বিহ্বল করো না—যখন মাতৃপূজার পূজারিণী সেজেছি তখন তাকে বাধা দিও না—তার পূজা সম্পন্ন করতে দাও।

[ধীরে ধীরে শ্রীর প্রস্থান।

সীতারাম। শ্রী! শ্রী! স্পর্শের অধিকার হ'তে আমায় বঞ্চিত ক'রেছ, কিন্তু অদর্শনের অভিশম্পাত দিয়ে তার জীবনটাকে মরুভূমি ক'রে দিও না। সীতারামকে শ্রীহীন করোনা। [প্রস্থান।

ঐক্যতান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রমার কক্ষ

রমার প্রবেশ

রমা। আর এ অভিশপ্ত জীবনের আবশ্যক নেই। অশান্তির অনলে আর কতদিন জ্বলবো। কলঙ্ক—কলঙ্ক—আমার জীবনটা একটা কলঙ্কের পাহাড়। কিন্তু তাও সহ্য ক'রে আছি। তাঁর মুখপানে চেয়ে এখনো আমি বেঁচে আছি। কই—তাঁর দর্শন কই। এক দণ্ড যিনি আমার কাছ ছাড়া হ'তেন না—আজ তিনি ভুলেও একবার আমার কাছে আসেন না। তবে কি তাঁর সে সন্দেহ দূর হয়নি? একটীবার দেখা দেবার জন্য কত সংবাদ পাঠাচ্ছি তবু তিনি আসেন না। একটা ডাকিনীর মোহে মুগ্ধ হ'যে সব ভুলে যেতে বসেছেন। এদিকে তাঁর নিজের হাতে-গড়া সোনার রাজ্য যেতে বসেছে তবু তাঁর চৈতন্য নাই। চিত্তবিশ্রাম থেকে একমুহূর্ত্ত বাইরে আসবার তাঁর অবসর হয় না। তাঁর যে এতখানি পরিবর্ত্তন হবে তা কল্পনায় আনতে পারিনি কোন দিন।

মুরলার প্রবেশ

মুরলা। রাণী মা! রাণী মা!

রমা। মুরলা! মহারাজ কই?

মুরলা। তিনি এলেন না।

রমা। আসবেন না—আসবেন না—আর তিনি আসবেন না। অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসে আমি তাকে হারিয়ে ফেলেছি। মুরলা! মুরলা! আমি মরবো—আমায় একটু বিষ এনে দিতে পারিস্?

মুরলা। হেঁই মা—অমন কথা বলোনি বাছা। বিষ এনে দেবো কি গো? আনাআনি—ডাকাডাকি আমার দ্বারা আর হবে না। সেদিনকার মত কি আবার বিপদে পড়বো?

রমা। দিবিনে মুরলা—বিষ এনে দিবিনে? চল্ চল্ আমার চিত্তবিশ্রামে নিয়ে চল। আমি সেখানে গিয়ে তাঁর পা দুটী জড়িয়ে ধরে কাঁদবো—দেখি সে কত বড় নির্ম্মম। না না, আমি বাইরে যাবো কি করে—তবে কি করি আমি—বিষ দিলিনে মুরলা—তবে এই দেখ আমি মরতে পারি কিনা। (বস্ত্রের ভিতর হইতে ছুরীকা বাহির করতঃ নিজ বক্ষে আঘাত) ওঃ মহারাজ! (পতন)।

মুরলা। (চীৎকার করতঃ) ওগো মাগো কি হ'লো গো।

দ্রুত সীতারামের প্রবেশ

সীতারাম। রমা! রমা! আমি এসেছি—

মুরলা। ওগো মহারাজ গো—

সীতারাম। য়্যাঁ একি! একি! রক্তে প্লাবন ছুটে যাচ্ছে—রমা! রমা! কি ক'রেছ তুমি? (রমাকে জড়াইযা ধরিল)।

রমা। নিজের বুকে নিজেই ছুরী মেরেছি। ওগো আমার আর বাঁচতে সাধ নেই—বেঁচে থাকায় আমার কোন সুখ নেই। কি জন্য বেঁচে থাকবো?

সীতারাম। কেন, কি হ'য়েছে রমা, যার জন্য তুমি আজ জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারলে?

রমা। নারীর জীবনের সুখ শান্তি যে একমাত্র স্বামী! আমি যখন সেই স্বামীকে হারিয়েছি, তখন এ সংসার যে আমার কাছে শ্মশানের চিতাকুণ্ড! কত জ্বলবো—কত সহ্য ক'রবো? তাই আজ যাবার পথ ধরেছি, সেখানে গেলে আমার জ্বালা জুড়োবে।

সীতারাম। রমা! রমা! আমি তো এসেছি, তবু তুমি অভিমানে চলে যাচ্ছো? না না, যেও না প্রিয়ে, সীতারাম রায়ের মাথার ওপর অভিশাপ ঢেলে

দিযে যেওনা। আমি তোমায একদিনও হতাদব করেনি—আমার বুকে এস রমা—

বমা। না না, আর আমায যাবার সময কাঁদিও না। যাকে নিযে তুমি সুখী হও, তাকে নিযে থাকো। আমি তোমার সে কাজে বাধা দেবো না। তবে যাবাব সময অন্তিমেব অনুরোধ আমার—আমাব খোকা বইলো—তাকে দেখো—

সীতাবাম। বমা—সতীলক্ষ্মী!

রমা। আবাব বলো—আবাব বলো—আমাব পবকালেব পথ রাঙিযে উঠুক, পাযের ধুলো দাও বিদায। (মৃত্যু)।

মুরলা। ওগো বাণীমা তুমি কোথায গেলে গো।

সীতাবাম। বমা! বমা! তুমিও চলে গেলে। ভগবান। একি ভুল করলাম আমি?

চন্দ্রচূড় প্রবেশ করিল

চন্দ্রচূড় ও ভুল তোমার এখনো যাবে না সীতাবাম। ওই ভুলের জন্যই তুমি সব হাবাবে। এখনো—এখনো তোমার সময আছে সীতারাম—এখনো তোমার ভুল সংশোধন কর।

সীতারাম। গুরুদেব! সত্যই কি আমি ভুল ক'রেছি?

চন্দ্রচূড। ক'রেছ। তুমি সত্যের সন্ধানে বহির্গত হ'যে চলে গেলে অসত্যেব কণ্টকাকীর্ণ পথে জীবনের ব্যর্থকামকে সাথী কবে। ভেবে দেখো সীতাবাম—আজ তোমার এক ভুলে প্রিযতমা সতীসাধ্বি পত্নীকে হারালে—আবাব ভুলে হারাবে তোমার ষড়ৈশ্বর্য্যমযী জন্মভূমিকে।

সীতারাম। না না, আমার জন্মভূমিকে আমি হারাবো না—হারাতে দেবো না—

চন্দ্রচূড়। তুমি যে আজ হারাতে বসেছ প্রিয়তম! তোমার এই ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে রাজ্যবাসী প্রজারা অবাক হ'য়ে গেছে। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা

দিয়েছে, নবাবী ফৌজেরা ছাউনী ফেলেছে। যুদ্ধ অনিবার্য্য! আর তুমি রাজা—তুমি কিনা উদাসীন—একটা নারীর রূপকারায় আত্মবন্দী থেকে বাংলার মুখে চুণকালি দিতে চাইছো!

সীতারাম। আমার ভূষণা দখল ক'রতে এসেছে নবাবী ফৌজ—আমি আজই দরবারে যাচ্ছি—আমিই সেই রাজা সীতারাম—আমি মরিনি—মরিনি—কি—আমার তরবারি কৈ—আমার তরবারি কৈ? [উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

চন্দ্রচূড়। জয় মা জন্মভূমির জয়। [প্রস্থান।

মুরলা। এখন এই মুদ্দো নিয়ে আমি কি করিগা—যা হয় ক'রে নিয়ে যাই। ইস্ কি ভারী গা, দুধ ঘী খেকো শরীর কিনা।

[রমাকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দরবার

চন্দ্রচুড, মৃন্ময়, মেনাহাতি, চাঁদশা ও গবর

মৃন্ময়। মহারাজ তা হ'লে দরবারে আসছেন?

চন্দ্রচুড। হ্যাঁ, এতদিন পরে তাঁর জ্ঞান হ'য়েছে।

মেনাহাতি। গঙ্গারামের বুনটাকে আর সেই সন্ন্যাসিনীটাকে তাড়িয়ে দিলে কি হয়?

চন্দ্রচূড়। তাতে কুফলই ফলবে ভাই!

চাঁদশা। আশ্চর্য্য হচ্ছি—এই সামান্য কদিনের মধ্যে রাজ্যে এতখানি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হ'য়েছে?

চন্দ্রচূড়। সে তো স্বাভাবিক। রাজ্য কেন, নিজের সংসারের দিকেও দৃষ্টি নাই। ছোটরাণীমার অকাল মৃত্যুতে আমরা যথেষ্ট মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়েছি।

চাঁদশা। আপনি কি মহারাজকে এ বিষয়ে জানান নি।

চন্দ্রচূড়। অনেকবার জানিয়েছি কিন্তু শুনছে কে। তিনি এখন কিছুই চান না। কোন কথাই তাঁকে বললে তিনি বলেন "আপনারা কি জন্য আছেন"।

চাঁদশা। রাজার কর্ত্তব্য যদি রাজ কর্ম্মচারীর দ্বারা সম্ভব হ'তো তা হ'লে তো কোন চিন্তাই ছিল না।

গবর। মহারাজের তো এখনো দেখা নেই।

চন্দ্রচূড়। আসবেন তো বললেন।

চাঁদশা। আবার যুদ্ধ!

মৃন্ময়। আবার যুদ্ধ ফকির সাহেব! এবার যুদ্ধ ফৌজদারের সঙ্গে নয়— নবাবের সঙ্গে নয়— এবার যুদ্ধ স্বজাতির সঙ্গে—দয়ারামের সঙ্গে।

চাঁদশা। দয়ারামের সঙ্গে?

সেনাপতি। আজ্ঞে হ্যাঁ—এ যুদ্ধ তারই সঙ্গে হবে। নবাবকে উত্তেজিত ক'রে সেই এসেছে পাঁচ হাজার ফৌজকে নিয়ে আমাদের শিক্ষা দিতে। কিন্তু আমরা তার জন্য ভীত নই ফকির সাহেব!

চন্দ্রচূড়। আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখ্‌ছি সীতারামের স্বাধীন স্বপ্ন টুটে যাবে— জাতীর উচ্চাশা ধূলিসাৎ হবে—সোনার ভূষণা আবার মোগলের পদানত হবে। পাঁচ হাজার নবাবী ফৌজ এসেছে তার জন্য আমি চিন্তিত নই—চিন্তিত হ'য়েছি সেই বিভীষণের জন্য

গবর। আমায় হুকুম দাও ঠাকুর, দয়ারামের ছাউনীখানা তুলে আনি।

সেনাপতি। একি, মহারাজ তো এখনো এলেন না।

চন্দ্রচূড়। এলেন বলে। কিন্তু সেই জাতিদ্রোহী দয়ারামকে আগে শিক্ষা দিতে হবে।

চাঁদশা। অথচ তোমরাই মুসলমানদের সন্দেহের চক্ষে দেখ।

চন্দ্রচূড়। তখন আমরা অন্ধ ছিলাম ভাই! বাংলার সকল মুসলমানই যদি আপনার মত হত ফকির সাহেব, আর হিন্দুও যদি মনুষ্যত্ব ফিরে পেতো তাহ'লে বাংলাকে কখনো দিল্লীর মুখপানে চেয়ে থাকতে হতো না।

চাঁদশা। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সেনাপতি এসেছেন মহম্মদপুর আক্রমণের জন্য, তার কি ব্যবস্থা ক'রছেন ?

মৃন্ময়। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আমরা প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছি ফকির সাহেব! কালান্তক যম মেনাহাতি ও আমি খাঁটী আগলে বসে—গবরের মৃত্যুবান লাঠি আছে সতর্ক প্রহরায়—আছেন শূলপাণি গঙ্গারাম আর আছেন বাঙালীর বন্ধু বাঙালী ফকির সাহেব আপনি। ভয় কি আমাদের ? নবাবী ফৌজদারের সম্মুখে শঙ্কায় শির নত করে ফিরে যেতে হবে।

মেনাহাতি। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে—এদেশ শুধু সীতারামের রাজ্য নয়—এ দেশ আমাদের মাতৃভূমি। রাজা তার রাজত্ব একবার হারালে আবার নতুন রাজ্য গড়ে তুলতে পারেন কিন্তু সন্তান মাকে একবার হারালে সর্ব্বহারা হয়। আজ যদি মহারাজ তাঁর রাজ্য রক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন থাকুন, আমরা কিন্তু আমাদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্য জীবন বলিদান দিতেও কুণ্ঠিত হবো না।

মৃন্ময়। আজ আমাদের মনের দুর্ব্বলতাকে সরিয়ে দিতে হবে। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে—পিছিয়ে থাকলে চলবে না—আরও এগিয়ে যেতে হবে। নবাবী ফৌজের যুদ্ধ পিপাসা মিটিয়ে দিয়ে এই বাংলার বাঙালীকে আবার নতুন জীবন দান ক'রতে হবে।

চাঁদশা। কই এখনো তো মহারাজ এলেন না ?

মৃন্ময়। আপনি পুনরায় মহারাজের কাছে যান গুরুদেব! তাঁকে জাগিয়ে তুলুন, তাঁর জন্যে যে ভূষণার প্রকৃতিপুঞ্জ সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে!

চন্দ্রচূড়। আমি যাচ্ছি, তোমরা সকলে আমার সঙ্গে এস। আজ তাঁকে জাগাতে হবে। আমাদের সম্মিলিত অশ্রুধারা ঢেলে দিয়ে বলবো—ওগো রাজা, ওগো দেশের মালিক! তুমি জাগো—তুমি ওঠ—তুমি ক্ষিপ্র হও। তুমি যে আমাদের আশা—ভরসা—শক্তি- সাহস।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চিত্ত বিশ্রাম

জয়ন্তী ও শ্রী

জয়ন্তী। আজই এখান হ'তে চলে যেতে হবে শ্রী। আর এখানে থাকলে চল্‌বে না।

শ্রী। কেন মা?

জয়ন্তী। সীতারামের রাজ্য দখল ক'রতে নবাবী ফৌজ এসেছে—কিন্তু মহারাজ—সে দিকে তাঁর মোটেই লক্ষ্য নেই। রাজ্যজুড়ে হাহাকার উঠেছে। প্রজারা শুধু ভাবছে—তার জন্য দোষী আমরা দু'জন। তাই বলছি মা আর এখানে থাকা আবশ্যক নেই। আমরা এখান হ'তে না গেলে মহারাজ তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্রতী হবেন না।

শ্রী। আমারও ইচ্ছা তাই। তিনি আমার কাছ হ'তে এক দণ্ড কোথাও যান না। তাঁর সেই ব্যাকুল অনুরাগ আমার যে লক্ষ্যের বাঁধন ছিঁড়ে দিতে উদ্যত হ'য়েছে। ওগো দেবী, তুমি আমায় যে পথ দেখিয়ে দিয়েছ—আমায় সেই পথে নিয়ে চল। আর আমায় নশ্বর সংসার-কারায় আবদ্ধ হ'তে দিও না।

জয়ন্তী। যেতে পারবে তো মা?

শ্রী। পারবো।

জয়ন্তী। তবে আজই রাত্রে এখান হ'তে চলে যাও। এই নাও আমার ত্রিশূল আর অঙ্গুরী। এই দেখিয়ে তুমি অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ কর। (ত্রিশূল ও অঙ্গুরী প্রদান)

শ্রী। দাও মা। (গ্রহণ) তুমি কেমন ক'রে যাবে?

জয়ন্তী। আমার জন্য ভাবতে হবে না, জেনো আমি সন্ন্যাসিনী।

শ্রী। চল্লাম মা জন্মভূমি! আশা ছিল তোমার সেবিকা হ'য়ে এ জীবন বলিদান দেবো কিন্তু তা হ'তে দিলে না। নারীই কি পুরুষের সব? তুচ্ছ একটা

নারীর জন্য ওগো রাজা তোমার একি বিভ্রমতা! কিন্তু তুমি জানো আমি তোমার আপনার নই, আপনার চেয়ে যে তোমার বড—আপনার বড় প্রিয—তোমার জন্মভূমি।

[প্রস্থান।

জযন্তী। যাক্, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'লাম। শ্রী। শ্রী! তুমি মানবী নও, সত্যি তুমি দেবী!

দরবারের পোষাক পরিহিত সীতারাম প্রবেশ করিল

সীতারাম। শ্রী! শ্রী!

জযন্তী। দরবারে যাবে বলে প্রস্তুত হ'যে আবার কেন এখানে ফিরে এলে মহারাজ?

সীতারাম। শ্রীকে দেখতে।

জযন্তী। দেখার তৃষ্ণা কি তোমার মিটছে না?

সীতারাম। মিট্‌ছে না—আমি যে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রতে চাই।

জযন্তী। সর্ব্বদাই যদি চিত্তবিশ্রামে থাকো তাহ'লে তোমার রাজ্য পরিচালনা করে কে?

সীতারাম। রাজ্য? রাজ্য আমার নেই! আমার রাজ্য—ঐশ্বর্য্য—সম্পদ—সব সেই শ্রী। তার কাছে থাকার যে স্বর্গীয সুখ—সে সুখ রাজ-সিংহাসনে নেই।

প্রদীপ প্রবেশ করিল

প্রদীপ। বাবা! বাবা!

সীতারাম। তুমি এখানে কি জন্য এলে কুমার?

প্রদীপ। তোমায নিযে যাবো, মা পাঠিয়ে দিলে।

সীতারাম। না না, এখন আমার যাবার অবসর নেই, তুমি যাও।

প্রদীপ। না বাবা, তোমায় যেতেই হবে, তোমায় না নিয়ে আমি কিছুতেই যাবো না। তুমি কতদিন হলো যে যাওনি। তোমার জন্য ছোটমা চলে গেলেন —মাও যে যেতে বসেছে, তুমি একটীবার চলো বাবা!

জয়ন্তী। চমৎকার!

সীতারাম। যাও কুমার! আমায় বিরক্ত করো না।

গীত

প্রদীপ। ওগো তুমি চলো গো

কেন তুমি আছ হেথা সকলি ভুলে।

কাঁদিছে জননী মোর,

দিবস নিশি ভোর,

আর তুমি আছ হেথা সকলি ফেলে॥

ওগো ডাকিনী মায়ায়, ভুলেছ সকলি হায়

ওদিকে যে সব যায় ভাসিয়া জলে॥

সীতারাম। কি! কি! ডাকিনী ডাকিনী! শ্রী আমার ডাকিনী! দূর হও! দূর হও! কুলাঙ্গার! যাও! যাও! একি যাবে না? আরে আরে কুসন্তান! (প্রদীপকে পদাঘাত)।

প্রদীপ। উঃ! বাবা গো! তুমি কি পাষাণ!

সীতারাম। যা—যা— (পদাঘাত)।

জয়ন্তী। সীতারাম! সীতারাম! ক'রছ কি—ক'রছ কি পাষাণ। এ যে তোমার পুত্র! ওরে—ওরে হতভাগ্য কাঙাল—আয় আয়—আমার বুকে আয়! (প্রদীপকে বক্ষে ধরিয়া) শোন—শোন সীতারাম! শোন আত্মহারা! যার জন্য আজ তোমার পদস্খালন—সে আর নেই—নেই—সেই শ্রী আর নেই!

সীতারাম। ওঃ! শ্রী আমার নেই?

জয়ন্তী। চলে গেছে—স্বর্গের দেবী স্বর্গে চলে গেছে। এইবার আমিও চল্লাম!

সীতারাম। কোথায় গেল শ্রী? কোথায় গেল শ্রী?

জয়ন্তী। আমিই তাকে কৌশলে সরিয়ে দিয়েছি।

সীতারাম। তুমি?

জয়ন্তী। আমি।

সীতারাম। ওঃ! ওঃ! তুমিই আমার শ্রীকে কেড়ে নিলে? তুমি ডাকিনী—তুমি ডাকিনী—তুমি আমায় নিয়ে খেলা ক'রছো? হত্যা—হত্যা—আজ তোমায় হত্যা ক'রবো। দাও—শীঘ্র দাও আমার শ্রীকে। আমি শ্রীহীন হ'য়ে একদণ্ড থাকতে পারবো না।

জয়ন্তী। তোমার মঙ্গল—রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সে চলে গেছে।

সীতারাম। বটে! বটে! আমার মঙ্গল—রাজ্যের মঙ্গলের জন্য—শ্রী চলে গেছে। তবে—তবে সেই মঙ্গলাচারণের বোধন উৎসব তোমাকে দিয়েই আরম্ভ করি। উৎসব—উৎসব—আজ সীতারামের বিসর্জ্জন উৎসব। আরে আরে নাগিনী! (অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)।

দ্রুত চন্দ্রচূড়, মেনাহাতী

গবর, মৃন্ময় ও চাঁদশা প্রবেশ করিল

সকলে। ক'রছেন কি! ক'রছেন কি মহারাজ! কার অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হ'যেছেন? শান্ত হন।

সীতারাম। না না, সরে যাও—সরে যাও সব সরে যাও—আজ আমি উন্মত্ত—পিশাচ—রক্ত-পিয়াসী দানব! আজ আমার বিসর্জ্জন উৎসব! হাঃ হাঃ হাঃ! শ্রী আমার নেই—শ্রী আমার নেই—

চন্দ্রচূড়। সীতারাম! সীতারাম! শান্ত হও—শান্ত হও! তুচ্ছ একটা নারীর জন্য তুমি তোমার মনুষ্যত্ব হারাতে বসেছ? ছিঃ! ছিঃ! ওরে কে আছিস্ শীঘ্র নিয়ে আয় লক্ষ্মীনারায়ণের নির্ম্মাল্য! আজ সীতারামের সর্ব্বাঙ্গে নির্ম্মাল্য ছড়িয়ে দিয়ে যা—তার আবার মনুষ্যত্ব ফিরে আসুক। (পুরোহিত

আসিয়া সীতারামের অঙ্গে 'ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি' বলিয়া নির্ম্মাল্য ছড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিল)।

চন্দ্রচূড়। জয় লক্ষ্মীনারায়ণের জয়।

সীতারাম। গুরুদেব! গুরুদেব!

সকলে। জয় সীতারাম রায়ের জয়।

চন্দ্রচূড়। চলো চলো সীতারাম—চলো রাজকর্ত্তব্যের আবাহনে—দেশের ডাকে—জাতীর পরিচয়ে। আজ আমাদের সম্মুখে বিরাট পরীক্ষা ক্ষেত্র উপস্থিত —নবাবী ফৌজ এসেছে—আর এসেছে সেই জাতিদ্রোহী দয়ারাম—

সীতারাম। যুদ্ধ! যুদ্ধ! সীতারাম রায় আবার যুদ্ধ করবে—অস্ত্র ধরবে—বাঙালীর মান-মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে—বাংলার বুকে বাঙালীর গৌরব উজ্জ্বল ক'রতে প্রাণ দেবে—বাংলার মাটীতে ঘুমিয়ে পড়বে। মা! মা! অজ্ঞান সন্তানকে ক্ষমা কর মা! আমি এক অজানা মোহে মুগ্ধ হযে আমার কর্ত্তব্যের বলিদান দিতে যাচ্ছিলাম। তুমিই আমায় পৈশাচিক কর্ম্ম হ'তে ফিরিয়ে এনেছ। আজ সীতারাম রায় নত শিরে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছে, তাকে ক্ষমা কর—আশীর্ব্বাদ কর। (নতজানু)।

জয়ন্তী। পুত্র বিপথগামী মাতৃদ্রোহী হলেও মা তার সন্তানকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে ভুলে যায় না সীতারাম! তুমি আমার বুকে এস (বক্ষে ধারণ) আশীর্ব্বাদ করি—তোমার মনুষ্যত্বের মহিমা বাংলার আকাশখানা রাঙিয়ে তুলুক—তোমার মাতৃ পূজার তূর্য্যনাদে দিল্লীর দরবার গৃহ সভয়ে কেঁপে উঠুক—সাগর মেখলা ভারতের বুকে চিরন্তনের জয়ভেরীতে বাজুক—জয় বাঙালী সীতারামের জয়।

সকলে। জয় বাঙালী সীতারামের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দুর্গ চত্বর

দয়ারাম গঙ্গারাম মির্জ্জা মহম্মদ ও মুসলমান সৈন্যগণের প্রবেশ

মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জন

দয়ারাম। ভেঙ্গে ফেল ভেঙ্গে ফেল দুর্গদ্বার।

সৈন্যগণ। আল্লা আল্লাহো আকবর।

দয়ারাম। ওই যে! ওই যে সীতারাম, আক্রমণ কর—আক্রমণ কর।

সকলের প্রস্থান।

সীতারাম, [illegible] মৃন্ময়, বীর মেনাহাতী ও [illegible]

সকলে। জয় সীতারাম রায়ের জয়।

চন্দ্রচূড়। ওই ওই! জাতিদ্রোহী দয়ারাম, বিশ্বাসঘাতক গঙ্গারাম, আগে ওদের দুজনকে বধ কর সীতারাম।

সকলে। বধ কর—বধ কর জাতিদ্রোহীদের।

সকলের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় পক্ষের প্রবেশ ও প্রস্থান।

দ্রুত দয়ারামের প্রবেশ

দয়ারাম। হাঃ হাঃ হাঃ! সীতারাম! সীতারাম! আমার অপমান করেছিলে না? এইবার তার উপযুক্ত ফল ভোগ কর। দেখতে দেখতে তোমার সঙ্গীরা মরণ ঘুমে ঘুমিয়ে গেল—এইবার তুমিও ঘুমোবে। গুপ্তঘাতক দিয়ে তোমার সঙ্গীদের সব শেষ করেছি—এইবার তুমি।

মির্জ্জা মহম্মদ প্রবেশ করিল

মির্জ্জা মহম্মদ। করলেন কি দেওয়ানজী—করলেন কি! রণক্ষেত্রে বীরকে গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যা করলেন?

দয়ারাম। কে বল্‌লে? মিথ্যা কথা! অমন অপবাদ আমার নামে দিওনা।

মির্জ্জা মহম্মদ। ছিঃ ছিঃ করলেন কি! বুঝলম প্রকৃতই আপনি দেশোদ্রোহী

দয়ারাম। সাবধান! যার জন্য এসেছ তাই কর। চলে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

চন্দ্রচূড়কে ধরিয়া আহত সীতারামের প্রবেশ

সীতারাম। ওঃ ওঃ! গুরু! গুরু! আমাকে বাঁচাবার আর ব্যর্থ প্রয়াস ক'রো না। আমার আজ সব গেল—বেইমানিতে আমার সব গেল। আমায় মায়ের বুকে শান্তিতে মরতে দাও। ওগো দেশ লক্ষ্মী! আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ কর। ওগো আমার ভাবী বাংলার ভায়েরা যে দেশকে আমি জীবনের মহা ভুলে পরাধীনতার অন্ধকারে কাঁদতে রেখে গেলাম—তোমরা হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সেই দেশকে আমার স্বাধীনতার কনক সিংহাসনে বসিযে তাকে গৌরব দীপ্ত করে তুলো।

দয়ারাম, মির্জ্জা মহম্মদ ও সৈন্যগণ

দয়ারাম। বন্দি কর—বন্দি কর।

সীতারাম। হাঃ হাঃ হাঃ! আমার স্বজাতি আমায় বন্দি ক'রতে বল্‌ছে—তুমি আমায় বন্দি কর—দয়ারাম! দয়ারাম! বড় আক্ষেপ থেকে গেল বন্ধু তোমার মত ভ্রাতৃভক্ত, দেশভক্তের কাটা মাথাটা আমি মায়ের চরণে ফেলে দিয়ে আমার মাতৃ পূজা সম্পন্ন ক'রে যেতে পারলাম না।

দয়ারাম। কি এখনো দর্প ক'রছো সীতারাম?

সীতারাম। ঘুমিযে গেলে তবে সীতারামের দর্প শেষ হবে। উঃ! দয়ারাম ক'রলে কি? বাঙালী হ'য়ে বাঙালী ভাইকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিলে না। তার ঐশ্বর্য্য দর্শনে হিংসায় জ্ঞানহারা হ'য়ে একি ক'রলে ভাই? ভেবেছিলাম এই বাংলার মাটীকে বাঙালীর নিজস্ব সম্পত্তি ক'রে দিয়ে যাবো। কিন্তু তা তোমরা ক'রতে দিলে না।

দয়ারাম। বন্দি কর—বন্দি কর।

সীতারাম। আমার স্বজাতি দয়ারাম—আমার ভাই দয়ারাম—আমার বন্ধু দয়ারাম—সে আজ আমায় বন্দি করতে উৎসাহ দিচ্ছে—তুমি ভাবছো কেন মির্জ্জা মহম্মদ। আমায় শৃঙ্খলিত কর—আমার স্বজাতিকে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দাও। গুরুদেব! বিদায়। আমি চল্লাম মা বাংলারাণী! আমার জীবনের অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ ক'রতে তোমার পুণ্য মাটিতে নূতন জীবন নিয়ে আবার যেন আসতে পারে বাংলার ছেলে বাঙালী সীতারাম।

[মির্জ্জা মহম্মদ সীতারামকে শৃঙ্খলিত করিল।